নারী-জাতক

বা

স্ত্রীলোকের অদৃষ্টবিচার

পণ্ডিত

শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ

এফ্, টি, এস্, কর্ত্তৃক

বৃহজ্জাতক, কোষ্ঠীপ্রদীপ, জাতকচন্দ্রিকা, শুদ্ধিদীপিকা,
ভরদ্বাজসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, গৌতম সংহিতা,
ব্যাসসংহিতা, কশ্যপসংহিতা, নির্ণয়সিন্ধু,
জ্যোতিষতত্ত্ব, সংকৃত্যমুক্তাবলী
প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ অব-
লম্বনে সঙ্কলিত ও
অনুবাদিত।

—•—

জ্যোতিষ-গণনা কার্য্যালয়।

৩৭০ নং অপার চিৎপুর রোড্, জোড়াসাঁকো,
কলিকাতা।

—•:•:•—

সন ১৩২৯ সাল।

(সর্ব্বস্বত্ব সুরক্ষিত)

মূল্য ৸৹ আনা

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান—

পণ্ডিত

শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ।

৩৭০ নং অপার চিৎপুর রোড্, জোড়াসাঁকো,

জ্যোতিষ-গণনা কার্য্যালয়।

কলিকাতা

কলিকাতা

১২৪।২।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, "সংস্কৃত প্রেসে"

শ্রীবিষ্ণুপদ হাজরা দ্বারা মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

সংসার আশ্রমীর পক্ষে নারীজাতিই বাস্তবিক রোগ, শোক, দুঃখ-দৈন্যে একমাত্র শান্তি সান্ত্বনা ও পার্থিব সুধারাশি। জগতে রমণী বহু বহু ঘটিতে পারে, কিন্তু সুগৃহিণী গৃহে গৃহে ঘটে না বলিয়াই সংসার নিরন্তর অশান্তির আগার। অতএব গৃহলক্ষ্মী গৃহে অচলা করিতে হইলে প্রত্যেক গৃহীই যেন স্বীয় আত্মীয়ের বিবাহের পূর্ব্বে শুভাশুভ লক্ষণসমূহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক কন্যা নির্ব্বাচন করেন। অনেকের ইচ্ছা সত্ত্বেও নারীজাতির হস্ত, পদ, চক্ষু, চলন, হাস্য বিলাসাদির শুভাশুভ দ্যোতক লক্ষণ সকলে অনভিজ্ঞতা হেতু সুপাত্রী নির্ব্বাচন করিতে পারেন না, এই অভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নারীজাতক পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে রমণীজাতির শুভাশুভ সকল লক্ষণ ও ফল সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাতে স্ত্রীলোকের রাশিফল, নক্ষত্রফল, মাস, তিথি, বার ও সময়ের ফল, দ্বাদশ রাশিতে অংশবিশেষে গ্রহগণের অবস্থিতি ফল এবং তন্বাদি দ্বাদশ ভাবফল সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ আদ্যঋতুর ফল এমন সুন্দরভাবে ও কৌশলে লিখিত হইয়াছে যে ইহা পাঠ করিলে দীর্ঘায়ুঃ কৃতবিদ্য ও কুলপাবন পুত্রলাভের উপায় অতি সহজেই অবগত হইতে পারিবেন। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বোধসৌকর্য্যার্থে সংস্কৃত শ্লোকগুলির সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করি প্রত্যেক গৃহীরই পুস্তকখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় গৃহে রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

অ

আ

উ

ঋ

ক

বিষয়,			পৃষ্ঠা

৩৭৫০নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা

স্থিত অল্ ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড

এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট

—প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের

পুস্তকাবলী

সামুদ্রিক রহস্য বা ভাগ্যপরীক্ষা।—এই পুস্তকের সাহায্যে হাতের রেখা ও চিহ্ন দেখিয়া ধন, সম্পদ, পুত্র, কন্যা, সৌভাগ্য, পরমায়ু প্রভৃতি জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। মূল্য (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রে সিল্কের বাঁধা) ১৲ এক টাকা।

স্বপ্নফল বিজ্ঞান।—এই গ্রন্থে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে কোন সময় কি দ্রব্য দর্শন করিলে কি ফল, এবং দেহস্পন্দন ও জেষ্ঠী (টিকটিকী) পতন প্রভৃতির ফল সন্নিবেশিত আছে॥ মূল্য।৵০, স্বপ্ন ফল দৃষ্টান্ত সহ ॥৵০ দশ আনা।

জ্ঞানযোগ।—সংসার, ধর্ম্ম, জন্মান্তর, মুক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, ও ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ক উচ্চ প্রশংসিত গ্রন্থ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

খনার বচন।—এই গ্রন্থে ব্যবসায়ে লাভালাভ, কৃষিকার্য্যে শুভাশুভ, মৃত্যুগণনা, আয়ু, রিষ্টি, সতীত্ব, বন্ধুত্ব, বিবাহ প্রভৃতি বহুবিধ গণনা সন্নিবেশিত আছে। মূল্য ॥০ আট আনা।

নারী-জাতক বা স্ত্রীলোকের অদৃষ্ট বিচার।—এই পুস্তকে রমণীজাতির শুভাশুভ সকল লক্ষণ ও ফল সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে,

অর্থাৎ ইহাতে স্ত্রীলোকের রাশিফল, নক্ষত্রফল, মাস, তিথি, বার ও সময়ের ফল লিখিত আছে, এবং আর্ত্ত খাতুর ফল এমন সুন্দরভাবে ও কৌশলে লিখিত হইয়াছে যে ইহা পাঠ করিলে দীর্ঘায়ুঃ, কৃতবিদ্য, কুল-পাবন পুত্রলাভের উপায় অবগত হইতে পারিবেন। মূল্য ৵৹ বার আনা।

বিবাহ-রহস্য বা যোটক বিচার।—ইহাতে বিবাহের শুভাশুভ সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, বর ও কন্যার যোটক-বিচার, বধূর অকাল বৈধব্যদোষ কি বরের পত্নীহানি-যোগ, বর-কন্যার প্রীতি ও অপ্রীতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় এই পুস্তক অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও বুঝিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা।

জাতক রহস্য বা অদৃষ্ট বিচার।—যে কোন মাস, বার, ঋতু, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতকের জীবন কিরূপ হইয়া থাকে তাহাই এই পুস্তকে লিখিত আছে। যাঁহাদের জ্যোতিষে অধিকার নাই তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠ করিয়া ফলিত জ্যোতিষে ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবেন ও অদৃষ্টবিচার করিতে পারিবেন। সাধারণের সুবিধার জন্য প্রথমে মূলশ্লোক, পরে বঙ্গানুবাদ ও তাহার নীচে পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইল। মূল্য ॥০ আট আনা।

এতদ্ব্যতীত জ্যোতিষ শাস্ত্রের ইংরেজী, বাঙ্গলা, হিন্দি, সংস্কৃত বহুবিধ গ্রন্থ আমাদের লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যে কোন পুস্তকের প্রয়োজন গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত পাঠাইয়া থাকি।

ম্যানেজার—

আর, সি, ভট্টাচার্য্য।

জ্যোতিষ লাইব্রেরী ৮০ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

নারী-জাতক

বা

স্ত্রীলোকের অদৃষ্টবিচার।

স্ত্রীণাং জন্মফলং তুল্যং পুংভিঃ সার্দ্ধং যদুক্তবান্।
বিশেষস্তত্র যো দৃষ্টঃ কথ্যতে বিস্তরেণ সঃ ॥ ১

১। নারীদিগের জন্মফল পুরুষদিগের ফলের তুল্য; তথাপি উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু বিশেষ দেখা যায়, তাহাই সবিস্তারে বিবৃত করা যাইতেছে।

অন্যচ্চ,—

পুরুষস্য ফলং যাদৃক্ স্ত্রিয়া এব ফলন্তথা।
বিশেষবচনং যদযত্তদিদানীং নিগদ্যতে ॥ ২

২। পুরুষের যেরূপ জন্মফল বর্ণিত হইয়াছে, নারীদিগের জন্মফলও সেইরূপ নির্ণয় করিতে হইবে; তাহার মধ্যে স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ বচন আছে, তাহাই কথিত হইতেছে।

অন্যচ্চ,—

স্ত্রীপুংসোর্জ্জন্মফলং তুল্যং কিন্তত্র চন্দ্রলগ্নস্থম্।
তদ্বলযোগাদ্বপুরাকৃতিশ্চ সৌভাগ্যমস্তময়ে চ ॥ ৩

৩। স্ত্রী ও পুরুষের জন্মকালীন ফলাফল তুল্য, কিন্তু চন্দ্র ও লগ্নের বলাবল অনুসারে স্ত্রীর দৈহিক রূপ ও স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত হইবে। সপ্তম স্থানে সৌভাগ্য বিচার করিতে হইবে।

অপরঞ্চ,—

যদ্যৎফলং নরভবে ক্ষমমঙ্গনানাং
তত্তদ্বদেৎ পতিষু বা সকলং বিধেয়ম্।
তাসান্তু ভর্তৃমরণং নিধনে বপুস্তু
লগ্নেন্দুগং শুভগতাস্তময়ে পতিশ্চ ॥ ৪

৪। পুরুষদিগের জন্ম-কালে গ্রহের অবস্থান অনুসারে কোষ্ঠীর ফলাফল যেরূপ নির্ণীত হইয়া থাকে, স্ত্রীদিগের জন্মফলও সেইরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। কোষ্ঠীর যে সকল ফল স্ত্রীদিগের সম্ভব হইতে পারে, তাহা স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে ঘটিবে, তদ্ভিন্ন সকল ফল সেই স্ত্রীদিগের পতির সম্বন্ধে নির্ণয় করিতে হইবে। নারীর কোষ্ঠীতে অষ্টম স্থানে পতির মরণ বিচার করিবে। লগ্ন ও চন্দ্র দ্বারা স্ত্রীদিগের দৈহিক শুভাশুভ ফল এবং সপ্তম স্থানে পতির শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইবে।

বৈধব্যং নিধনে নিত্যং শরীরং জন্মলগ্নভাক্।
সপ্তমে পতিসৌভাগ্যং পঞ্চমে প্রসবস্তথা ॥ ৫

৫। নারীদিগের জন্মলগ্নের অষ্টম স্থানে বৈধব্য বিচার করিতে হয়, সেইরূপ জন্মলগ্নে শারীরিক শুভাশুভ, সপ্তম স্থানে পতির সৌভাগ্য এবং পঞ্চম স্থানে সন্তান ও প্রসব সম্বন্ধে শুভাশুভ বিচার করিতে হয়।

স্ত্রীলোকের লগ্নফল।

মেষলগ্নের ফল।

মেষোদয়ে সত্যপরা নৃশংসা
নারী ভবেৎ ক্রোধগতা সদৈব।
শ্লেষ্মাধিকা নিষ্ঠুরবাক্‌প্রযুক্তা
সদানুরক্তা নিজবন্ধুবর্গৈঃ ॥ ১

১। যে রমণী মেষলগ্নে জন্মগ্রহণ করে, সে সত্যপরায়ণা, দয়াহীনা, সদা কোপনস্বভাবা, শ্লেষ্মাধিক-দেহধারিণী, নিষ্ঠুরভাষিণী এবং সর্ব্বদা নিজ বন্ধুদিগের প্রতি অনুরক্তা হয়।

বৃষলগ্নের ফল।

বৃষোদয়ে শস্যরতা মনোজ্ঞা
বিনীতচেষ্টা পতিবল্লভা চ।
নারী ভবেৎ সর্ব্বকলাসু দক্ষা
স্ববর্গরক্তা পতিবাক্যমিষ্টা ॥ ২

২। বৃষলগ্নে যে নারীর জন্ম হয়, সে শস্যরতা (কৃষিকার্য্যে পটীয়সী ও শস্যপ্রিয়া), মনোজ্ঞা, বিনয়গুণবতী, পতির প্রিয়তমা, সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যায় সুদক্ষা, স্বজনানুরাগিণী এবং পতির প্রতি মিষ্টভাষিণী হইয়া থাকে।

মিথুনলগ্নের ফল।

তৃতীয়লগ্নেঽতিকঠোরবাক্যা
স্ত্রী কামসক্তা গুণবর্জ্জিতা চ।
সদা নৃশংসা কফবাতযুক্তা
মহাব্যয়া ক্রূরবিচেষ্টিতা চ॥ ৩

৩। তৃতীয় (মিথুন) লগ্নে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী অতীব কর্কশ-ভাষিণী, কামাতুরা, গুণহীনা, সর্ব্বদা নৃশংসা, কফবাতপ্রকৃতি, অধিক-ব্যয়শীলা ও ক্রূরস্বভাবা হয়।

কর্কটলগ্নের ফল।

লগ্নে কুলীরে চ ভবেৎ প্রসূতা
নারী সুরূপার্থনয়ৈঃ সমেতা।
বন্ধুপ্রিয়া সাধুসুশীলদক্ষা
প্রভান্বিতা সাধুসুখৈঃ সমেতা॥ ৪

৪। কর্কটলগ্নে যে নারীর জন্ম হয়, সে সুরূপা, অর্থশালিনী, বিনয়বতী, বন্ধুপ্রিয়া, সচ্চরিত্রা, সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষা, কান্তিমতী এবং পরম সুখভাগিনী হইয়া থাকে।

সিংহলগ্নের ফল।

সিংহস্থ লগ্নে বনিতাতিতীক্ষ্ণা
ভবেৎ কফাঢ্যা কলহপ্রিয়া চ।
নানামিষৈর্দুষ্টশরীরগাত্রা
পরোপকারেঽতিরতা সদৈব॥ ৫

৫। যে নারী সিংহলগ্নে জন্মগ্রহণ করে, সে রমণী অতি তীব্রচরিত্রা, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, কলহপ্রিয়া ও সর্ব্বদা পরোপকারসাধনে নিরতা হয় এবং নানাবিধ আমিষভক্ষণ দ্বারা তাহার দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দূষিত হইয়া থাকে।

কন্যালগ্নের ফল।

কন্যোদয়ে যা বনিতাভিজাতা
সৌভাগ্যসৌখ্যৈঃ সহিতা হিতা চ।
ভবেৎ সুবর্গা * বহুধর্ম্মরক্তা
জিতেন্দ্রিয়া সর্ব্বকলাসু দক্ষা ॥

৬। কন্যালগ্নে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী, সুখভাগিনী, সকলের হিতৈষিণী, বন্ধুজনসম্পন্না, নানারূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরাগিণী, জিতেন্দ্রিয়া ও যাবতীয় কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী হয়।

তুলালগ্নের ফল।

তুলস্থ লগ্নে চিরকালকৃত্যা
ভবেৎ সুমন্দা প্রণয়েন হীনা।
সুগর্ব্বিতা ক্ষান্তিবিবর্জ্জিতা চ
তৃষ্ণাধিকা নীতিবিবর্জ্জিতা চ ॥ ৭

৭। যে নারী তুলালগ্নে ভূমিষ্ঠ হয়, সে দীর্ঘসূত্রিণী (যে কার্য্য করিতে যায়, তাহাতেই অসম্ভব বিলম্ব হয়), মন্দমতি, প্রণয়বিহীনা, অতীব গর্ব্বিতা, ক্ষমাগুণহীনা, অত্যন্ত পিপাসার্ত্তা ও নীতিহীনা হইয়া থাকে।

---

* 'সুবর্ণা' পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থ—কান্তিমতী।

বৃশ্চিকলগ্নের ফল।

নারী ভবেৎ বৃশ্চিকলগ্নজাতা
সুরূপগাত্রা নয়নাভিরামা।
সুপুণ্যশীলা চ পতিব্রতা চ
গুণাধিকা সত্যপরা সদৈব ॥ ৮

৮। যে নারী বৃশ্চিকলগ্নে জন্মগ্রহণ করে, সে রূপবতী, শোভনাঙ্গী, নয়নাভিরামা (দেখিলে চক্ষুর তৃপ্তি জন্মে), পুণ্যশীলা, পতিপরায়ণা, সমধিক গুণশালিনী ও সর্ব্বদা সত্যপরায়ণা হয়।

ধনুলগ্নের ফল।

চাপোদয়ে যা বনিতাভিজাতা
সুবুদ্ধিসারা পুরুষানুকারা।
সামৈকসাধ্যা বিধিনা কঠোরা
নিঃস্নেহচিত্তা প্রণয়েন হীনা ॥ ৯

৯। ধনুলগ্নে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী সারবুদ্ধিমতী, পুরুষের ব্যবহারের অনুকারিণী, কঠোরপ্রকৃতি, নিঃস্নেহচিত্তা ও প্রণয়হীনা হয় এবং একমাত্র সমতা দ্বারা যথাযথ সাধনা করিলে সে বশীভূত হইয়া থাকে।

মকরলগ্নের ফল।

মৃগোদয়ে স্ত্রী সুভগাতিসাধ্বী
তীর্থানুরক্তা হতশত্রুদক্ষা।
প্রধানকৃত্যা প্রথিতা তু লোকে
গুণান্বিতা পুত্রবতী সদৈব ॥ ১০

১০। যে নারী মকরলগ্নে জন্মগ্রহণ করে, সে অতীব সৌভাগ্যবতী, সাধ্বী ও তীর্থানুরাগিণী হয়। তাহার শত্রুপক্ষ সকলেই বিনাশ পায়; তাহার কৃত কার্য্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হয়; সে লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং সে গুণবতী ও সর্ব্বদা পুত্রবতী হইয়া থাকে।

কুম্ভলগ্নের ফল।

কুম্ভস্য লগ্নে প্রমদাভিজাতা
স্ত্রীজন্মদক্ষা ক্ষতজার্দ্দিতা চ।
নিত্যং গুরূণাং শুচিরুদ্ধচেষ্টা
ব্যয়াধিকা পুণ্যপরা কৃতঘ্না॥ ১১

১১। কুম্ভলগ্নে যাহার জন্ম হয়, সে নারী অনেকগুলি কন্যাসন্তান প্রসব করিতে সমর্থ হয়; সেই নারী ক্ষতজনিত রোগে ক্লিষ্ট হয়; প্রত্যহ গুরুজনের পবিত্র চেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সেই নারী অধিক ব্যয়শীলা, পাপরতা ও কৃতঘ্না হয়।

মীনলগ্নের ফল।

মীনোদয়ে স্ত্রী বহুপুত্রপৌত্রা
পতিপ্রিয়া বান্ধবলোকমান্যা।
সুনেত্রকেশা সুরবিপ্রভক্তা
নয়ান্বিতা প্রীতিপরা গুরূণাম্॥ ১২.

১২। যে নারী মীনলগ্নে জন্মগ্রহণ করে, সে বহুপুত্রপৌত্রবতী, পতির প্রিয়তমা, বান্ধবজনের মাননীয়া, সুলোচনা, সুকেশী, দেবদ্বিজভক্তিমতী, নয়গুণান্বিতা এবং গুরুজনের প্রতি প্রীতিমতী হইয়া থাকে।

ইতি নারী-জাতকে লগ্নফল।

স্ত্রীলোকের রাশিফল।

মেষরাশির ফল।

চন্দ্রে হুজস্থে জনিতা প্রগল্‌ভা
জাতা ভবেৎ কৃত্যপরা প্রধানা।
সুরূপগাত্রা পতিবল্লভা চ
সদা গুরূণাং প্রণয়ানুরক্তা॥ ১

১। যখন মেষরাশিতে চন্দ্র অবস্থান করেন, তখন যদি কোন রমণীর জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই নারী প্রগল্‌ভা, সর্ব্বকার্য্যে নিপুণা, শ্রেষ্ঠা, রূপবতী, সুগঠিতদেহা, পতির প্রণয়িনী এবং সর্ব্বদা গুরুজনের প্রতি প্রণয়ানুরাগিণী হইয়া থাকে।

বৃষরাশির ফল।

বৃষাশ্রিতে শীতকরে সুশীলা
বিদ্যাবিবেকাগমশাস্ত্ররক্তা।
তীর্থপ্রসক্তা বহুপুত্রপৌত্রা
পতিপ্রিয়া বিত্তপরিগ্রহেণ॥ ২

২। বৃষরাশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে যে নারীর জন্ম হয়, সে বিদ্যা, বিবেক ও আগমশাস্ত্রে অনুরাগিণী হয়; সেই নারী তীর্থের প্রতি আসক্ত থাকে; সে বহুপুত্র-পৌত্রবতী এবং ধনগ্রহণ দ্বারা পতির প্রিয়বল্লভা হয়।

মিথুনরাশির ফল।

নৃযুক্সংস্থিতে শীতকরে সুশীলা
ভবেৎ সুকায়া প্রিয়দর্শনা চ।
নানার্থমানৈঃ সহিতা বিদগ্ধা
পরোপকারপ্রবণা সুনেত্রা ॥ ৩

৩। মিথুনরাশিতে চন্দ্রের স্থিতিকালে যে নারী ভূমিষ্ঠ হয়, সে সচ্চরিত্রা, সুকায়া (রূপবতী), প্রিয়দর্শনা, বহু অর্থশালিনী, সম্মানার্হা, বিদগ্ধা, পরোপকারনিরতা ও শোভননেত্রবিশিষ্টা হইয়া থাকে।

কর্কটরাশির ফল।

কর্কস্থিতে শীতকরে রুজার্ত্তা
নারী ভবেৎ পূজ্যতমা স্ববর্গে।
সুমানিনী বান্ধবলোকমান্যা
হতারিপক্ষা দ্বিজদেবভক্তা ॥ ৪

৪। চন্দ্র যখন কর্কটরাশিতে অবস্থিতি করে, তখন যাহার জন্ম হয়, সেই নারী রোগার্ত্তা, আত্মীয়বর্গের পূজনীয়া, সুমানিনী, বান্ধবজনের মাননীয়া ও দেববিপ্রে ভক্তিমতী হইয়া থাকে এবং তাহার শত্রুপক্ষীয়েরা নিধন প্রাপ্ত হয়।

সিংহরাশির ফল।

সিংহস্থিতে চন্দ্রমসি প্রধানা
নারী ভবেৎ শৌর্য্যসমন্বিতা চ।
প্রিয়ামিষা ভূষণবস্ত্রভাজা
উদারচেষ্টা সুভগা সুরূপা ॥ ৫

৫। যখন চন্দ্র সিংহরাশিতে অবস্থিত থাকেন, তখন যে নারী ভূমিষ্ঠ হয়, সে সকলের শ্রেষ্ঠা, শৌর্য্যশালিনী, আমিষপ্রিয়া, বসনভূষণভূষিতা, উদার-স্বভাবা, সৌভাগ্যশালিনী ও রূপবতী হয়।

কন্যারাশির ফল।

কন্যাশ্রিতে শীতকরে তু জাতা
নারী ভবেদ্বিত্তচতুষ্পদাঢ্যা।
পতিপ্রধানা জিতশত্রুপক্ষা
ক্ষমান্বিতা শৌচপরা সদৈব ॥ ৬

৬। কন্যারাশিতে চন্দ্রের স্থিতিকালে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী ধনবতী, পশুসম্পত্তিশালিনী, পতির নিকট প্রধানা (আদরণীয়া), ক্ষমাগুণশালিনী, ও সর্ব্বদা শুদ্ধাচারা হয় এবং তাহার শত্রুপক্ষ পরাভূত হইয়া থাকে।

তুলারাশির ফল।

তুলাধরস্থে শশিনি ব্রতাঢ্যা
জাতা ভবেৎ স্ত্রী হিতবন্ধুবর্গা।
পতিব্রতা পুত্রবতী মনোজ্ঞা
বিবর্জ্জিতা দম্ভমনোভবাভ্যাম্ ॥ ৭

৭। তুলারাশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী ব্রতপরায়ণা, বন্ধুবর্গের হিতৈষিণী, পতিব্রতা, পুত্রবতী, সকলের চিত্তরঞ্জিনী এবং দম্ভ ও কামবিহীনা হইয়া থাকে।

বৃশ্চিকরাশির ফল।

চন্দ্রেঽলিসংস্থে তু সুগুপ্তপাপা
স্থিরস্বভাবা সুবিদগ্ধচেষ্টা।
প্রিয়া গুরূণাং নিয়মৈঃ সমেতা
প্রভূতকোষা বিগতাভিমানা ॥ ৮

৮। বৃশ্চিকরাশিতে চন্দ্রের অবস্থিতিকালে যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে গোপনে পাপাচরণ করে, তাহার স্বভাব চঞ্চল হয় না, তাহার সমস্ত কার্য্যই শোভন হয়, সে গুরুজনের প্রিয়পাত্রী হইয়া থাকে এবং সেই নারী নীতিসম্পন্না, প্রচুর অর্থশালিনী ও অভিমানবিহীনা হয়।

ধনুরাশির ফল।

ধনুর্দ্ধরস্থে শশিনি ব্রতাঢ্যা
নারী ভবেদ্দানপরা সরাগা।
গীতপ্রিয়া প্রাণিহিতানুকূলা
প্রিয়াগমা স্ত্রীজননী বিনীতা ॥ ৯

৯। যখন ধনুরাশিতে চন্দ্রের স্থিতি হয়, তখন যে নারী ভূমিষ্ঠ হয়, সে ব্রতপরায়ণা, দানশীলা, সকলের প্রতি অনুরাগিণী, গানপ্রিয়া, জীবহিতে অনুরক্তা, আগমপ্রিয়া, কন্যাসন্তানের জননী ও বিনীতা হয়।

মকররাশির ফল।

চন্দ্রে মৃগস্থে বিকরালদংষ্ট্রা
নারী ভবেৎ শৌর্য্যপরা মনোজ্ঞা।
বিদ্যাধিকা সত্যপরা স্বরূপা
সুসংযতা নীতিপরা হতারিঃ॥ ১০

১০। মকররাশিতে চন্দ্রের অবস্থিতিকালে যে নারী জন্মগ্রহণ করে, তাহার দশনপংক্তি ভীষণদৃশ্য হয়; সেই নারী শৌর্য্যশালিনী, মনোজ্ঞা (রূপবতী), বিদুষী, সত্যব্রতা, সুরূপা, সংযতচিত্তা (জিতেন্দ্রিয়া) ও নীতিপরায়ণা হয় এবং তাহার শত্রু বিনষ্ট হইয়া যায়।

কুম্ভরাশির ফল।

ঘটাশ্রিতে শীতকরে তু জাতা
নারী ভবেচ্চন্দ্রসমানবক্ত্রা।
সুদানশীলা সুতবিত্তযুক্তা
শুভানুকারা প্রথিতাভিমানা॥ ১১

১১। কুম্ভরাশিতে চন্দ্রের অবস্থিতিকালে যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে চন্দ্রমুখী, দানশীলা, পুত্রবতী, ঐশ্বর্য্যশালিনী ও সর্ব্বজনে শুভাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া থাকে এবং তাহার অভিমান (গৌরব) সর্ব্বত্র প্রথিত হয়।

মীনরাশির ফল।

মীনাশ্রিতস্থে হিমগৌ সুতাঢ্যা
নারী ভবেদ্ধর্ম্মপরা সুশীলা।
জিতেন্দ্রিয়া সর্ব্বকলাসু দক্ষা
লজ্জান্বিতা মানপরা মনোজ্ঞা॥ ১২

১২। মীনরাশিতে চন্দ্রের অবস্থিতিকালে যে নারী ভূমিষ্ঠ হয়, সে পুত্রবতী, ধর্ম্মশীলা, সচ্চরিত্রা, জিতেন্দ্রিয়া, সকল প্রকার কলাবিদ্যায় দক্ষা, লজ্জাশীলা, মানিনী ও মনোজ্ঞা (সর্ব্বজনচিত্তরঞ্জিনী) হইয়া থাকে।

ইতি নারী-জাতকে রাশিফল।

নারীদিগের নক্ষত্রফল।

অশ্বিনীনক্ষত্রের ফল।

জাতাশ্বিনীষু প্রমদা মনোজ্ঞা
প্রভূতকোষা প্রিয়দর্শনা চ।
প্রিয়ংবদা সর্ব্বসহাভিরামা
শুদ্ধান্বিতা দেবগুরুপ্রসক্তা॥ ১

১। যে নারী অশ্বিনীনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে, সে চিত্তরঞ্জিনী, প্রভূতধনশালিনী, রুচিরদর্শনা, প্রিয়ংবদা, ক্ষমাশীলা, মনোভিরামা, শুদ্ধাচারিণী এবং দেবতা গুরুর প্রতি অনুরাগিণী হইয়া থাকে।

ভরণীনক্ষত্রের ফল।

স্ত্রীবর্গযুক্তা ভরণীষু জাতা
ভবেন্নৃশংসা কলহপ্রিয়া চ।
সুদুষ্টচিত্তা বিভবৈশ্চ হীনা
হতপ্রতাপা সততং কুচেলা॥ ২

২। ভরণীনক্ষত্রে যে নারীর জন্ম হয়, সে রমণীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা, নৃশংসা, কলহপ্রিয়া, দুষ্টপ্রকৃতি, বিভবহীনা, নষ্টপ্রতাপা ও সর্ব্বদা কুৎসিত বসনধারিণী হয়।

কৃত্তিকানক্ষত্রের ফল।

জাতা ভবেৎ স্ত্রী ত্বথ কৃত্তিকাসু
কোপাধিকা যুদ্ধপরা বিরক্তা।
প্রদ্বেষিণী বন্ধুজনেন হীনা
শ্লেষ্মাধিকা ক্ষামতনুঃ সদৈব॥ ৩

৩। যে নারী কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে, সে কোপনস্বভাবা, কলহ-পরায়ণা, বিরক্তা, দ্বেষবতী, বন্ধুজনবর্জ্জিতা, কফপ্রকৃতি ও সদা ক্ষীণদেহা হইয়া থাকে।

রোহিণীনক্ষত্রের ফল।

জাতা ভবেৎ স্ত্রী ত্বথ রোহিণীষু
সুরূপগাত্রা শুচিরপ্রমত্তা।
পতিপ্রধানা পিতৃমাতৃভক্তা
সুপুত্রকন্যাবিভবৈঃ সমেতা॥ ৪

৪। রোহিণীনক্ষত্রে যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে স্বরূপদেহা, পবিত্রা, অপ্রমত্তা, পতিপরায়ণা, পিতৃমাতৃভক্তা এবং সুপুত্র, কন্যা ও বিভবসম্পন্না হইয়া থাকে।

মৃগশিরানক্ষত্রের ফল।

মৃগে তু মান্যা বনিতা সুরূপা
প্রসন্নবাক্যা প্রিয়ভূষণা চ।
নানার্থবস্ত্রান্নপরা সুপুত্রা
ধর্ম্মাশ্রয়া শুদ্ধতনুঃ প্রসক্তা॥ ৫

৫। মৃগশিরানক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী মাননীয়া, রূপবতী, মধুরভাষিণী, অলঙ্কারপ্রিয়া, বহুবিধ অর্থ, বস্ত্র ও অন্নের অধিকারিণী, সুপুত্রবতী, ধর্ম্মপরায়ণা ও পবিত্রশরীরা হইয়া থাকে।

আর্দ্রানক্ষত্রের ফল।

আর্দ্রাসু নারী শতমন্যুযুক্তা
দুষ্টস্বভাবা কফপিত্তদেহা।
সুরেন্দ্রভাবা পরপক্ষরন্ধ্রা
মহাব্যয়া কৃত্রিমপণ্ডিতা চ॥ ৬

৬। আর্দ্রানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে সেই নারী শতমন্যুবিশিষ্টা, দুশ্চরিত্রা, পিত্তশ্লেষ্মশরীরা, সুরেন্দ্রভাবসম্পন্না, পরচ্ছিদ্রান্বেষিণী, মহাব্যয়শীলা ও কৃত্রিমপণ্ডিতা হয়।

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের ফল।

পুনর্ব্বসৌ দন্তবিহীনভাবা
শ্রুত্যধিকা পুণ্যপরা সুভাবা।
নারী ভবেদ্ধর্ম্মপরা মনোজ্ঞা
সুপূজিতা নাথবতী সদৈব ॥ ৭

৭। পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই রমণী দন্তহীনা, অত্যধিক শ্রুতিশক্তিমতী, পুণ্যশীলা, সদ্‌ভাবশালিনী, ধর্ম্মপরায়ণা, মনোজ্ঞা, সুপূজিতা ও নিরন্তর পতিব্রতী হইয়া থাকে।

পুষ্যানক্ষত্রের ফল।

পুষ্যেষু জাতা বনিতা সুরূপা
প্রসিদ্ধকৃত্যা সুভগা সুপুত্রা।
দেবদ্বিজার্থে প্রবণা সুহর্ম্ম্যা
সুখাধিকা বান্ধববল্লভা চ ॥ ৮

৮। পুষ্যানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে সেই নারী সুরূপবতী, প্রথিতক্রিয়া, সুভগা, সুপুত্রবতী, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা, অট্টালিকাবাসিনী, প্রভূত-সুখসম্পন্না ও বান্ধবপ্রিয়া হয়।

অশ্লেষানক্ষত্রের ফল।

সার্পে কুরূপা ব্যসনাভিভূতা
ক্রিয়াবিহীনাতিকঠোরবাক্যা।
নারী ভবেৎ সর্ব্ববিহীনকৃত্যা
দম্ভান্বিতা ছদ্মরতা কৃতঘ্না ॥ ৯

৯। অশ্লেষানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে সেই নারী কুরূপা, ব্যসনাসক্তা, ধর্ম্মকর্ম্মহীনা, কঠোরভাষিণী, সর্ব্বক্রিয়াশূন্যা, দম্ভবিশিষ্টা, কপটতাপূর্ণা ও কৃতঘ্না হয়।

মঘানক্ষত্রের ফল।

মঘাসু মান্যা বহুশত্রুপক্ষা
শ্রিয়াধিকা পাপবিবর্জ্জিতা চ।
ভক্তা গুরূণাং প্রণতা দ্বিজানাং
নারী ভবেৎ পার্থিবসৌখ্যযুক্তা ॥ ১০

১০। মঘানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে সেই নারী মাননীয়া, বহুশত্রুবিশিষ্টা, সমধিক শ্রীমতী, পাপহীনা, গুরুভক্তা, ব্রাহ্মণের প্রতি প্রণতিশালিনী এবং পার্থিব সমস্ত সুখের ভাগিনী হইয়া থাকে।

পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রের ফল।

ভাগ্যে জিতারিঃ সুভগা সুপুত্রা
নয়ান্বিতা সদ্‌ব্যবহারদক্ষা।
শাস্ত্রানুরক্তা প্রিয়বাদিনী চ
স্ত্রী প্রাপ্তপুণ্যা হি ভবেৎ কৃতজ্ঞা ॥ ১১

১১। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী শত্রুবিজয়িনী, সুভগা, সুপুত্রবতী, নয়গুণান্বিতা, সদ্‌ব্যবহারে সুদক্ষা, শাস্ত্রানুরক্তা, প্রিয়ভাষিণী, পুণ্যবতী ও কৃতজ্ঞা হয়।

উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রের ফল।

আর্য্যম্নাভে সুস্থিরচিত্তবিত্তা
নয়প্রধানা গৃহকৃত্যদক্ষা।
গুণানুরক্তা ব্যসনৈর্ব্বিযুক্তা
নারী ভবেদ্‌রোগবিবর্জ্জিতা চ ॥ ১২

১২। যে নারী উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে, সে সুস্থিরচিত্তা, অটলবিত্তশালিনী, নয়গুণে শ্রেষ্ঠা, গৃহকার্য্যে পটীয়সী, গুণানুরক্তা, ব্যসনশূন্যা এবং রোগবিহীনা হয়।

হস্তানক্ষত্রের ফল।

হস্তে সুহস্তা শুভনেত্রকর্ণা
ক্ষমান্বিতা শীলধনা বিধিজ্ঞা।
ভবেন্নিতান্তং বনিতা সুভাষা
মহাসুখৈর্ব্বর্দ্ধিতগাত্রকা চ ॥ ১৩

১৩। হস্তা নক্ষত্রে যে নারীর জন্ম হয়, তাহার হস্ত সুদৃশ্য হয়, নেত্র ও কর্ণ মনোহর হইয়া থাকে। সেই নারী ক্ষমাশীলা, চরিত্রধনে ধনবতী, বিধিজ্ঞা, অত্যন্ত মধুরভাষিণী হয় এবং মহাসুখসম্ভোগে তাহার দেহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

চিত্রানক্ষত্রের ফল।

চিত্রাস্থ চিত্রাভরণা স্বরূপা
চতুর্দ্দশীমেকতমাং হি হিত্বা।
তস্যাং চ কৃষ্ণে বিষকন্যকা স্যাৎ
শুক্লে দরিদ্রা ত্বথ বন্ধকী চ॥ ১৪

১৪। যদি চিত্রানক্ষত্রে জন্ম হয় এবং তাহাতে কোন পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথির যোগ না থাকে, তবে সেই নারী বিচিত্র আভরণবিশিষ্টা ও রূপবতী হয়। যদি চিত্রা নক্ষত্রে কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দ্দশীর যোগে জন্ম হয়, তবে সেই স্ত্রী বিষকন্যা হয় এবং শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীযোগে জন্ম হইলে দরিদ্রা ও বন্ধ্যা হয়।

স্বাতীনক্ষত্রের ফল।

স্বাতীষু সাধ্বী সততং সুতাঢ্যা
বিত্তাধিকা সত্যধনাল্পযানা।
নারী ভবেৎ কীর্ত্তিসমন্বিতা চ
প্রভূতমিত্রা বিজিতারিপক্ষা॥ ১৫

১৫। স্বাতি নক্ষত্রে জন্ম হইলে সেই নারী সাধ্বী, পুত্রবতী, সমধিক-বিত্তসম্পন্না, সত্যধনা, অল্পযানবিশিষ্টা, কীর্ত্তিমতী, বহুমিত্রসম্পন্না ও শত্রুপক্ষবিজয়িনী হয়।

বিশাখানক্ষত্রের ফল।

ভবেদ্‌বিশাখে বচনপ্রবীণা
স্থকোমলাঙ্গী বিভবৈঃ সমেতা।
তীর্থানুরক্তা ব্রতধর্ম্মদক্ষা
রামা ভবেদ্‌বান্ধববল্লভা চ॥ ১৬

১৬। বিশাখানক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই রমণী বাক্‌প্রয়োগে পটীয়সা, কোমলাঙ্গী, বিভবসম্পন্না, তীর্থানুরক্তা, ব্রত ও ধর্ম্মাচরণে সুদক্ষা এবং বান্ধবপ্রিয়া হয়।

অনুরাধানক্ষত্রের ফল।

মৈত্রে স্থমিত্রা বিগতাভিমানা
প্রসন্নমূর্ত্তিঃ প্রভুতাসমেতা।
বিনীতবেশাভরণা স্থমধ্যা
ভক্তা গুরূণাং পতিনা সদৈব॥ ১৭

১৭। যে নারী অনুরাধানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে, সে সুমিত্রসম্পন্না, অভিমানহীনা, প্রসন্নমূর্ত্তি, ক্ষমতাশালিনী, বিনীতবেশাভরণযুক্তা, সুন্দর কটিবিশিষ্টা, এবং পতি সহ সর্ব্বদা গুরুভক্তা হইয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের ফল।

জ্যেষ্ঠাসু রম্যা বনিতা প্রগল্‌ভা
সুচারুবাক্যা বনিতান্বিতা চ।
প্রভূতকেশা সুভগা সুতাঢ্যা
বন্ধুপ্রিয়া সত্যসমন্বিতা চ॥ ১৮

১৮। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী রমণীয়-দর্শনা, প্রগল্‌ভা, সুচারুভাষিণী, অপরাপর নারীসমন্বিতা, প্রচুরকেশধারিণী, সুভগা, পুত্রবতী, বন্ধুপ্রিয়া ও সত্যনিষ্ঠাবতী হয়।

মূলানক্ষত্রের ফল।

মূলেঽল্পসৌখ্যা বিধবা দরিদ্রা
রোগাভিভূতা বহুশক্রুপক্ষা।
নারী ভবেদ্‌বান্ধবলোকহীনা
পরাভিভূতা বহুনীচখর্ব্বা॥ ১৯

১৯। মূলানক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী অল্পসুখিনী, বিধবা, দরিদ্রা, রোগাভিভূতা, বহু শত্রুদ্বারা বেষ্টিতা, বান্ধবহীনা, অন্যের দ্বারা অভিভূতা এবং অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি হয়।

পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রের ফল।

আপ্যেঽনুকূলা কুলমধ্যমুখ্যা
সুপূজ্যকর্ম্মাতুলবীর্য্যদক্ষা।
বিশালনেত্রাদ্ভুতরূপযুক্তা
নারী ভবেৎ কীর্ত্তিযুতা সদৈব॥ ২০

২০। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে সেই নারী সকলের প্রতি অনুকূল, বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সুপূজ্যা, অতুলবীর্য্যশালিনী, কার্য্যদক্ষা, বিশালনেত্রা, অদ্ভুতরূপবতী ও সর্ব্বদা যশস্বিনী হয়।

উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রের ফল।

বৈশ্যে তু জাতা বনিতা মনোজ্ঞা
ভবেদ্দ্বিতীয়া প্রথিতা নৃলোকে।
নানার্থভোগৈঃ সহিতা প্রধানা
সন্তুষ্টচিত্তা পতিবল্লভা চ॥ ২১

২১। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী মনোজ্ঞা, ধরাতলে প্রথিতা, নানারূপ অর্থভোগসম্পন্না, শ্রেষ্ঠা, সন্তুষ্টচিত্তা ও পতিবল্লভা হয়।

শ্রবণানক্ষত্রের ফল।

প্রভূতরূপা হরিভে সুবিজ্ঞা
শাস্ত্রানুরাগা প্রচুরপ্রভাবা।
স্ত্রী সর্ব্বদা দানরতা সুসত্যা
পরোপকারে প্রবণা চ নিত্যম্॥ ২২

২২। শ্রবণানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে রমণী সুবিজ্ঞা, শাস্ত্রানুরাগিণী, ভূরিপ্রভাবা, সর্ব্বদা দানরতা, সত্যসঙ্কল্পা ও নিরন্তর পরোপকারে নিরতা থাকে।

ধনিষ্ঠানক্ষত্রের ফল।

ভবেদ্ধনিষ্ঠাসু কথানুরক্তা
নারী প্রভূতান্নসুবস্ত্রভাজা।
নানার্থদা প্রাপ্তহয়ে নিষণ্ণা
গুণাধিকা সদ্‌গুণবেষ্টিতা চ॥ ২৩

২৩। ধনিষ্ঠানক্ষত্রে যে নারীর জন্ম হয়, সে অধিক বাক্‌প্রয়োগে অনুরক্তা, ভূরিপরিমাণ অন্নবস্ত্রভাগিনী, নানারূপে ধনদাত্রী, অধিক গুণবতী ও সদ্‌গুণমণ্ডিতা হয়।

শতভিষানক্ষত্রের ফল।

ভবেৎ সুদন্তা ত্বথ বারুণেভে
স্ত্রীসম্মতা পূজ্যতমা স্ববর্গে।
দেবার্চ্চনশ্রেষ্ঠজনানুরক্তা
সদা রতা সর্ব্বকুতূহলেষু॥ ২৪

২৪। যে নারী শতভিষানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে, সে সুদন্তশোভিনী, নারীগণের মাননীয়া, আত্মীয়জনের পূজ্যতমা, দেবপূজায় ও গুরুজনের প্রতি অনুরাগিণী এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার আমোদে নিরতা হয়।

পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রের ফল।

অজৈকপাদে বনিতাভিজাতা
প্রভূতকোষা সুতলালসা চ।
সৎপাত্রদা সাধুসমাগমোক্তা
বিদ্যান্বিতা ভূরিধনা প্রধানা॥ ২৫

২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী প্রভূত ধনে ধনবতী, পুত্রলাভে স্পৃহাবতী, সৎপাত্রে দানকর্ত্রী, সাধুসমাগমে অভি-লাষিণী, বিদুষী, বহুধনের অধিকারিণী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হইয়া থাকে।

উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রের ফল।

উপান্ত্যভে স্বামিহিতানুরক্তা
ক্ষমান্বিতা প্রীতিকরা গুরূণাম্।
প্রশান্তগর্ব্বা সুখসৌখ্যযুক্তা
বিবেকিনী কৃত্যপরা সদৈব ॥ ২৬

২৬। যে নারী উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে, সে পতির হিতসাধনে অনুরক্তা, ক্ষমাশীলা, গুরুজনদিগের প্রীতিদাত্রী, গর্ব্বহীনা, সুখসৌখ্যসম্পন্না, বিবেকবতী ও সর্ব্বদা সৎকর্ম্মনিরতা হয়।

রেবতীনক্ষত্রের ফল।

পৌষ্ণে সুপূজ্যা বহুমিত্রপক্ষা
স্বভাবশুদ্ধা ব্রতকারিণী চ।
তেজোন্বিতা ভূরিচতুষ্পদাঢ্যা
হতারিপক্ষা প্রিয়দর্শনা চ ॥ ২৭

২৭। রেবতীনক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই রমণী অতীব পূজনীয়া, বহুমিত্রসম্পন্না, শুদ্ধস্বভাবা, ব্রতচারিণী, তেজস্বিনী, বহুপশুসম্পত্তিশালিনী ও প্রিয়দর্শনা হয় এবং তাহার শত্রুপক্ষ নিহত হইয়া থাকে।

ইতি নারী-জাতকে নক্ষত্রফল।

নক্ষত্রভেদে লগ্ন-রাশিফল।

যজ্জন্মকালাদ্‌গদিতং নরাণাং
হোরাপ্রবীণৈঃ ফলমেতদেব।
স্ত্রীণাং প্রকল্প্যং খলু বেদযোগ্যং
লগ্নেন্দুতস্তৎ পরিবেদিতব্যম্‌ ॥ ১

ইতি জাতকাভরণে।

১। প্রবীণ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, পুরুষের জন্মলগ্ন হইতে গণনাপূর্ব্বক তন্বাদি ভাবগত গ্রহদিগের সংস্থান ও বলাবলাদি দ্বারা শুভাশুভ ফল স্থির করিতে হয় আর নারীজাতক সম্বন্ধে রমণীগণের লগ্ন ও রাশি গণনা পূর্ব্বক শুভাশুভ স্থির করিবে।

লগ্নে শশাঙ্কে চ বপুর্ব্বিচিন্ত্যং
তয়োঃ কলত্রে পতিবৈভবানি।
সুতাখ্যভাবে প্রসবোঽবগম্যো
বৈধব্যমস্যা নিধনেঽবগম্যম্‌ ॥ ২

২। লগ্ন ও রাশিস্থ গ্রহ দ্বারা নারীজাতির দৈহিক ফল নিরূপণ করিতে হয়। লগ্ন ও চন্দ্র হইতে সপ্তম গৃহে স্বামীর ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য মঙ্গলামঙ্গল, পঞ্চম গৃহে সন্তানের কুশল এবং অষ্টম গৃহে বৈধব্য প্রভৃতি স্থির করিবে।

লগ্নে চ চন্দ্রে সম-রাশিযাতে
কান্তা নিতান্তং প্রকৃতিস্থিতা স্যাৎ।
তদ্রূপভূষাসহিতাথ সৌম্যৈ-
র্নিরীক্ষিতৌ তৌ যদি চারুশীলা ॥ ৩

৩। যে রমণীর জন্মলগ্ন সমরাশি * হয়, আর চন্দ্র ঐ সমরাশির মধ্যস্থ কোন এক রাশিতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে সেই রমণী শান্তপ্রকৃতি হয় এবং ঐ লগ্নে ও চন্দ্র শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সেই নারী নানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা ও চারুশীলা হইয়া থাকে।

তয়োঃ স্থিতিশ্চেদ্‌বিষমাখ্যরাশৌ
নারী নরাকারধরা কুরূপা।
পাপগ্রহাবলোকনযোগযাতে
তৌ চেৎ কুশীলা গুণবর্জ্জিতা চ ॥ ৪

৪। জন্মলগ্ন বিষমরাশি † হইলে, কিংবা জন্মসময়ে উক্ত রাশিদিগের মধ্যে একটিতে চন্দ্র থাকিলে, সেই নারী কুরূপা ও পুরুষবৎ আকারবিশিষ্টা হয়; আর ঐ প্রকার চন্দ্র ও লগ্ন পাপগ্রহযুক্ত বা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সেই নারী দুষ্টচরিত্রা ও গুণহীনা হইয়া থাক।

লগ্নেন্দ্বোর্ব্বলবান্ কুজস্য ভবনে শক্রস্য থাগ্ন্যংশকে
কন্যা স্যাদতিনিন্দিতা সুরগুরোঃ সাধ্বী নিতান্তং ভবেৎ।
দুষ্টা ভূ-তনয়স্য নূনমুদিতা সৌম্যস্য মায়াবিনী
দাসী তিগ্মমরীচিসূনুগগনাগ্ন্যংশে ফলানি ক্রমাৎ ॥ ৫

৫। নারীর জন্মকালে লগ্ন ও রাশি এই দুটির মধ্যে যে বলবান্ হয়, সে যদি মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থিত হয় অর্থাৎ মেষ বা বৃশ্চিক হইয়া শুক্রের ত্রিংশাংশ-গত হয়, তাহা হইলে সেই রমণী সর্ব্বজননিন্দার্হ হইয়া থাকে। আর বৃহস্পতির ত্রিংশাংশগত হইলে পতিব্রতা, মঙ্গলের ত্রিংশাংশগত হইলে

---

* সমরাশি—বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর, মীন।

† বিষমরাশি—মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুম্ভ।

কুচরিত্রা, বুধের ত্রিংশাংশশত হইলে মায়াবিনী এবং শনির ত্রিংশাংশগত হইলে পরের কিঙ্করী হয়।

তারানায়কপুত্রভেঽবনিস্থতে ত্রিংশল্লবে কাপটী
শৌক্রে ভূরিমনোভবা শশিস্থতস্যাতীব যুক্তা গুণৈঃ।
দেবাধীশপুরোহিতস্য তু ভবেৎ সাধ্বী নিতান্তং
তথা থাগ্র্যং শেঽর্কস্থতস্য সা নিগদিতা ক্লীবস্য ভার্য্যা বুধৈঃ॥৬

৬। বলবান্ লগ্ন অথবা রাশি যদি বুধের ক্ষেত্র ও কুজের ত্রিংশাংশগত হয়, আর তৎকালে নারীর জন্ম ঘটে, তাহা হইলে সেই নারী কপটাচারিণী হইয়া থাকে; আর শুক্রগ্রহের ত্রিংশাংশগত হইলে অতীব কামার্ত্তা হয়; বুধের ত্রিংশাংশগত হইলে সর্ব্বগুণে গুণবতী হইয়া থাকে; বৃহস্পতির ত্রিশাংশগত হইলে পতিব্রতা হয় এবং শনির ত্রিংশাংশগত হইলে নপুংসকের পত্নী হইবে।

দেবাচার্য্যগৃহেঽমৃতাংশুরথবা লগ্নং খবহ্ন্যংশকে
ভূসূনোর্গুণশালিনী স্থরগুরোঃ খ্যাতা গুণানাং গুণৈঃ।
তারাস্বামিস্থতস্য চারুবিভবা শুক্রস্য সাধ্বী ভবেৎ
নূনং ভানুস্থতস্য চাল্পস্থরতা কান্তা বুধৈঃ কীর্ত্তিতা॥ ৭

৭। যদি বলবান্ লগ্ন অথবা রাশি গুরুর ক্ষেত্র হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশগত হয় আর সেই সময়ে কোন নারী ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সেই রমণী গুণশালিনী হইয়া থাকে। যদি জন্মকালে ঐরূপ লগ্ন বা রাশি গুরুর ত্রিংশাংশগত হয়, তবে নারী যশের ভাগিনী, বুধের ত্রিংশাংশগত হইলে ঐশ্বর্য্যশালিনী, শুক্রের ত্রিংশাংশগত হইলে পতিব্রতা এবং শনির ত্রিংশাংশগত হইলে নারী অল্পকামাতুরা হয়।

দৈত্যাচার্য্যগৃহে সুরেন্দ্রসচিবস্যাকাশবহ্ন্যংশকে
লগ্নং রাশ্যুড়ুনায়কো গুণবতী ভৌমস্য দৌষ্ট্যাধিকা।
সৌম্যস্যাতিফলাকলাপকুশলা শুক্রস্য চঞ্চদ্‌গুণৈ-
র্যুক্তার্য্যৈর্নিপুণৈর্দিবামণিসুতস্যোক্তা পুনর্ভূরিতি ॥ ৮

৮। বলবান্ লগ্ন অথবা রাশি যখন শুক্রের ক্ষেত্র হইয়া গুরুর ত্রিংশাংশগত থাকে, সেই সময় যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে নানাগুণ-শালিনী হয়। ঐ প্রকার কুজের ত্রিংশাংশগত হইলে অতীব দুষ্টা, বুধের ত্রিংশাংশগত হইলে বিবিধ কালশাস্ত্রে পটীয়সী, শুক্রের ত্রিংশাংশগত হইলে অতীব চপলা এবং শনির ত্রিংশাংশগত হইলে পুনর্ভূ হইয়া থাকে।

মন্দালয়ে খাগ্নিলবে কুজস্য
দাসী চ সৌম্যস্য খলা হি বালা।
বৃহস্পতিঃ স্যাৎ পতিদৈবতাসৌ
বন্ধ্যা ভৃগোর্নীচরতার্কসূনোঃ ॥ ৯

৯। বলবান্ রাশি বা লগ্ন যদি শনির ক্ষেত্র হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশগত থাকে আর তৎকালে কোন নারী ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সেই রমণী কিঙ্করীবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বুধের ত্রিংশাংশগত হইলে ক্রূরপ্রকৃতি, গুরুর ত্রিংশাংশগত হইলে পতিরতা, শুক্রের ত্রিংশাংশগত হইলে বন্ধ্যা এবং শনির ত্রিংশাংশগত হইলে নীচব্যক্তিতে অনুরক্তা হয়।

লগ্নং বা বিধুরর্কমন্দিরগতো ভৌমস্য খাগ্ন্যংশকে
ম্লেচ্ছসঞ্চরণোদ্যতা শনিসুতস্যাতীব দুষ্টাশয়া।
দেবাধীশপুরোধসো নিগদিতা সা রাজপত্নী ভৃগোঃ
পৌংশ্চল্যাভিরতা শনেরতিতরাং পুংবৎ প্রগল্‌ভাঙ্গনা॥১০

১০। যখন কোন নারী জন্মগ্রহণ করে, তখন যদি বলবান্ লগ্ন বা রাশি রবির ক্ষেত্র হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশগত থাকে, তাহা হইলে সেই রমণী ম্লেচ্ছসঙ্গমে অনুরাগিণী হয়। এরূপ বুধের ত্রিংশাংশগত থাকিলে সেই নারী দুষ্টাশয়া, গুরুর ত্রিংশাংশগত থাকিলে রাজমহিষী, শুক্রের ত্রিংশাংশগত থাকিলে স্বৈরিণী এবং শনির ত্রিংশাংশগত থাকিলে পুরুষের ন্যায় প্রগল্‌ভা হইয়া থাকে।

চন্দ্রাগারে থাগ্নিভাগে কুজস্য
স্বেচ্ছাবৃত্তির্জ্ঞস্য শিল্পে প্রবীণা।
বাচাং পত্যুঃ সদ্‌গুণা ভার্গবস্য
সাধ্বী মন্দস্য প্রিয়প্রাণহন্ত্রী॥ ১১

১১। যে সময়ে কোন বলবান্ লগ্ন বা রাশি চন্দ্রের ক্ষেত্র হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশগত হয়, তখন কোন রমণী ভূমিষ্ঠ হইলে সেই নারী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে। ঐ প্রকার চন্দ্রের ক্ষেত্র হইয়া বুধের ত্রিংশাংশগত হইলে তৎকালজাতা নারী শিল্পকলায় সুদক্ষা, বৃহস্পতির ত্রিংশাংশগত হইলে সদ্‌গুণবতী, শুক্রের ত্রিংশাংশগত হইলে পতিব্রতা এবং শনির ত্রিংশাংশগত হইলে তৎকালজাতা নারী প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইয়া থাকে।

অন্যোন্যভাগেক্ষণগৌ সিতার্কী
যদ্‌বা সিতর্ক্ষে তনুগে ঘটাংশে।
কন্দর্পকান্তিং কুরুতে নিতান্তং
নারী নরাচারপরাহকুতোভীঃ॥ ১২

১২। যৎকালে শুক্র ও শনি পরস্পরের নবাংশে অবস্থান পূর্ব্বক দুই জনের প্রতি দুই জনেই দৃষ্টিপাত করে অথবা ঐ গ্রহদ্বয় শুক্রের গৃহে

কুম্ভের নবাংশে অধিষ্ঠিত থাকে আর ঐ শুক্রের গৃহ জন্মলগ্ন হয়, তখন যে নারীর জন্ম হয়, সে পরম রূপবতী, পুরুষপ্রকৃতি ও নির্ভয়া হইয়া থাকে।

শূন্যে মন্মথমন্দিরে শুভখগৈর্নালোকিতে নির্ব্বলে।
বালায়াঃ কিল নায়কো মুনিবরৈঃ কাপুরুষঃ কীর্ত্তিতঃ॥ ১৩

১৩। যে সময়ে কোন নারী ভূমিষ্ঠ হয়, তখন লগ্ন বা চন্দ্র হইতে সপ্তম স্থানে কোন গ্রহের অবস্থান অথবা কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে সেই স্ত্রীর স্বামী কাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

যামিত্রং বুধমন্দয়োর্যদি গৃহং ষণ্ডো ভবেন্নিশ্চিতম্।
রাশৌ তত্র চরে বিদেশনিরতো দ্ব্যঙ্গেষু মিশ্রস্থিতিঃ॥ ১৪

১৪। যৎকালে কোন নারী ভূমিষ্ঠ হয়, তখন যদি লগ্ন অথবা চন্দ্র হইতে সপ্তম স্থানে বুধ বা শনির ক্ষেত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই নারীর পতি নপুংসক হইয়া থাকে। উক্ত সপ্তম গৃহ চররাশি হইলে পতি বিদেশবাসী হয়; আর যদি দ্ব্যাত্মক রাশি হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর পতি কিছু দিন স্বদেশে থাকে, কিছু দিন বা বিদেশে বাস করে।

সপ্তমে দিনপতৌ পতিমুক্তা
ক্ষৌণিজে বিধবা খলু বাল্যে।
পাপখেচরবিলোকনযুক্তে
মন্দগে চ যুবতী জরতী স্যাৎ॥ ১৫

১৫। লগ্ন বা রাশি হইতে সপ্তম স্থানে যখন রবির অধিষ্ঠান হয়, তখন যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে পতিহীনা হইয়া থাকে। যদি ঐ সপ্তম স্থানে মঙ্গলের অধিষ্ঠান হয়, তাহা হইলে তৎকালজাতা রমণীকে বালবিধবা

হইতে হইবে। যখন শনি সপ্তম স্থানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক পাপগ্রহের সঙ্গে মিলিত বা পাপগ্রহ কর্তৃক নিরীক্ষিত হন, তখন যাহার জন্ম হয়, সেই নারী আজীবন অনূঢ়াবস্থায় কালযাপন করে।

খলৈঃ কলত্রে চ গতৈর্বিভর্ত্রী
কান্তা বিমিশ্রৈশ্চ ভবেৎ পুনর্ভূঃ।
কলত্রসংস্থে বিবলে খলাখ্যে
সৌম্যৈরদৃষ্টে বিগুণারিযুক্তা॥ ১৬

১৬। যখন কোন রমণী জন্মগ্রহণ করে, তখন যদি কোন পাপগ্রহ লগ্ন বা চন্দ্র হইতে সপ্তম স্থানে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে ঐ নারী বিধবা হয়। শুভাশুভ যে কোন গ্রহ যদি ঐ সপ্তম স্থানে অধিপতি থাকে, তাহা হইলে সেই নারী পুনর্ভূ হয়। * দুর্ব্বল পাপগ্রহ যদি সপ্তম স্থানে থাকে আর তৎপ্রতি কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি না পড়ে, তাহা হইলে তৎকালজাতা রমণী গুণবর্জ্জিতা ও শত্রুবেষ্টিতা হইয়া থাকে।

অন্যোঽন্যাংশাবস্থিতৌ ভৌমশুক্রৌ
স্যাতাং কান্তা সঙ্গতান্যেন নূনম্।
চন্দ্রোপেতৌ শুক্রবক্রৌ স্মরস্থা-
বাজ্ঞেব স্যাৎ স্বামিনশ্চামনন্তি॥ ১৭

১৭। যদি মঙ্গলের নবাংশে শুক্র ও শুক্রের নবাংশে মঙ্গল অবস্থিত হয়, তবে তৎকালে যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে পরপুরুষের সহিত মিলিত হয়। সপ্তম স্থানে যদি মঙ্গল ও শুক্র অবস্থিতি করেন আর তৎসঙ্গে চন্দ্রের যোগ থাকে, তাহা হইলে তৎকালজাতা রমণী স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়।

* পুনর্ভূ—দ্বিবার বিবাহিতা।

In memory of late J... TINDRA NATH

লগ্নে সিতেন্দু কুজমন্দভস্থৌ
ক্রূরেক্ষিতৌ সান্যতরা জনন্যা।
স্মরে কুজাংশেঽর্কসুতেন দৃষ্টে
বিনষ্টযোনিশ্চ শুভাশুভাংশে ॥ ১৮

১৮। যদি লগ্নস্থ শুক্র ও চন্দ্র শনি বা মঙ্গলের গৃহস্থিত এবং পাপগ্রহ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হয়, তাহা হইলে তৎকালজাতা কন্যা জননীর সহিত কুলটা হইয়া থাকে। যদি সপ্তম স্থানে মঙ্গলের নবাংশে শনির দৃষ্টি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎকালজাতা নারী নষ্টযোনি হইয়া থাকে। এই প্রকার শুভগ্রহের নবাংশে শুভগ্রহের দৃষ্টি হইলে শুভ আর পাপগ্রহের দৃষ্টি হইলে অশুভ ঘটে।

ভানোর্ভং যদি বা নরঃ স্মরগৃহে সম্ভোগমন্ধঃ পতি-
শ্চন্দ্রস্যাতিমদো মৃদুঃ ক্ষিতিসুতস্য স্ত্রীপ্রিয়ঃ ক্রোধযুক্।
বিদ্বান্ জ্ঞস্য গুরোর্ব্বশী গুণযুতঃ শুক্রস্য ভাগ্যান্বিতো
মন্দস্য প্রিয়বস্তুমূঢ়মতিরিত্যুক্তং বুধৈর্হোরকৈঃ ॥ ১৯

১৯। রবির ক্ষেত্র ও রবির নবাংশ যদি সপ্তম স্থান হয়, আর তৎকালে কোন নারী জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই নারীর স্বামী অন্ধ হয়। চন্দ্রের ক্ষেত্র ও নবাংশ যদি সপ্তম স্থান হয়, তাহা হইলে তৎকালজাতা কন্যার পতি কামার্ত্ত ও মৃদুপ্রকৃতি হইয়া থাকে। যদি সপ্তম স্থান মঙ্গলের ক্ষেত্র ও নবাংশ হয়, তাহা হইলে তৎকালজাতা কন্যার পতি ভার্য্যাপ্রিয়, ও ক্রোধনপ্রকৃতি হয়। বুধের ক্ষেত্র ও নবাংশ সপ্তম স্থান হইলে, তৎকাল-জাতা কন্যার পতি বিদ্বান্; বৃহস্পতির ক্ষেত্র ও নবাংশ সপ্তম স্থান হইলে তৎকালজাতা কন্যার পতি জিতেন্দ্রিয় ও গুণশালী; শুক্রের ক্ষেত্র ও নবাংশ সপ্তম স্থান হইলে তৎকালজাতা কন্যার পতি সৌভাগ্যশালী এবং শনির

ক্ষেত্র ও নবাংশ সপ্তম স্থান হইলে তৎকালজাতা কন্যার পতি মূর্খ হইয়া থাকে।

শুক্রেন্দূ তনুগৌ শ্রিয়ং প্রকুরুতঃ সের্ষ্যাং সুখেনান্বিতাং
সৌম্যেন্দূ কুশলাং কলাসু সুগুণাং শুক্রেন্দুপুত্রৌ রুচিম্।
চঞ্চদ্ভাগ্যকলাযুতাভিরুচিরা সৌম্যগ্রহেন্দ্রাস্তনৌ
নানাভূষণসদ্‌গুণাম্বরসুখাং পাপগ্রহৈস্ত্বন্যথা ॥ ২০

২০। জন্মলগ্নে শুক্র ও চন্দ্র অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই রমণী শ্রীমতী, ঈর্ষ্যাপরায়ণা ও সুখভাগিনী হয়। বুধ ও চন্দ্র জন্মলগ্নে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী কলাবিদ্যায় সুদক্ষা ও গুণশালিনী হইয়া থাকে। শুক্র বা বুধ যদি জন্মলগ্নে অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই নারী ভাগ্যবতী ও মনোহররূপবতী হয়। শুভগ্রহ যদি লগ্নে অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই নারী নানালঙ্কারে বিমণ্ডিতা ও সদ্‌গুণে গুণবতী হয় এবং পাপগ্রহ লগ্নে অধিষ্ঠিত থাকিলে ইহার বিপরীত ঘটে।

বৈধব্যং স্যাৎ পাপখেটেঽষ্টমস্থে
রন্ধ্রস্বামী সংস্থিতো যস্য চাংশে।
মৃত্যুঃ পাকে তস্য বাচ্যোঽঙ্গনায়াঃ
সৌম্যৈরর্থস্থানগৈঃ স্যাৎ স্বয়ং হি ॥ ২১

২১। যখন কোন পাপগ্রহ অষ্টম স্থানে থাকে, তখন যে নারীর জন্ম হয়, সে বিধবা হইয়া থাকে। যে গ্রহের নবাংশে অষ্টম স্থানের অধিপতি অধিষ্ঠিত থাকে, সেই গ্রহের দশাভোগসময়ে রমণীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু যদি শুভগ্রহ দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করেন, তবে মৃত্যু নিশ্চয়।

নিশাকরঃ পাপখগান্তরস্থঃ
শস্ত্রাগ্নিমৃত্যুং কুজভে করোতি।
পাপে স্মরস্থেঽন্যখগস্থ ধর্ম্মে
কিলাঙ্গনা প্রব্রজিতত্বমেতি॥ ২২

২২। মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থ চন্দ্র যদি পাপগ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তৎকালজাতা নারী বহ্নিতে বা অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। যদি পাপগ্রহ সপ্তম স্থানে এবং অন্য কোন গ্রহ নবম স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে নারী গৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক উদাসিনী হইয়া থাকে।

কন্যালিগোসিংহগতে শশাঙ্কে
পঙ্কেরুহাক্ষী কিল চাল্পপুত্রা।
পুত্রালয়শ্চেৎ শুভখেচরৈন্দ্রৈ-
র্দৃষ্টো যুতো বা বহুতা চ তেষাম্॥ ২৩

২৩। চন্দ্র যদি কন্যা, বৃশ্চিক, বৃষ বা সিংহ রাশিতে অবস্থান করেন এবং তৎকালে কোন নারীর জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই নারী অল্পসংখ্যক পুত্রের জননী হইয়া থাকে। আর যদি পুত্রস্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকে, তাহা হইলে বহুপুত্রপ্রসাবনী হয়।

শুক্রেন্দুসৌম্যা বিষমে চ লগ্নে
যোষা বিশেষাৎ পুরুষপ্রগল্ভা।
সমে বিলগ্নে যদি সংস্থিতাঃ স্যু-
র্বলান্বিতাঃ শুক্রবুধেন্দুজীবাঃ॥
স্যাৎ কামিনী ব্রহ্মবিচারচর্চ্চা-
পরাগমজ্ঞানবিরাজমানা॥ ২৪

২৪। বলবান্ শুক্র, বলবান্ চন্দ্র ও বলবান্ বুধ বিষমরাশিতে যখন অবস্থান করেন, তখন যে নারীর জন্ম হয়, সে পুরুষের ন্যায় প্রগল্‌ভা হইয়া থাকে এবং বলবান্ বুধ, বলবান্ চন্দ্র ও বলবান্ বৃহস্পতি যখন সমরাশিস্থিত হন, তখন জন্মগ্রহণ করিলে সেই নারী ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনে ও অপরাপর শাস্ত্রে অনুরাগিণী হয়।

পূর্ব্বৈর্যন্মুনিভিঃ সবিস্তরতয়া স্ত্রীজাতকে কীর্ত্তিতং
সম্যগ্‌বাপ্যশুভঞ্চ তন্মতিমতা বাচ্যং বিদিত্বা বলম্।
যোগানাঞ্চ নিযোজয়েৎ ফলমিদং পৃচ্ছাবিলগ্নে তথা
পাণিগ্রহণে তথা চ বরণে সম্ভূতিকালেঽপি চ ॥ ২৫

২৫। প্রাচীন ঋষিরা নারীজাতক সম্বন্ধে যে সমস্ত যোগাদি নিরূপণ করিয়াছেন, সেই সকল যোগসম্পাদক গ্রহবৃন্দের শুভাশুভত্ব ও বলাবল বিচার করিয়া ফল নির্ণয় করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সেইরূপ প্রশ্নসময়ে, বরণসময়ে, বিবাহকালে ও জন্মসময়েও বিবেচনা করা উচিত।

নারীচক্রে মস্তকে ত্রীণি ভানি
বক্ত্রে ভানাং সপ্তকং স্থাপনীয়ম্।
প্রত্যেকং স্যুর্ব্বেদতারা উরোজে
তিস্রস্তারো হৃৎপ্রদেশে নিবেশ্যঃ ॥
নাভৌ দেয়ং ভদ্বয়ং ত্রীণি গুহ্যে
ভানোর্ধিষ্ণ্যাচ্চন্দ্রধিষ্ণ্যাবধিস্থম্ ॥ ২৬

২৬। রমণীর আকৃতিবোধক একটি মূর্ত্তি অঙ্কন পূর্ব্বক রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ মূর্ত্তিরূপ চক্রে বিন্যস্ত করিবে, অর্থাৎ মস্তক-

প্রদেশে তিনটি নক্ষত্র, বদনে সাতটি, প্রত্যেক স্তনে চারি চারিটি, বক্ষঃপ্রদেশে তিনটি, নাভিস্থলে তিনটি এবং গুহ্যে তিনটি নক্ষত্র বিন্যাস করিবে। এইপ্রকারে নক্ষত্র বিন্যস্ত হইলে চন্দ্রভোগ্য নক্ষত্র দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির করিতে হয়।

স্যাৎ সন্তাপঃ শীর্ষতো বক্ত্র‍্‌সংস্থে
নিত্যং মিষ্টান্নাদি-সৌখ্যোপলব্ধিঃ।
কামং স্বামিপ্রেমবৃদ্ধিঃ স্তনস্থে
বক্ষোদেশে বা স্থিতেঽত্যন্তহর্ষঃ ॥
পত্যুশ্চিন্তানন্দবৃদ্ধিশ্চ নাভৌ
গুহ্যস্থে স্যান্মন্মথাধিক্যমুচ্চৈঃ ॥ ২৭

২৭। চন্দ্রভোগ্য নক্ষত্র যদি ঐ মূর্ত্তি বা চক্রের মস্তকে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই নারী সন্তাপে পরিক্লিষ্টা হয়। এই প্রকার মুখপ্রদেশে দেখা গেলে মিষ্টান্নভক্ষণাদি সুখপ্রাপ্তি ঘটে; যদি স্তনে দৃষ্ট হয়, তবে তাহার পতিপ্রেম বৃদ্ধি পায়; যদি বক্ষঃপ্রদেশে দেখা যায়, তবে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করে; নাভিস্থলে দৃষ্ট হইলে স্বামীর আহ্লাদবৃদ্ধি হয়, এবং গুহ্যে দৃষ্ট হইলে কাম বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বাচস্পতৌ নবমপঞ্চম-কণ্টসংস্থে
জাতাঙ্গনা ভবতি পূর্ণবিভূতিযুক্তা।
সাধ্বী সুপুত্রজননী সুখিনী গুণাঢ্যা
সপ্তাষ্টকে যদি ভবেদশুভগ্রহোঽপি ॥ ২৮

২৮। যখন কোন নারী ভূমিষ্ঠ হয়, তখন বৃহস্পতি লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে, নবমে বা দশম স্থানে থাকিলে সম্পূর্ণ বিভূতিশালিনী, সাধ্বী,

সুপুত্রের জননী, সুখিনী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যদি অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ অধিষ্ঠিত থাকে, তথাপি কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

যুবতিরসুরপূজ্যে কেন্দ্রগে ধর্ম্মগে বা
সততমমলমূর্ত্তিঃ স্নিগ্ধদৃষ্ট্যাননাঢ্যা।
উভয়কুলবিভূত্যা লব্ধকীর্ত্তিশ্চ জাতা
সুখয়তি শুভশীলা স্বামিনং ভোগিনী সা॥ ২৯

২৯। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন যদি শুক্রগ্রহ লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে, নবমে অথবা দশম গৃহে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারীর আকৃতি নির্ম্মল ও দৃষ্টি অচঞ্চল হয়; সে সচ্চরিত্রা হইয়া থাকে এবং পিতৃকুল ও পতিকুলের ঐশ্বর্য্য দ্বারা অতুল যশের ভাগিনী হইয়া সেই রমণী নিরন্তর পতির সুখবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

ইতি নারীজাতকে ক্ষেত্রভেদে লগ্নরাশ্যাদিফল।

জন্মলগ্ন হইতে স্থানভেদে গ্রহবৃন্দের স্থিতিতে নারীজাতকের ফল।

প্রকৃতিস্থা লগ্নেন্দ্বোঃ সমভে সচ্ছীলরূপা চ।
ভূষণগুণৈরুপেতা শুভবীক্ষিতে তয়োশ্চ যুবতিঃ স্যাৎ॥ ১

১। নারীজাতির জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি সমরাশি হইলে সেই সমস্ত রমণী নারীজাতিসুলভ স্বভাবের বশবর্ত্তিনী হয়। যদি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক ঐ

লগ্ন বা রাশি দৃষ্ট হয়, অথবা শুভগ্রহের যোগ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই নারী সচ্চরিত্রা, নানালঙ্কারে সমলঙ্কৃতা ও গুণবতী হইয়া থাকে।

পুরুষাকৃতিশীলযুতা দুঃখিতা বিষমরাশৌ।
ক্রূরৈর্বীক্ষিতযোগে পাপা স্ত্রী সদ্গুণৈর্হীনা ॥ ২

২। যে নারীর জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি বিষম হয়, সে পুরুষবৎ আকৃতি-বিশিষ্টা ও দুঃখিনী হয়; কিন্তু যদি ঐ রাশি বা লগ্ন পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় বা পাপগ্রহের যোগ উহাতে থাকে, তাহা হইলে সেই নারী পাপিষ্ঠা ও সদ্গুণবিহীনা হইবে।

লগ্নেন্দ্বোর্যো বলবাংস্তত্ত্রিংশাংশাধিষ্ঠিতঃ ফলং ক্রমশঃ।
ভূসুত-ভার্গব-বোধন-সুরপতিগুরু-তীব্রকরপুত্রৈঃ ॥ ৩

৩। নারীজাতির জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি এই দুইটির মধ্যে যেটি বলী হইবে, তাহাতে কুজ, শুক্র, বুধ, গুরু ও রবির ত্রিংশাংশে যদি জন্ম হয়, তবে যেরূপ ফল দৃষ্ট হয়, তাহা যথাক্রমে বিবৃত হইতেছে।

কন্যৈবারগৃহে দুষ্টা ভৌমত্রিংশাংশকে ভবেৎ।
কুচরিত্রা তথা শৌক্রে সমা বা বৌধনে বলা ॥ ৪

৪। যে রমণীর জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র * এবং সেই মঙ্গলের ত্রিংশাংশে যে ভূমিষ্ঠ হয়, সে নারী দুশ্চরিত্রা হইবে। ঐরূপ শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে সে নারী দুঃশীলা হয় এবং বুধের ত্রিংশাংশে ভূমিষ্ঠ হইলে সমপ্রকৃতি ও বলিষ্ঠা হইয়া থাকে।

---

* মঙ্গলের ক্ষেত্র—মেষ ও বৃশ্চিকরাশি।

জৈবে সাধ্ব্যর্কজে দাসী জ্ঞর্ক্ষে কৌজে তু কাপটী।
শৌক্রে বিকার্ণকেশা চ বৌধে গুণবতী ভবেৎ ॥ ৫

৫। বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী পতিব্রতা; শনির ত্রিংশাংশে যাহার জন্ম হয়, সে পরের গৃহে কিঙ্করী; মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে কপটাচারিণী; শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে বিকীর্ণ-কেশপাশা ও বুধের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে গুণবতী হইয়া থাকে।

জৈবে সতী শনৌ ক্লীবা কৌজে দুষ্টা সিতর্ক্ষগে।
শৌক্রে খ্যাতা গুণৈর্ব্বৌধে কলাসু নিপুণা মতা ॥ ৬

৬। জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি যদি বুধের ক্ষেত্র * হয়, তাহা হইলে বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে সেই নারী পতিব্রতা এবং শনির ত্রিংশাংশ হইলে নপুংসক হইবে। যদি জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি শুক্রের ক্ষেত্র হয়, † আর যদি মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই নারী দুষ্টপ্রকৃতি, শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে গুণপ্রসিদ্ধা এবং বুধের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে কলাবিদ্যায় পটীয়সী হয়।

জৈবে গুণান্বিতা মন্দে পুনর্ভূশ্চন্দ্রভে মতা।
স্বচ্ছন্দা বনিতা কৌজে শৌক্রে চ কুলপাংশলী ॥ ৭

৭। বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে যদি জন্ম হয়, তবে সেই নারী গুণবতী হইয়া থাকে এবং শনির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে সেই নারীর দুইবার বিবাহ হয়। চন্দ্রের ক্ষেত্র ‡ জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি হইলে, মঙ্গলের ত্রিংশাংশে যে জন্ম

* বুধের ক্ষেত্র—মিথুন, কন্যা।

† শুক্রের ক্ষেত্র—বৃষ, তুলা।

‡ চন্দ্রের ক্ষেত্র—কর্কট।

গ্রহণ করে, সে স্বেচ্ছাবিহারিণী হইয়া থাকে এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে কুলকলঙ্কিনী হয়।

বৌধে শিল্পান্বিতা নারী জৈবে বহুগুণা স্মৃতা।
পতিঘ্ন্যার্কৌংর্কভে কৌজেহন্যাচারা ভার্গবেহসতী ॥ ৮

৮। বুধের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে সেই নারী শিল্পকার্য্যে পারদর্শিনী, বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্মিলে বহুগুণে গুণবতী আর শনির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে স্বামিহন্ত্রী হইয়া থাকে। রবির ক্ষেত্র (সিংহ) যদি কোন নারীর জন্ম-লগ্ন বা জন্মরাশি হয়, তবে মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে সেই নারী অন্যাচারপরায়ণা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্মিলে অসতী হইবে।

বৌধে পুংশ্চেষ্টিতা জীবে রাজ্ঞী মন্দে কুলচ্যুতা।
জীবর্ক্ষগে বহুগুণা কৌজে শৌক্রে সতী স্মৃতা ॥ ৯

৯। বুধের ত্রিংশাংশে যাহার জন্ম হয়, পুরুষের ন্যায় তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে। বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে যাহার জন্ম হয়, সে রাজার মহিষী হয়, এবং শনির ত্রিংশাংশে যাহার জন্ম হয়, সেই নারী কুলভ্রষ্টা হইবে। জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি বৃহস্পতির ক্ষেত্র (ধনু, মীন) হইলে মঙ্গলের ত্রিংশাংশে যাহার জন্ম হয়, সে নারী বহুগুণে গুণবতী হইয়া থাকে এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে যাহার জন্ম হয়, সে সতী বলিয়া প্রথিত হয়।

বৌধে বিজ্ঞানসম্পন্না জৈবে নৈকগুণা স্মৃতা।
মন্দে চান্যরতা প্রোক্তা দাসী কৌজে তথার্কিভে ॥ ১০

১০। বুধের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শিনী, গুরুর ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে বহুগুণে গুণবতী, শনির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে পরপুরুষে অনুরক্তা হয়। শনির ক্ষেত্র (মকর বা কুম্ভ) জন্মরাশি বা

জন্মলগ্ন হইলে, মঙ্গলের ত্রিংশাংশে যে জন্মগ্রহণ করে, সে নারী পরের দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে।

অপ্রজা চ ভবেচ্ছৌক্রে বৌধে দুষ্টা খলা তথা।
জৈবে পতিব্রতা নিত্যং মান্দে নীচানুসেবিনী॥ ১১

১১। শুক্রের ত্রিংশাংশে যাহার জন্ম হয়, সে নিঃসন্তানা হইয়া থাকে; বুধের ত্রিংশাংশে যাহার জন্ম হয়, সে দুষ্টা ও খলস্বভাবা হয়; বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে যাহার জন্ম হয়, সে সদা পতিব্রতা থাকে এবং শনির ত্রিংশাংশে যে জন্মগ্রহণ করে, সেই নারী নীচজনের সেবায় নিরত হইয়া থাকে।

শুক্রাসিতৌ যদি পরস্পরভাগসংস্থৌ
শৌক্রে চ দৃষ্টিপথগাবুদয়ে ঘটাংশাঃ।
স্ত্রীণামতীবমদনাগ্নিমদপ্রবৃদ্ধিঃ
স্ত্রীভিঃ সমং চ পুরুষাকৃতিভিঃ শমং ভবেৎ॥১২

১২। যখন শনি শুক্রের নবাংশে এবং শুক্র শনির নবাংশে অধিষ্ঠিত থাকে, শুক্র ও শনি উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করে, জন্মলগ্ন তুলা বা বৃষ হয়, এবং কুম্ভের নবাংশ উদিত থাকে, সেই সময়ে যে নারীর জন্ম হয়, তাহার কামাগ্নি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সে অন্যান্য পুরুষাকৃতি স্ত্রীদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া সেই কামাগ্নি নির্ব্বাপিত করে।

শূন্যেঽস্তে কাপুরুষো বলহীনে সৌম্যদর্শনে হীনে।
চরভে প্রবাসশীলো ভর্ত্তা ক্লীবো জ্ঞসৌরয়োর্দ্যূনে॥ ১৩

১৩। যে রমণীর জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহে কোন গ্রহ বিদ্যমান না থাকে, ঐ সমস্ত গ্রহ দুর্ব্বল হয় এবং উহাতে কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি না

থাকে, তাহা হইলে সেই নারীর পতি কাপুরুষ হয়; যে নারীর জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহ চররাশি হয়, তাহার পতি আজীবন বিদেশবাসী থাকে আর ঐ সপ্তম গৃহে যদি বুধ ও শনি অধিষ্ঠিত থাকে, তবে সেই নারীর পতি নপুংসক হয়।

উৎসৃষ্টা সূর্য্যেঽস্তে কুজেঽস্তে বিধবা ভবেন্নবোঢ়ৈব।
কন্যৈবাশুভশুভদৃষ্টে শনৈশ্চরে বৃদ্ধতাং যান্তি ॥ ১৪

১৪। যে নারীর জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহে সূর্য্য অবস্থিতি করেন, সেই নারী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়; যদি সেই সপ্তম গৃহে মঙ্গল বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে সেই নারী নববিবাহিতাবস্থাতেই বিধবা হয়। যে নারীর জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহে শনি অধিষ্ঠিত থাকেন, আর কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, সেই নারী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে।

অশুভে ঋক্ষেঽস্তগতে অনপত্যা ভবেদশুভদৃষ্টে।
ক্রূরৈর্বিধবাস্তগতৈর্ভবতি পুনর্ভূস্তথা মিশ্রৈঃ ॥ ১৫

১৫। যাহার জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহে কোন পাপগ্রহ বিদ্যমান থাকে এবং তাহাতে কোন শুভগ্রহ দৃষ্টি না করে, সেই নারী নিঃসন্তানা হয়। ঐ সপ্তম স্থানে ক্রূরগ্রহ থাকিলে সেই নারী বিধবা হয়, এবং উক্ত সপ্তম গৃহে শুভ বা অশুভ যে কোন গ্রহ থাকিলে সেই নারী দুইবার বিবাহিতা হয়।

অন্যোঽন্যভাগগতয়োঃ সিতকুজয়োরন্যপুরুষসক্তা স্যাৎ।
দ্যূনে শশিদিনকরয়োঃ স্যাদ্‌যুবতিরনুজ্ঞয়া ভর্ত্তুঃ ॥ ১৬

১৬। জন্মকালে যদি মঙ্গল শুক্রের নবাংশে এবং শুক্র মঙ্গলের নবাংশে স্থিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী পরপুরুষে অনুরক্তা হয় এবং এই

প্রকার যোগে যদি সপ্তম গৃহে রবি ও চন্দ্র থাকে, তবে পতির আদেশে সেই নারী পরপুরুষে আসক্তা হইয়া থাকে।

সৌরারগৃহে তদ্বচ্ছশিনি সশুক্রে বিলগ্নগে জাতা।
মাত্রা সার্দ্ধং কুলটা ক্রূরগ্রহবীক্ষিতে ভবতি॥ ১৭

১৭। শনি অথবা মঙ্গলের গৃহ * যে কোন রাশি জন্মলগ্নের সপ্তম স্থান হইলে আর ঐ সপ্তমস্থলে চন্দ্র ও শুক্র থাকিলে সেই নারী তাহার মাতার সহিত কুলটা হয়।

দ্যূনে তু কুজনবাংশে শশিনা দৃষ্টে চ রোগযোনিঃ স্ত্রী।
সদ্গৃহগে ভাগে বা সুশ্রোণির্ভর্ত্তৃবৎসলা ভবতি॥ ১৮

১৮। জন্মসময়ে মঙ্গলের নবাংশ যদি জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহে দৃষ্ট হয় আর তৎপ্রতি চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই নারী যোনিরোগে আক্রান্ত হয় এবং কোন শুভগ্রহের নবাংশ ঐ সপ্তম গৃহে উদিত থাকিলে সেই নারী মনোহর শ্রোণীবিশিষ্টা ও পতিপ্রিয়া হইয়া থাকে।

দ্যূনে বৃদ্ধো মূর্খঃ সৌরগৃহেঽস্য নবাংশকে বাথ।
স্ত্রীলোলঃ ক্রোধপরঃ কুজভেঽথ নবাংশকে ভর্ত্তা॥১৯

১৯। শনির গৃহ † যদি জন্মলগ্নের সপ্তম স্থানে হয় কিংবা শনির নবাংশ জন্মকালে ঐ সপ্তম স্থানে সমুদিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারীর পতি বৃদ্ধ ও মূর্খ হইয়া থাকে আর যদি ঐ সপ্তম স্থান মঙ্গলের ক্ষেত্র ‡ হয়

---

* মকর ও কুম্ভরাশি শনির গৃহ। মেষ ও বৃশ্চিক ইহারা মঙ্গলের গৃহ।

† শনির গৃহ—মকর, কুম্ভ।

‡ মঙ্গলের ক্ষেত্র—মেষ, বৃশ্চিক।

অথবা মঙ্গলের নবাংশ সপ্তম স্থানে সমুদিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারীর পতি স্ত্রীলোলুপ ও ক্রোধনপ্রকৃতি হয়।

শুক্রগৃহে নবভাগে বাতিরূপসৌভাগ্যসংযুতো ভর্ত্তা।
বিজ্ঞানযুতস্তথৈব বুধভে নবাংশকে বা স্যাৎ॥ ২০

২০। জন্মসময়ে শুক্রের গৃহ * যদি জন্মলগ্নের সপ্তম স্থান হয় আর ঐ সমপ্ত স্থানে যদি শুক্রের নবাংশ উদিত থাকে, তাহা হইলে সে নারীর স্বামী পরম রূপবান্ ও সৌভাগ্যশালী হয় এবং ঐ সপ্তম স্থান বুধের ক্ষেত্র হইলে † ও তৎকালে বুধের নবাংশ উদিত থাকিলে সেই নারীর পতি বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া থাকে।

নৈপুণ্যমদনার্ত্তো মৃদুচিত্তঃ শশিভেহথ নবাংশকে ভর্ত্তা।
গুরুর্সিতভাগেহপ্যথবা গুণবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ো ভবতি॥২১

২১। যে নারীর জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম স্থান চন্দ্রের গৃহ (কর্কট) হয় অথবা চন্দ্রের নবাংশ ঐ সপ্তম স্থানে সমুদিত থাকে, তাহার পতি কামার্ত্ত ও মৃদুচিত্ত হয় এবং ঐ সপ্তম স্থান বৃহস্পতির গৃহ (ধনু বা মীন) হইলে আর বৃহস্পতির নবাংশ ঐ সপ্তম স্থানে সমুদিত থাকিলে সেই নারীর স্বামী গুণবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে।

অতিকর্ম্মকরস্তীক্ষ্ণো রবিভেহথ নবাংশকে ভবতি ভর্ত্তা।
সপ্তমভবনোপগতৈর্নিত্যং স্ত্রীণাং সমবধার্য্যঃ॥ ২২

২২। জন্মসময়ে লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান যদি রবির ক্ষেত্র হয় অথবা

---

* শুক্রের গৃহ—বৃষ, তুলা।

† বুধের ক্ষেত্র—মিথুন, কন্যা।

তৎকালে রবির নবাংশ সমস্ত স্থানে সমুদিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারীর পতি কার্য্যে সুদক্ষ ও উগ্রপ্রকৃতি হয়। এই প্রকারেই সর্ব্বদা স্ত্রীজাতির সপ্তম স্থানফল নিরূপণ করিবে।

ঈর্ষ্যান্বিতা সুখপরা লগ্নে সিতচন্দ্রয়োর্বুধেন্দ্বোশ্চ।
সুখিতা কলাসু কুশলা গুণসুতসহিতা বিনীতা স্যাৎ ॥ ২৩

২৩। জন্মলগ্নে শুক্র ও চন্দ্র থাকিলে সেই নারী ঈর্ষ্যাবতী ও সুখিনী হইয়া থাকে এবং বুধ ও চন্দ্র জন্মলগ্নে থাকিলে সুখিনী, কলাবিদ্যায় সুদক্ষা, গুণবতী, পুত্রবতী ও বিনীতা হয়।

শুক্রবুধয়োর্বিলগ্নে রুচিরা সুভগা কলাসু নিপুণা চ।
দ্রব্যাম্বরসৌখ্যযুতা শুভেষু পাপেষু বিপরীতা ॥ ২৪

২৪। শুক্র ও বুধ জন্মলগ্নে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী রূপবতী, ভাগ্যবতী ও কলাবিদ্যায় সুদক্ষা হয়; জন্মলগ্নে শুভগ্রহ অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী নানাবিধ দ্রব্য, বস্ত্র ও সুখসম্পন্না হইয়া থাকে এবং লগ্নে যদি পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, তবে ইহার বিপরীত হয়।

পাপেঽষ্টমে বিধবতা নিধনাধিপতির্নবাংশকে যস্যাঃ।
তস্য দশায়াং মরণং বাচ্যং তস্যাঃ শুভৈর্দ্বিতীয়স্থৈঃ ॥ ২৫

২৫। জন্মলগ্ন হইতে অষ্টম গৃহে ক্রূরগ্রহ থাকিলে সেই নারী পতিহীনা হইয়া থাকে। অষ্টম স্থানের অধীশ্বর গ্রহ যে গ্রহের নবাংশে বিদ্যমান থাকে, সেই গ্রহের দশাতেই বৈধব্য ঘটিবে বুঝিতে হইবে। পাপগ্রহ অষ্টম স্থানে এবং শুভগ্রহ দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে সেই নারী পতিসমীপে প্রাণত্যাগ করে।

কন্যালিবৃষভে সিংহে শিশিরময়ূখেঽল্পপুত্রতা তস্যাঃ।
পুত্রভবনে শুভযুতে নিরীক্ষিতে বা তথৈব স্যাৎ॥ ২৬

২৬। যখন কোন নারী ভূমিষ্ঠ হয়, তখন চন্দ্র বৃষ, সিংহ, কন্যা বা বৃশ্চিক রাশিতে থাকিলে সেই নারী বিবাহের পর অল্পসংখ্যকমাত্র সন্তান প্রসব করে। পুত্রগৃহে * শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলেও সেই নারী অল্পমাত্র সন্তানের জননী হইয়া থাকে।

রিক্তৈর্বুধেজ্যভৃগুজৈ রবিজে চ মধ্যে
শেষৈর্বলেন সহিতৈর্বিষমে চ লগ্নে।
জাতা ভবেৎ পুরুষিণী যুবতিঃ সদৈব
পুংশ্চেষ্টিতা বিচরতি প্রথিতা চ লোকে॥ ২৭

২৭। জন্মসময়ে বুধ, গুরু ও শুক্র দুর্ব্বল, শনি মধ্যবিধ বলবান্ ও অবশিষ্ট গ্রহ বলিষ্ঠ হইলে এবং বিষমরাশি উদিত থাকিলে সেই নারী পুরুষপ্রকৃতি, পুরুষের ন্যায় কর্ম্মকরণে নিরতা ও লোকে প্রথিতা হইয়া থাকে।

ক্রূরে যামিত্রগতে নবমে যদি খেচরো ভবতি নূনম্।
প্রব্রজ্যা ভবতি তদা পাপগ্রহসম্ভবাদবলা॥ ২৮

২৮। জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহে যদি ক্রূরগ্রহ অধিষ্ঠিত থাকে ও নবম গৃহে কোন গ্রহের অবস্থিতি না হয়, তাহা হইলে সেই নারী প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে। ফল কথা, নবম গৃহে যে গ্রহ অধিষ্ঠিত থাকে, সেই গ্রহে যে প্রকার সন্ন্যাস বুঝায়, তদ্রূপ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।

* পুত্রগৃহ—জন্মলগ্নের পঞ্চম স্থান।

বলিভির্বুধগুরুশুক্রৈঃ শশাঙ্কসহিতৈর্বিলগ্নভে সমভে।
স্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী স্যাদনেকশাস্ত্রকুশলা চ বিখ্যাতা॥ ২৯

২৯। উদিত লগ্ন যদি জন্মসময়ে সমরাশি হয়, আর যদি বুধ, গুরু, শুক্র ও চন্দ্র বলিষ্ঠ হইয়া বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই নারী ব্রহ্মবাদিনী, বহুশাস্ত্রে পারদর্শিনী ও লোকে প্রসিদ্ধা হইয়া থাকে।

জন্মকালে বিবাহে চ চিন্তায়াং বরণে তথা।
চিন্ত্যং স্ত্রীণান্তু জন্মোক্তং ঘটন্তে তৎপতিষ্বপি॥ ৩০

৩০। জন্মসময়ে, বিবাহসময়ে, প্রশ্নচিন্তাকালে ও বরণসময়ে এই নারীজাতকোক্ত নিয়মে গণনা করা কর্ত্তব্য। নারীগণের জন্মকালীন গ্রহস্থিতিমতে যে যে প্রকার ফল কথিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত নারীর স্বামীর প্রতিও তদ্রূপ ফল ঘটে।

পাপদ্বয়মধ্যগতে চন্দ্রে লগ্নে চ কন্যকা জাতা।
নিজপিতৃকুলে সমস্তং শ্বশুরকুলং হন্তি নিশ্চিতম্॥ ৩১

৩১। জন্মসময়ে উদিত লগ্ন অথবা চন্দ্র যদি দুইটি পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে সেই নারী স্বীয় পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সকলকেই নিঃশেষে ধ্বংস করে সন্দেহ নাই।

রিপুক্ষেত্রে স্থিতৌ দ্বৌ তু লগ্নে যত্র শুভগ্রহৌ।
ক্রূরশ্চৈকস্তত্র জাতা ভবেৎ স্ত্রী বিষকন্যকা॥ ৩২

৩৮। জন্মসময়ে দুইটি শুভগ্রহ লগ্নস্থ এবং রিপুক্ষেত্রে দুইটি শুভগ্রহ অধিষ্ঠান করিলে আর একটি পাপগ্রহ লগ্নে বিদ্যমান থাকিলে সেই নারী বিষকন্যা নামে অভিহিত হয়।

ভদ্রাতিথির্যদাশ্লেষা শতভং কৃত্তিকা তথা।
মন্দাররবিবারাশ্চেদ্‌বিষকন্যা বুধৈঃ স্মৃতা ॥ ৩৩

৩৩। জন্মকালে ভদ্রা তিথি * হইলে, অশ্লেষা, শতভিষা বা কৃত্তিকা নক্ষত্র ঘটিলে কিংবা রবি, শনি বা মঙ্গলবার হইলে বিষকন্যা বলিয়া সেই কন্যাকে ত্যাগ করিবে ; পণ্ডিতগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বাদশী বারুণঃ সূর্য্যে বিশাখা সপ্তমী কুজে।
মন্দেঽশ্লেষা দ্বিতীয়া চ বিষযোগাস্ত্রয়ো মতাঃ ॥ ৩৪

৩৪। রবিবারে দ্বাদশী ও শতভিষানক্ষত্র, কুজবারে সপ্তমী ও বিশাখানক্ষত্র এবং শনিবারে অশ্লেষানক্ষত্র ও দ্বিতীয়া তিথি হইলে তাহার নাম বিষযোগ। এই তিন প্রকার যোগে যে কন্যার জন্ম হয়, তাহার নাম বিষকন্যা।

ব্যয়াষ্টগে কুজে ক্রূরযুতে রাহৌ চ লগ্নগে।
রণ্ডাথ লগ্নগে সূর্য্যে ভৌমে বা দুর্ভগা শনৌ ॥ ৩৫

৩৫। জন্মলগ্ন হইতে দ্বাদশ বা অষ্টম গৃহে মঙ্গল এবং অপর একটি ক্রূরগ্রহের সঙ্গে রাহু যদি জন্মলগ্নে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে সেই কন্যা রণ্ডা হয়। মঙ্গল, শনি বা রবি জন্মলগ্নে থাকিলে সেই নারী দুর্ভাগিনী হইয়া থাকে।

মূর্ত্তৌ রাহ্বর্কভৌমেষু রণ্ডা ভবতি কামিনী।
রাহুশুক্রদ্বিতীয়েষু পতিমন্যং চিকীর্ষতি ॥ ৩৬

* ভদ্রা তিথি—দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী

৩৬। রাহু, রবি, কিংবা মঙ্গল যদি জন্মলগ্নে থাকে, তাহা হইলে সেই নারীকে রণ্ডা হইতে হয়। জন্ম লগ্ন হইতে দ্বিতীয় গৃহে রাহু ও শুক্র থাকিলে সেই নারী নিজ পতিকে পরিহার পুরঃসর অন্য পতি কামনা করে।

রন্ধ্রগৌ মন্দসূর্য্যৌ চেদ্‌বিলগ্নান্নিজরাশিগৌ।
বন্ধ্যাথ চন্দ্রজশ্চন্দ্রঃ কাকবন্ধ্যা তদা ভবেৎ॥ ৩৭

৩৭। জন্মলগ্ন হইতে অষ্টম গৃহে রবি অথবা শনি অধিষ্ঠান করিলে ঐ ঐ গ্রহ স্বরাশিগত হইলে সেই নারী বন্ধ্যা হয়। বুধ বা চন্দ্র অষ্টমগৃহে থাকিয়া স্বরাশিগত হইলে সেই নারী কাক বন্ধ্যা হইয়া থাকে *।

মৃতাপত্যা চ শুক্রেজ্যৌ সৌরৌ গর্ভস্রবা ভবেৎ।
তস্মাজ্জন্মনি চিন্তায়াং রন্ধ্রং ভবাং গ্রহেক্ষিতা॥ ৩৮

৩৮। জন্মলগ্ন হইতে অষ্টম গৃহে শুক্র ও গুরু থাকিলে সেই নারী মৃতাপত্যা হয় আর যদি অষ্টমে শনি থাকেন, তবে গর্ভস্রাব হইয়া যায়।

লগ্নেন্দূ চররাশৌ কেন্দ্রস্থা পাপিনো বলিনঃ।
যোষিদ্‌গ্রহসংদৃষ্টো পতিদ্বয়ং গচ্ছতে নারী॥ ৩৯

৩৯। জন্মলগ্ন ও জন্মরাশি চররাশি হইলে, কেন্দ্রস্থলে বলিষ্ঠ ক্রুর গ্রহ থাকিলে এবং কোন স্ত্রীগ্রহ সেই লগ্ন ও রাশির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সেই নারী দুইটি পতি গ্রহণ করিয়া থাকে।

* একবার ব্যতীত যাহার আর সন্তান জন্মে না, তাহাকে কাকবন্ধ্যা বলে।

নারীচক্রে মস্তকে ত্রীণি ভানি
বক্ত্রে ভানাং সপ্তকং স্থাপনীয়ম্।
প্রত্যেকং স্যুর্ব্বেদতারা উরোজে
তিস্রস্তারা হৃৎপ্রদেশে নিযোজ্যাঃ॥ ৪০

নাভৌ দেয়ং ভত্রয়ং ত্রীণি গুহ্যে
ভানোর্ধিষ্ণ্যাচ্চন্দ্রধিষ্ণ্যাবধিস্থম্।
স্যাৎ সন্তাপঃ শীর্ষভে বক্ত্রসংস্থৈ-
র্নিত্যং মিষ্টান্নাদিসৌখ্যোপলব্ধিঃ॥ ৪১

কামং স্বামী প্রেমবৃদ্ধিঃ স্তনস্থে
বক্ষোদেশাবস্থিতোঽতীব হর্ষঃ।
পত্যুশ্চিন্তানন্দবৃদ্ধিশ্চ নাভৌ
গুহ্যস্থে স্যান্মন্মথাধিক্যমুচ্চৈঃ॥ ৪২

৪০—৪২। নারীচক্র দ্বারাও ফলাফল নির্ণয় করা যায়। এই চক্রকে স্ত্রীডিম্ব চক্র বলে। প্রথমতঃ একটি রমণীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবে। সেই মূর্ত্তির অঙ্গ সমূহে যথাক্রমে সূর্য্যযুক্ত নক্ষত্র হইতে নক্ষত্র বিন্যস্ত করিতে হয়। মস্তকদেশে ৩, মুখে ৭, স্তনযুগলে চারি চারি (মোট ৮), হৃদয়প্রদেশে ৩, নাভিস্থলে ৩ ও গুহ্যদেশে ৩ নক্ষত্র বিন্যাস করিবে। এই প্রকারে নক্ষত্র বিন্যাস হইলে চন্দ্রযুক্ত নক্ষত্রে শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হয়। যে নারীর জন্মনক্ষত্র ঐ নারীচক্রের মস্তকদেশে দৃষ্ট হয়, তাহার মনস্তাপ ঘটে; মুখে দৃষ্ট হইলে মিষ্টান্নভক্ষণাদি সুখপ্রাপ্তি হয়; স্তনযুগলে দৃষ্ট হইলে পতির প্রেম বৃদ্ধি পায়; বক্ষে দৃষ্ট হইলে অতীব আনন্দলাভ হয়; নাভিমূলে দৃষ্ট

হইলে পতিচিন্তায় চিন্তিত হইয়া থাকে ও আনন্দ বৃদ্ধি পায় আর গুহে যদি জন্মনক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কাম বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শনিভৌমগৃহে লগ্নে চন্দ্রে চ সিতসংযুতে।
পাপদৃষ্টেঽথ সা নারী বন্ধ্যতামুপগচ্ছতি ॥ ৪৩

৪৩। জন্মলগ্ন শনি বা বুধের ক্ষেত্র হইলে, তাহাতে শুক্রের সঙ্গে চন্দ্রের অধিষ্ঠান থাকিলে এবং লগ্ন ক্রূর গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সেই নারী বন্ধ্যা হয়।

সপ্তমস্থঃ কুজশ্চৈব দৃষ্টঃ সৌরেণ সোঽপি চেৎ।
গলদ্‌গর্ভা তু সা জ্ঞেয়া শনৌ রোগযুতঃ প্রজা ॥ ৪৪

৪৪। জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহে মঙ্গল অধিষ্ঠিত থাকিলে আর তৎপ্রতি শনির দৃষ্টি হইলে সেই নারী গলদ্‌গর্ভা হয় অর্থাৎ তাহার গর্ভস্রাব হইয়া যায়। সপ্তম গৃহে শনি অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারীর সন্তান রোগাক্রান্ত হয়।

রবৌ মৃতপ্রজা জ্ঞেয়া রাহুণাপি তথৈব চ।
চন্দ্রে বুধে চ সা নারী কন্যাজন্মবতী ভবেৎ ॥ ৪৫

৪৫। জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে রবি বা রাহু অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী মৃতবৎসা হয়। যদি চন্দ্র অথবা বুধ সপ্তম স্থানে অবস্থিতি করেন, তবে সেই নারী কেবল কন্যা প্রসব করে।

পঞ্চমস্থৌ গুরুসিতৌ বহুপুত্রযুতা ভবেৎ।
সুভগা পতিপূজ্যাসৌ গুণযুক্তা তু সর্ব্বদা ॥ ৪৬

৪৬। জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম গৃহে গুরু ও শুক্র অধিষ্ঠান করিলে সেই

নারী বহু পুত্রবতী, সৌভাগ্যশালিনী, পতির আদরনীয়া, সদ্‌গুণশালিনী ও সুব্রতা হইয়া থাকে।

মন্দে চরে চন্দ্রযুতেঽথ দৃষ্টে
শুক্রেণ লোলশ্চ পতিস্তু তস্যাঃ।
চরস্বভাবা চপলা নিতান্তং
পরস্য জাতা স্ববিবেকহীনা ॥ ৪৭

৪৭। জন্মসময়ে শনি ও চন্দ্র চররাশিতে থাকিলে আর তাহাতে শুক্রের দৃষ্টি পড়িলে সেই রমণীর ভর্ত্তা অতীব চপলস্বভাব হইয়া থাকে, সেই রমণীরা চঞ্চলা হয় আর সেই নারীকে অপরের ঔরসজাতা ও বিবেক বর্জ্জিতা বলিয়া বুঝিবে।

সমরাশিগতে চৈব সপ্তমে শুভসংযুতে।
শুভগ্রহৈস্তথা দৃষ্টে রাজপূজ্যঃ শুভঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৮

৪৮। জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহ যদি সমরাশি হয়, আর তাহাতে যদি শুভগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি দেখা যায়, তাহা হইলে সেই রমণীর স্বামী রাজ-পূজনীয় হয়।

ক্রোধান্বিতা সৌখ্যপরা সিতেন্দৌ
লগ্নস্থিতে কাঞ্চনসংযুতা চ।
বুধে কলাঢ্যা সুখভাবযুক্তা
গুণৈর্য্যুতা শুক্রগুরৌ তথৈব ॥ ৪৯

৪৯। শুক্র ও চন্দ্র যদি জন্মলগ্নে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে সেই নারী কোপনস্বভাবা, সুখমগ্না ও কাঞ্চন সম্পন্না হয়। বুধ লগ্নে

থাকিলে সেই রমণী কলাবিত্তায় পারদর্শিনী ও সুখিনী হইয়া থাকে আর যদি শুক্র ও গুরু লগ্নে অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই নারী সর্ব্বগুণে গুণবতী হয়।

যদা শশী শুক্রবুধৌ বিলগ্নে
ত্রয়োঽপি তে জীবসিতেন্দুজাঃ স্যুঃ।
অনেকধা সৌখ্যগুণাদিযুক্তা
নারীভির্দ্দাসীভিরলঙ্কৃতা সা॥ ৫০

৫০। জন্মলগ্নে চন্দ্র, শুক্র, বুধ এই গ্রহত্রয় কিংবা গুরু, শুক্র বুধ এই তিনটি গ্রহ অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই রমণী বহুবিধ সুখে সুখীনী, গুণাদি-সম্পন্না এবং দাসীজন দ্বারা বিমণ্ডিতা হইয়া কালযাপন করে।

যদা শুভাঃ ক্রূরখগা বিলগ্নাদ্-
দ্বিতীয়গঃ শোভনখেচরস্তু।
সা ভর্তুরগ্রে ম্রিয়তে চ নারী
গোসিংহকর্ম্মেন্দুগতেঽল্পপুত্রা॥ ৫১

৫১। শুভগ্রহ ও পাপগ্রহ দুই যদি জন্মলগ্নে অধিষ্ঠিত থাকে আর দ্বিতীয় গৃহে শুভগ্রহের অবস্থান হয়, তাহা হইলে পতির মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই রমণী কালগ্রাসে নিপতিত হয়, এবং চন্দ্র যদি বুধ, সিংহ ও ধনুরাশিতে অবস্থান করেন, তাহা হইলে সেই রমণী অল্পসংখ্য পুত্র প্রসব করে।

ইতি জন্মলগ্ন হইতে স্থানভেদে গ্রহবৃন্দের
স্থিতিতে নারীজাতকের ফল।

রাজমহিষীযোগ।

মূর্ত্তৌ সুরেজ্যোঽস্তগতঃ শশাঙ্কো-
ঽথবা স্ববর্গে গগনে চ শুক্রঃ।
জাতান্ত্যজানামপি মন্দিরেঽত্র
যোগে ভবেৎ পার্থিববল্লভা চ ॥ ১

১। যে নারীর জন্মলগ্নে গুরু, সপ্তমস্থানে শশাঙ্ক কিংবা দশমস্থানে শুক্র নিজ ক্ষেত্র-নবাংশাদি বর্গে অধিষ্ঠিত থাকে, সেই নারী নীচকুলজাতা হইলেও রাজরাণী হইবে।

কেন্দ্রেষু সৌম্যা যদি কল্পভাজঃ
পাপাঃ কলত্রে চ মনুষ্যরাশিঃ।
রাজ্ঞী ভবেৎ স্ত্রী বহুকোষযুক্তা
নিত্যং প্রশান্তারিসুখেন তুষ্টা ॥ ২

২। যে রমণীর জন্মসময়ে শুভগ্রহগণ কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকে, আর সপ্তম স্থলে মিথুনরাশিতে পাপগ্রহগণের অধিষ্ঠান হয়, সেই নারী সতত বহুধনে ধনবতী, শত্রুবিরহিতা, সুখভোগে পরিতুষ্টা ও রাজমহিষী হয়।

একোঽপি জীবো রসবর্গশুদ্ধঃ
কেন্দ্রে যদা চন্দ্রনিরীক্ষিতশ্চ।
রাজ্ঞী ভবেৎ স্ত্রী সুধনাত্র জাতা
বরেভমানা ইতি তঞ্চ দেশাঃ ॥ ৩

৩। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন যদি কেবলমাত্র গুরু ষড়্‌বর্গ-

শুদ্ধ ও চন্দ্রমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই নারী ধনসম্পন্না ও রাজমহিষী হইয়া হস্তি-যানে আরোহন করে।

লাভাশ্রিতঃ শীতকরো ভৃগুশ্চ
কলত্রগঃ সোমসুতেন যুক্তঃ।
জীবেন দৃষ্টঃ কুরুতেঽত্র রাজ্ঞী
লোকে স্তুতির্ব্বন্দিবরৈঃ সদৈব ॥ ৪

৪। কোন নারীর জন্মকালে লাভ স্থানে যদি চন্দ্র ও সপ্তম স্থলে বুধ সমন্বিত শুক্র এবং গুরু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে সেই নারী রাজমহিষী হইয়া স্তাবকগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সংস্তুত হইয়া থাকে।

বুধে বিলগ্নে যদি তুঙ্গসংস্থে
লাভাশ্রিতো দেবপুরোহিতশ্চ।
নরেন্দ্রপত্নী বনিতাত্র যোগে
ভবেৎ প্রসিদ্ধা ধরণীতলেঽস্মিন্ ॥ ৫

৫। যে নারীর জন্মলগ্নে বুধ তুঙ্গস্থানে অধিষ্ঠিত থাকে অর্থাৎ কন্যা-লগ্নে জন্ম হয় আর বুধ তথায় অধিষ্ঠান করে এবং একাদশ গৃহে গুরু থাকেন, সেই নারী রাজমহিষী হইয়া এই পৃথিবীতলে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়গঃ সোমসুতোঽম্বুসংস্থঃ
ষড়্বর্গশুদ্ধো যদি দেবমন্ত্রী।
মূর্ত্তৌ ভৃগুঃ পার্থিবসম্মতাঞ্চ
করোতি নারীং বহুবাজিবৃন্দাম্ ॥ ৬

৬। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন বুধ জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয়

স্থানে, ষড়্‌বর্গশুদ্ধ গুরু চতুর্থ স্থানে এবং লগ্নে শুক্র অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী বহু অশ্বসম্পত্তিশালিনী রাজমহিষী হয়।

শীর্ষোদয়ে সপ্তমগে শশাঙ্কে
চতুষ্টয়ে পাপবিবর্জ্জিতে চ।
রাজ্ঞী ভবেদ্‌ভূরিগজাশ্বযুক্তা
পতিপ্রধানা বিজিতারিপক্ষা ॥ ৭

৭। যে সময় কোন নারীর জন্ম হয়, তখন যদি লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে শীর্ষোদয় রাশিতে * চন্দ্র অধিষ্ঠিত থাকে আর কেন্দ্রে কোন পাপগ্রহ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে সেই নারী রাজমহিষী, বহু অশ্ব গজ সম্পন্না, পতিপ্রধানা এবং অরিপক্ষবিজয়িনী হয়।

ষড়্‌বর্গশুদ্ধৈস্ত্রিভিরেব রাজ্ঞী
চতুর্ভিরীশস্য তথৈবপত্নী।
পঞ্চাদিভির্দ্দেববিমানভাজা
ত্রৈলোক্যনাথপ্রমদা তথা স্যাৎ ॥ ৮

৮। যে নারীর জন্মকালে গ্রহত্রয় ষড়্‌বর্গে বিশুদ্ধ থাকে, সে রাজরাণী হয়; ঐরূপ চারিটি গ্রহ ষড়্‌বর্গে বিশুদ্ধ থাকিলে ঈশ্বর সদৃশ ব্যক্তির ভার্য্যা হয় এবং যদি পাঁচটি গ্রহ ঐরূপ ষড়বর্গে শুদ্ধ থাকে তাহা হইলে দেববিমান-বিহারিনী ইন্দ্রপত্নী হইয়া থাকে।

* শীর্ষোদয় রাশি—মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ, মীন।

তুঙ্গাশ্রিতে শীতকরে সুখস্থে
জীবেন দৃষ্টে পরিপূর্ণদেহে।
বিদ্যাধরী বাত্র ভবেৎ প্রধানা
রাজ্ঞী জিতারির্ব্বহুপুত্রপৌত্রা॥ ৯

৯। যে সময়ে কোন নারীর জন্ম হয়, তৎকালে যদি পূর্ণচন্দ্র লগ্ন হইতে চতুর্থ গৃহে স্বকীয় উচ্চ (বৃষ) রাশিতে গুরু কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী বিদ্যাধরীসমা কিংবা প্রধানা রাজ-মহিষী বহুপুত্রপৌত্রসম্পন্না ও শত্রুকুলবিজয়িনী হয়।

স্বক্ষেত্রজ্ঞঃ সোমসুতোহম্বুসংস্থঃ
ষড়্বর্গশুদ্ধঃ সুররাজমন্ত্রী।
শুক্রেণ দৃষ্টঃ প্রমদাং প্রসূতে
রাজ্ঞীং মহাশব্দসমন্বিতাং চ॥ ১০

১০। যে সময়ে বুধ স্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকে এবং গুরু ষড়্বর্গশুদ্ধ হইয়া শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তখন যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে রমণী মহারাজ্ঞী পদ প্রাপ্ত হয়।

বক্রস্তৃতীয়ে রিপুসংস্থিতো বা
ষড়্বর্গশুদ্ধো রবিজশ্চ লাভে।
স্থিরে বিলগ্নে গুরুণা চ যুক্তে
রাজ্ঞী ভবেৎ স্ত্রী পতিবল্লভা চ॥ ১১

১১। যৎকালে মঙ্গল ষড়্বর্গশুদ্ধ হইয়া তৃতীয় বা ষষ্ঠ স্থলে অধিষ্ঠিত থাকে, লাভগৃহে শনির ভবে স্থান হয় এবং স্থিররাশি লগ্ন হয় আর তাহাতে

গুরু অবস্থিত থাকেন, তৎকালে যে নারীর জন্ম হয়, সে রাজরাণী ও পতিপ্রণয়িনী হইয়া থাকে।

আয়স্থিতস্তীক্ষ্ণকরঃ সুতুঙ্গে
মূর্ত্তৌ শশাঙ্কঃ পরিপূর্ণদেহঃ।
সৌম্যোঽম্বরস্থঃ কুরুতে চ রাজ্ঞীং
পতিপ্রধানাং বহুপুত্রপৌত্রাম্॥ ১২

১২। রবি যদি আয়স্থানে সু-উচ্চে, পূর্ণচন্দ্র লগ্নে আর দশম স্থানে বুধ অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে সেই সময়ে যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে রাজমহিষী, পতিপ্রধানা ও বহুপুত্রপৌত্রসম্পন্না হয়।

ষড়্‌বর্গশুদ্ধে দিবসাধিনাথে
তৃতীয়গে সূর্য্যসুতে রিপুস্থে।
ভবেচ্চ জাতা প্রমদা কুরাজ্ঞী
ধর্ম্মপ্রধানা পতিবল্লভা চ॥ ১৩

১৩। তৃতীয় স্থলে ষড়্‌বর্গশুদ্ধ রবি এবং ষষ্ঠ স্থলে শনি অধিষ্ঠিত থাকিলে তৎকালে যে নারীর জন্ম হয়, সে রাজমহিষী, ধর্ম্মশীলা ও পতি-প্রিয়া হইয়া থাকে।

স্থিরে বিলগ্নে রসবর্গশুদ্ধে
সৌম্যেন যুক্তে ত্বথ বীক্ষিতে বা।
তুঙ্গাশ্রিতে চৈকতমেঽত্র রাজ্ঞী
বরেভবৃন্দানুগতা সদা স্যাৎ॥ ১৪

১৪। স্থিররাশি লগ্ন হইলে, ষড়্‌বর্গশুদ্ধ বুধ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিলে,

কিংবা তাহার দৃষ্টি তাহাতে পড়িলে এবং তুঙ্গস্থানে কোন একটি গ্রহ অবস্থিতি করিলে তৎকালে যে নারীর জন্ম হয়, সে রাজমহিষী হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হস্তিসম্পদে পরিবেষ্টিতা থাকে।

যস্যা বুধস্তুঙ্গগতো বিলগ্নে
লাভস্থলে দেবপুরোহিতশ্চ।
ধনেঽস্তি শুক্রো দশমে শশাঙ্কঃ
সা সার্ব্বভৌমস্য বধূর্ভবিত্রী॥ ১৫

১৫। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন লগ্নে বুধ তুঙ্গগত, গুরু একাদশে, শুক্র ধনস্থানে আর চন্দ্র দশমস্থানে অধিষ্ঠিত থাকে, তবে সেই নারী সার্ব্বভৌম নৃপতির বধূ হয়।

ইতি নারীজাতকে রাজমহিষীযোগ।

নারীজাতকে ভাবফল।

তনুভাবফল।

রবি।—মূর্ত্তৌ রবিস্তীব্রতরাং প্রসূতে
নারীং তথা তীব্ররুজা সমেতাম্।
দুষ্টস্বভাবাং সুকৃশাং কৃতঘ্নাং
পরান্নরক্তাং প্রভয়া বিহীনাম্॥ ১

১। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন লগ্নে রবি অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী তীব্রস্বভাবা, কঠিন রোগে আক্রান্তা, দুষ্টপ্রকৃতি, অত্যন্ত কৃশাঙ্গী, কৃতঘ্না, পরান্নে অনুরাগিনী ও কান্তিবিহীনা হয়।

চন্দ্র।—চন্দ্রে বিলগ্নে যদি শুক্লপক্ষে
নারীং প্রসূতেতি সুরূপগাত্রাম্।
কৃষ্ণে কৃশাঙ্গীং নিতরাং সরোগাং
বিবাদশীলাং সততং কুচেলাম্॥ ২

২। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন যদি শুক্লপক্ষ হয় ও লগ্নে চন্দ্র অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে সেই নারী সুরূপদেহা হইয়া থাকে আর যদি কৃষ্ণপক্ষে জন্ম হয়, তবে অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গী, রোগান্বিতা, কলহপরায়ণা ও সতত কুৎসিতবস্ত্রধারিনী হইয়া থাকে।

মঙ্গল।—লগ্নাশ্রিতো ভূ-তনয়ঃ প্রসূতে
নারীং মহারোগাং সুদুঃখিতাঙ্গীম্।
গতপ্রভাবাং পতিনা তিরস্কৃতাং
সুদুর্ভগাং সর্ব্বসমন্বিতাঞ্চ॥ ৩

৩। যে সময়ে কোন নারী জন্মগ্রহণ করে, তখন যদি লগ্নে মঙ্গল অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী মহারোগান্বিতা, দুঃখিতাঙ্গী, প্রভাব হীনা, পতিকর্ত্তৃক তিরস্কৃতা, দুর্ভাগিনী ও সর্ব্বসমন্বিতা হয়।

বুধ।—করোতি সৌম্যস্তনুগঃ সুরূপাং
পতিপ্রধানাং নয়ধর্ম্মযুক্তাম্।
বিশালনেত্রাং প্রচুরান্নপানাং
প্রিয়াং সদা সত্যসমন্বিতাঞ্চ॥ ৪

৪। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন যদি লগ্নে বুধ অধিষ্ঠিত থাকেন তাহা হইলে সেই নারী পতিপ্রধানা, বিনয়বতী, ধর্ম্মশীলা, বিশালনেত্রা, প্রচুর অন্নপানসম্পন্না, সকলে প্রিয়া এবং সদা সত্যনিষ্ঠাবতী হইয়া থাকে।

গুরু।—লগ্নাশ্রিতো দেবগুরুঃ প্রসূতে
স্থ

সুসত্যযুক্তাং সুমনোজ্ঞভোগাম্।
গম্ভীরবাক্যাং প্রিয়সাধুপক্ষাং
সুরূপগাত্রাং প্রমদোত্তমাঞ্চ ॥ ৫

৫। কোন রমনীর জন্মকালে লগ্নে দেবগুরু অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী সত্যানুরাগিনী, মনোজ্ঞভোগসম্পন্না গম্ভীরভাষিণী, প্রিয়জন ও সাধু-ব্যক্তির পক্ষপাতিনী, মনোহরাঙ্গী ও নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হয়।

শুক্র। লগ্নাশ্রিতো দৈত্যগুরুঃ প্রসূতে
নারীং সুকান্তাং সুভগাং বিদগ্ধাম্।
বিত্তাধিকাং দোষবিবর্জ্জিতাঙ্গীং
হতারিপক্ষাং সততং সুশীলাম্ ॥ ৬

৬। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন শুক্র লগ্নে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী সুপতির পত্নী, সুভগা, বিদগ্ধা, প্রচুর ধনবতী, নির্দ্দোষী, শত্রু-পক্ষবিজয়িনী ও সতত সুশীলা হয়।

শনি।—করোতি সৌরঃ খলু লগ্নসংস্থো
বিরূপদেহাং বনিতাং নিতান্তম্।
শ্রমাধিকাং কীর্ত্তিবিবর্জ্জিতাঙ্গীং
স্থূলাস্থিদন্তাং নয়নৈর্ব্বিহীনাম্ ॥ ৭

৭। শনি লগ্নে অবস্থিতিকালে যে নারীর জন্ম হয়, সে নিতান্ত কুৎসিতাঙ্গী, বহু পরিশ্রমনিরতা, কীর্ত্তিহীনা ও অন্ধ হয় এবং তাহার অস্থি ও দন্তপংক্তি স্থূল হইয়া থাকে।

ধনভাবফল।

রবি।—ধনাশ্রিতেঽর্কে ধনধান্যহীনাং
কঠোরবাক্যাং গতশক্তিভারাম্।
যুদ্ধপ্রিয়াং দ্বেষরতাং খলাঞ্চ
নারীং প্রসূতে গতসৌহৃদাঞ্চ॥ ১

১। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন ধনস্থানে সূর্য্য অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী ধনধান্যহীনা, কর্কশভাষিনী, শক্তিহীনা, কলহপ্রিয়া, দ্বেষপরায়ণা, ক্রূরা ও সৌহার্দ্দশূন্যা হইয়া থাকে।

চন্দ্র।—ধনাশ্রিতঃ শীতকরঃ প্রসূতে
প্রভূতবিত্তাং প্রণতাং প্রধানাম্।
ধর্ম্মানুকূলাং পতিসত্যদক্ষাং
নয়াধিকাং ব্রাহ্মণসম্মতাঞ্চ॥ ২

২। ধনস্থানে যখন চন্দ্র অবস্থিতি করেন, তখন যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে প্রচুর ধনে ধনবতী, প্রণতা, প্রধানা, ধর্ম্মানুরাগিনী, পতিব্রতা, সত্যপরায়ণা, নয়গুণান্বিতা ও ব্রাহ্মণসম্মতা হইয়া থাকে।

মঙ্গল।—ধনাশ্রিতো ভূ-তনয়ো বিশীলাং
ধনেন হীনাং কুরুতে কুকান্তাম্।
ব্যয়াধিকাং কামপরাং সরোগাং
রোগাধিকাং কেশবিবর্জ্জিতাঞ্চ॥ ৩

৩। ধনস্থানে মঙ্গল থাকিলে তৎকালে যে নারীর জন্ম হয়, সে

ধনহীনা, কুরূপা, অধিক ব্যয়শীলা, কামার্ত্তা, রোগান্বিতা, নানা পীড়ায় আক্রান্তা ও কেশহীনা হয়।

বুধ।—ধনস্থিতঃ সোমসুতঃ প্রসূতে
ধনান্বিতাং শুদ্ধিযুতাং সুরূপাম্।
নারীং দ্বিজারাধনতৎপরাঞ্চ
ক্রতুপ্রিয়াং শ্রীসহিতাং ধনাঢ্যাম্॥ ৪

৪। বুধ যখন ধনস্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন যে নারীর জন্ম হয়, সে ধনশালিনী, শুদ্ধাচারিনী, রূপবতী, দ্বিজসেবাপরায়ণা, যজ্ঞপ্রিয়া, শ্রীমতী ও ধনসম্পন্না হইয়া থাকে।

গুরু।—ধনস্থিতো দেবগুরুঃ প্রসূতে
প্রভূতবিত্তাং সুভগাং মনোজ্ঞাম্।
সুধর্ম্মিণীং নীতিপরাং প্রধানাং
গতস্পৃহাং হানিবিবর্জ্জিতাঞ্চ॥ ৫

৫। বৃহস্পতি যখন ধনস্থানে অবস্থিতি করেন, তখন যে নারীর জন্ম হয়, সে বহুধনে ধনবতী, সুভগা, মনোজ্ঞা, ধর্ম্মশীলা, নীতিপরায়ণা, শ্রেষ্ঠা, স্পৃহাহীনা ও অনিষ্টরহিতা হইয়া থাকে।

শুক্র।—শুক্রো ধনস্থঃ সধনাং প্রসূতে
বিদগ্ধচেষ্টাং প্রমদাং সুরূপাম্।
ধর্ম্মধ্বজাং ধর্ম্মপরাং সুধন্যাং
বিখ্যাতকর্ম্মাং মৃদুভাষিণীঞ্চ॥ ৬

৬। শুক্র ধনস্থানে অবস্থিতিকালে যে নারী প্রসূত হয়, সে বিদগ্ধ

চেষ্টাবতী, সুরূপা, ধর্ম্মকর্ম্মে প্রথিতা, ধর্ম্মপরায়ণা, ধন্যা, বিখ্যাতকর্ম্মা ও মৃদুভাষিণী হইয়া থাকে।

শনি।—ধনস্থিতঃ সূর্য্যসুতঃ প্রসূতে
ধনেন হীনাং বনিতাং নিরস্তাম্।
সদাভিভূতাং প্রণয়েন হীনাং
নৃশংসভাষাং নয়সঙ্কুচাঞ্চ॥ ৭

৭। ধনস্থানে শনির অবস্থিতিকালে যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে া, আলস্যের বশীভূতা, সর্ব্বদা অন্যমনস্কা, প্রণয়হীনা, কর্কশভাষিণী ও নয়গুণ বর্জ্জিতা হয়।

ইতি ধনভাবফল

ভ্রাতৃভাবফল।

রবি—তৃতীয়গস্তীক্ষ্ণকরঃ প্রসূতে
সুখেন যুক্তাং বনিতাং সদৈব।
সরোগদেহাং সুখরূপবক্ত্রাং
বিশালবক্ষাং জনিতাং নিতান্তম্॥ ১

১। যখন সূর্য্য ভ্রাতৃস্থানে অবস্থিতি করেন, তখন যে নারীর জন্ম হয়, সে সর্ব্বদা সুখিনী, রুগ্নদেহা আনন্দ ও সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক বদনসম্পন্ন ও বিশালবক্ষা হইয়া থাকে।

চন্দ্র।—চন্দ্রস্তৃতীয়ে কফবাতসারাং
নারীং প্রসূতেতি কঠোরবাক্যাম্।
কুসংস্কৃতাং নীতিবিবর্জ্জিতাঞ্চ
স্বভাবদুষ্টাং কৃপণাং কৃতঘ্নাম্॥ ২

২। ভ্রাতৃস্থানে যখন চন্দ্রের অবস্থিতি হয়, তখন যে নারী জন্মগ্রহণ করে সে কফবাতপ্রকৃতি, কর্কশভাষিণী, কুসংস্কারাপন্না, নীতিহীনা, স্বভাবতঃ দুষ্টা, কৃপণা ও কৃতঘ্না হইয়া থাকে।

মঙ্গল।—তৃতীয়সংস্থঃ কুরুতে মহীজো
নারীং নিতান্তং সুভগাং সুশান্তাম্।
বন্ধুপ্রিয়াং সাধুরতাং প্রশস্তাং
বিহীনরোগাং প্রথিতপ্রভাবাম্॥ ৩

৩। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন যদি লগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ ভ্রাতৃগৃহে মঙ্গল অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে সেই নারী অতীব সৌভাগ্যবতী, শান্তপ্রকৃতি, বন্ধুপ্রিয়া, সাধুজনের প্রতি অনুরতা, প্রশংসার্হা, রোগহীনা ও প্রথিত প্রভাবা হয়।

বুধ।—তৃতীয়গঃ সোমসুতো ধনাঢ্যাং
দেবদ্বিজারাধনতৎপরাঞ্চ।
নারীং প্রসূতে সুতমানভাজাং
জানুতুল্যাং প্রভুতা সমেতাম্॥ ৪

৪। বুধ যদি জন্মকালে ভ্রাতৃগৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে সেই নারী ধনবতী, দেববিপ্রের আরাধনায় নিরতা, পুত্রবতী, সম্মানিতা ও প্রভুত্বের অধিকারিণী হয়।

গুরু।—তৃতীয়সংস্থঃ কুরুতে সুরেজ্যো
নারীং নিতান্তং বিহিতপ্রভাবাম্।
সুদোষযুক্তাং গুরুতাবিহীনাং
বিবর্জ্জিতাঙ্গীং সরোগৈঃ * সদৈব॥ ৫

৫। যখন কোন নারী ভূমিষ্ঠা হয়, তখন বৃহস্পতি ভ্রাতৃগৃহে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী নিতান্ত প্রভাবশালিনী, দোষযুক্তা, গুরুত্বহীনা, সর্ব্বদা রোগাদি দ্বারা বিবর্জ্জিতাঙ্গী অর্থাৎ কৃশাঙ্গী হয়।

শুক্র।—তৃতীয়গো দৈত্যগুরুঃ প্রসূতে
নারীং দরিদ্রাং দ্রুতবন্ধুবর্গাম্।
বিহীনশোকাং পতিনা বিমুক্তাং
সুনিষ্ঠুরাং গদগদভাষিণীঞ্চ॥ ৬

৬। কোন নারীর জন্মকালে শুক্র ভ্রাতৃস্থানে থাকিলে সেই নারী দরিদ্রা, বন্ধুবর্গহীনা, শোকরহিতা, পতিকর্ত্তৃক ত্যক্তা, নিষ্ঠুরা ও গদ্গদ-ভাষিণী হয়।

শনি।—তৃতীয়সংস্থো রবিজঃ প্রসূতে
দক্ষাং প্রধানাং বনিতাং সুধন্যাম্।
বহুপ্রজাং ত্রাণবিধানশক্তাং
প্রশংসিতাং সাধুজনেন নিত্যম্॥ ৭

* নিধনৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

৭। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন শনি ভ্রাতৃগৃহে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী সর্ব্বকার্য্যে দক্ষা, প্রধানা, ধন্যবাদের পাত্রী, বহুপুত্রবতী, বিপদে বিপন্নের পরিত্রাণে সমর্থা, ও সাধুজন কর্তৃক প্রশংসিতা হয়।

ইতি ভ্রাতৃভাব ফল।

বন্ধুভাবফল।

রবি।—চতুর্থগস্তীক্ষ্ণতরঃ প্রসূতে
সৌখ্যেন হীনাং বনিতাং সদৈব।
সরোগদেহাং বিকরালদংষ্ট্রাং
প্রভাবিহীনাং জনতাপবিদ্ধাম্॥ ১

১। যে নারীর জন্মকালীন লগ্ন হইতে চতুর্থ গৃহে অর্থাৎ বন্ধুস্থানে রবি অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী সুখহীনা, সর্ব্বদা রুগ্নদেহা, করালদন্ত-ধারিণী, প্রভাহীনা এবং লোককৃত সন্তাপে বিদ্ধ হয়।

চন্দ্র।—চন্দ্রঃ সুখস্থো বহুসৌখ্যযুক্তাং
নারীং প্রসূতেঽদ্ভুতভূষণাঞ্চ।
স্থিরস্বভাবাং শ্রুতসর্ব্বভৃত্যাং
ভোগাধিকাং দেবগুরুপ্রভক্তাম্॥ ২

২। যে নারীর জন্মকালে চন্দ্র বন্ধুগৃহে অবস্থান করেন, সেই নারী বহুবিধ সুখের ভাগিনী, বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, স্থিরস্বভাবা, অধিক ভোগসম্পন্না ও দেবগুরুভক্তা হয় এবং সে যে সকল কার্য্য করে, তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করে।

মঙ্গল।—চতুর্থগো ভূতনয়ঃ প্রসূতে
নারীং হতাশাং হতকর্ম্মকৃত্যাম্।
সৌখ্যেন হীনাং বিধবাং বিশালাং
জনৈর্নিরক্তাং সততং সরোষাম্॥ ৩

৩। যে নারীর জন্ম সময়ে মঙ্গল চতুর্থ গৃহে অর্থাৎ বন্ধুস্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারীর কোন আশাই ফলবতী হয় না, তাহার সকল কার্য্য বিফল হয়; সে সুখহীনা, বিধবা, ব্যাপিকা, সকল লোকের অননুরাগিণী ও সর্ব্বদা রোষশীলা হয়।

বুধ।—সৌম্যঃ সুখস্থঃ সুসুখাং প্রসূতে
যুতাং প্রভূতৈঃ সুজনৈঃ সুভৃত্যৈঃ।
দেবদ্বিজারাধনতৎপরাঞ্চ
প্রখ্যাতবংশাং প্রিয়ধর্ম্মবর্গাম্॥ ৪

৪। যে নারীর জন্মকালে বুধ বন্ধুগৃহে অধিষ্ঠান করেন, সেই নারী পরম সুখভাগিনী, বহু সুজন ও ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিতা, দেবদ্বিজসেবাপরায়ণা, প্রসিদ্ধবংশা ও ধর্ম্মপ্রিয়া হয়।

গুরু।—চতুর্থসংস্থঃ কুরুতে সুরেজ্যো
নারীং সুখাঢ্যাং প্রভূতান্নপানাম্।
প্রভূতভৃত্যাভরণাং প্রসিদ্ধাং
সুপূজিতাঙ্গীং গুণগৌরবাঞ্চ॥ ৫

৫। যে নারীর জন্মকালে বৃহস্পতি চতুর্থ স্থানে (বন্ধু গৃহে) অধিষ্ঠান করেন, সেই নারী সুখভাগিনী, প্রচুর অন্নপানীয় সম্পন্না, অসংখ্য ভৃত্য ও অলঙ্কারে মণ্ডিতা, প্রসিদ্ধা ও গুণগৌরবে বিভূষিতা হয় এবং তাহার অঙ্গযষ্টি দর্শনে সকলেই সম্মান প্রদর্শন করে।

শুক্র।—সুখাশ্রিতো দৈত্যগুরুঃ প্রসূতে
প্রভূতসৌখ্যাং বনিতাং ধনাঢ্যাম্।
বিলাসশীলাং প্রিয়ধর্ম্মকৃত্যাং
জিতেন্দ্রিয়াং বংশবিভূষণাঞ্চ॥ ৬

৬। যে নারীর জন্মকালে শুক্র বন্ধুগৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী অশেষ সুখের ভাগিনী, ধনবতী, বিলাসশীলা, ধর্ম্মকর্ম্মপ্রিয়া, জিতেন্দ্রিয়া ও বংশের অলঙ্কার স্বরূপা হইয়া থাকে।

শনি।—করোতি মন্দঃ সুখগঃ কুসৌখ্যাং
মতিপ্রহীনাং বনিতাং কৃতঘ্নাম্।
চঞ্চলস্বভাবাং বিত্তৈর্ব্বিহীনাং
সদা হিতাং নীচসমাগমেন॥ ৭

৭। কোন নারীর জন্মগ্রহণকালে শনি লগ্ন হইতে চতুর্থগৃহে বন্ধুস্থানে বিদ্যমান থাকিলে সেই নারী সুখহীনা, বুদ্ধিহীনা, কৃতঘ্না, চঞ্চল প্রকৃতি, ধনহীনা ও সর্ব্বদা নীচসমাগমে আসক্তা হয়।

ইতি বন্ধুভাবফল।

পুত্রভাবফল।

রবি।—সুতাশ্রিতঃ স্বল্পসুতাং প্রসূতে
নারীং প্রধানাং ব্রতসংযুতাঞ্চ।
স্থূলাস্যদন্তাং পিতৃমাতৃভক্তাং
প্রিয়ংবদাং ব্রাহ্মণসম্মতাঞ্চ॥ ১

১। যে নারীর জন্মকালে সূর্য্য পুত্রস্থানে অবস্থিতি করেন, সেই নারী শ্রেষ্ঠা, ব্রতচারিণী, স্থূলমুখী, স্থূলদন্তা, পিতৃমাতৃভক্তিমতী, প্রিয়ভাষিণী এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিতা হয়।

চন্দ্র।—সুতাশ্রিতঃ শীতকরঃ সুপুত্রাং
করোতি নারীং গুণগৌরবাঢ্যাম্।
প্রভূতকৃত্যাং সুখসত্যযুক্তাং
সুসংযুক্তাং ভর্ত্তৃবশাং সুরূপাম্ ॥ ২

২। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন চন্দ্র (লগ্ন হইতে) পঞ্চম গৃহে সুতস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী সুপুত্রবতী, গুণগৌরবসম্পন্না, বহুসুকর্ম্মকারিণী, সুখিনী, সত্যপরায়ণা, সুসংযতা, পতির বশীভূতা হয়।

মঙ্গল।—সুতাশ্রিতো ভূতনয়ঃ প্রসূতে
নারীং কুপুত্রাং ত্রপয়া বিহীনাম্।
কুসম্মতাং পাপকথানুরক্তাং
সুতেন হীনাং হতবন্ধুবর্গাম্ ॥ ৩

৩। কোন নারীর জন্মকালে মঙ্গল পুত্রস্থানে অধিষ্ঠান করিলে সেই নারী কুপুত্রবতী, লজ্জাহীনা, কুসম্মতা, পাপকথায় অনুরাগিণী, পুত্রহীনা ও বন্ধুজনবর্জ্জিতা হয়।

বুধ।—সুতস্থিতঃ সোমসুতোঽল্পপুত্রাং
স্বল্পান্নবিত্তাং কলহপ্রিয়াঞ্চ।
বৃথাটনাং গর্হিতসর্ব্বকৃত্যাং
লক্ষ্ম্যা বিহীনাং হতসাধুপক্ষাম্ ॥ ৪

৪। যে নারীর জন্মকালে বুধ সুতস্থানে অবস্থিতি করেন, সে রমণী অল্পসংখ্যক-পুত্রের জননী, স্বল্পমাত্র অন্নবিত্তসম্পন্না, কলহপ্রিয়া, বৃথা ভ্রমণ-কারিণী, গর্হিত কার্য্যে নিরতা, লক্ষ্মীহীনা ও সাধুজনসঙ্গবর্জ্জিতা হয়।

গুরু।—সুতস্থিতো দেবগুরুঃ সুপুত্রাং
নারীং প্রসূতে হতপাপকৃত্যাম্।
সদানুকূলাং ব্রতধর্ম্মদক্ষাং
সত্যাত্মিকাং রম্যসভাসুভাব্যাম্॥ ৫

৫। কোন নারীর জন্মকালে যদি বৃহস্পতি সুতস্থানে অবস্থান করেন, তবে সেই রমণী সুপুত্রবতী, পাপহীনা, সদা সকলের প্রতি অনুকূলা, ব্রতধর্ম্মাচরণে দক্ষা, সত্যাত্মিকা ও রম্যসভাস্থলে মাননীয়া হয়।

শুক্র।—করোতি শুক্রঃ পঞ্চমস্থো
নারীং সমৃদ্ধাং বহুকন্যকাভ্যাম্।
রম্যানুকারাং খলসঙ্গহীনাং
নিত্যং প্রধানাং নিজবংশমধ্যে॥ ৬

৬। যে নারীর জন্মকালে শুক্র পঞ্চমগৃহে (সুতস্থানে) অবস্থিতি করেন, সেই নারী সমৃদ্ধিশালিনী, বহুকন্যাবতী, উত্তমকর্ম্মের অনুসারিণী, সদা খলসংসর্গহীনা এবং নিজ বংশ মধ্যে প্রধানা হয়।

শনি।—সুতাশ্রিতো ভাস্করজো বিপুলাং
নারীং প্রসূতে ঘৃণয়া বিহীনাম্।
প্রভূতদর্পাং গণিকানুকারাং
বিবর্জ্জিতাং সাধুসমাগমেন॥ ৭

৭। কোন নারীর জন্মকালে যদি শনি পুত্রস্থানে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সেই নারী ঘৃণাবিহীনা, অতিদর্পান্বিতা, বেশ্যার ন্যায় অনুকারিণী এবং সাধুসঙ্গবিহীনা হয়।

ইতি পুত্রভাবফল।

রিপুভাবফল।

রবি। ষষ্ঠে দিনেশঃ কুরুতে প্রগল্‌ভাং
হতারিপক্ষাং বনিতাভিদক্ষাম্।
প্রশান্তচর্য্যাং প্রিয়ধর্ম্মকৃত্যাং
ধর্ম্মানুরক্তাং সুভগাং সুরূপাম্॥ ১

১। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন যদি সূর্য্য ষষ্ঠগৃহে রিপুস্থানে অবস্থান করেন, তাহা হইলে সেই নারী প্রগল্‌ভা, হতশত্রু, কার্য্যদক্ষা, শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্মকর্ম্মপ্রিয়া, ধর্ম্মানুরাগিণী, সৌভাগ্যবতী ও সুরূপা হয়।

চন্দ্র।—চন্দ্রোঽরিসংস্থঃ কুরুতেঽল্পবিত্তাং
প্রভূতবৈরাং বিনয়েন হীনাম্।
চলস্বভাবাং ক্ষতসর্ব্বগাত্রাং
রোগাভিভূতাং তনুতাসমেতাম্॥ ২

২। যে নারীর জন্মকালে চন্দ্র রিপুগৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী অল্পধনসম্পন্না, বহুশত্রুবেষ্টিতা, বিনয়হীনা, চঞ্চলপ্রকৃতি, সর্ব্বগাত্রে ক্ষতধারিণী, রোগাভিভূতা ও কৃশাঙ্গী হইয়া থাকে।

মঙ্গল।—রিপুস্থিতো ভূতনয়ঃ প্রসূতে
নারীং সনাথাং হতশত্রুপক্ষাম্।
প্রভূতকোষাং স্বজনানুরক্তাং
বিদ্যাধিকাং রোগবিবর্জ্জিতাঞ্চ ॥ ৩

৩। যে নারীর জন্মকালে মঙ্গল রিপুস্থানে অধিষ্ঠান করেন, সে রমণী পতিবতী হয়, তাহার শত্রুপক্ষ বিনাশ পায়, সে ভূরিধনে ধনবতী স্বজনানুরাগিণী, বিদ্যাবতী ও রোগহীনা হয়।

বুধ।—সৌম্যারিসংস্থো হতশত্রুপক্ষাং
নারীং প্রসূতে সুদয়াসমেতাম্।
গতায়ুষাং তীব্রকরাং সুকায়াং
পরোপকারব্যসনাভিভূতাম্ ॥ ৪

৪। যে রমণীর জন্মকালে বুধ শত্রুস্থানে অবস্থান করেন, সেই নারীর শত্রুপক্ষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সে দয়াবতী, দীর্ঘজীবিনী, 'তীব্রকান্তি সুগঠিতদেহা এবং পরোপকার ও ব্যসনে নিরতা থাকে।

গুরু।—জীবোরিসংস্থে বহুশত্রুপক্ষাং
নারীং সুধত্তে নয়সংযুতাঞ্চ।
বহ্বাপদাং ত্রাসসমন্বিতাঙ্গীং
প্রধানকৃত্যাং কৃতকোপচারাম্ ॥ ৫

৫। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন যদি বৃহস্পতি শত্রুগৃহে অবস্থান করেন, তাহা হইলে সেই নারীর অসংখ্য শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হয়;

সেই রমণী নয়গুণান্বিনা, বহু বিপদে বিপন্না, সর্ব্বদা ভীতিকম্পিতাঙ্গী, মহৎ কার্য্যে নীরতা ও কোপবতী হইয়া থাকে।

শুক্র। শুক্রোঽরিসংস্থঃ প্রকরোতি নারী
মীর্ষাপ্রধানাং বহুকোপযুক্তাম্।
তীব্রস্বভাবাং বিজিতারিপক্ষাং
সদা নিরস্তাং পতিপুত্রবর্গৈঃ॥ ৬

৬। যে নারীর জন্মকালে শুক্র অরিগৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী ঈর্ষাবতী, মহাকোপনপ্রকৃতি, তীব্রস্বভাবা, শত্রুপক্ষবিজয়িনী এবং সর্ব্বদা পতিপুত্রাদি কর্তৃক নিরস্তা হয়।

শনি। মন্দোঽরিসংস্থঃ কুরুতেঽতিমন্দাং
নারীং প্রধানাং তনয়ৈঃ সমেতাম্।
প্রভূতবস্ত্রাভরণৈঃ সমেতাং
গুণানুরক্তাং সুতবল্লভাঞ্চ॥ ৩

৭। যে নারীর জন্মকালে শনি শুক্রগৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী শ্রেষ্ঠা, পুত্রগণে পরিবৃতা, প্রচুর বস্ত্রালঙ্কার সম্পন্না, গুণানুরাগিণী ও পুত্রবৎসলা হয়।

ইতি শত্রুভাবফল।

সপ্তমভাবফল।

রবি।—সূর্য্যাস্তসংস্থে পতিনা বিমুক্তাং
নারীং তথা সর্ব্বসুখৈর্ব্বিযুক্তাম্।
সদৈব রৌদ্রপ্রণয়েন হীনাং
কফাশ্রয়াং কিল্বিষিণীং কুরূপাম্॥ ৭

১। সপ্তমগৃহে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে যে নারীর জন্ম হয়, সে পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, সর্ব্বপ্রকার সুখভোগে বর্জ্জিতা, প্রণয়হীনা, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, পাপীয়সী ও কুরূপা হইয়া থাকে।

চন্দ্র। চন্দ্রোঽস্তসংস্থঃ কুরুতে বিদগ্ধাং
পতিপ্রিয়াং ধর্ম্মবিবেকযুক্তাম্।
সুচারুবাচাং বিভবৈঃ সমেতাং
তেজোঽন্বিতাং শৌচসমন্বিতাঞ্চ॥ ২

২। সপ্তমগৃহে চন্দ্রের অবস্থানকালে যে নারীর জন্ম হয়, সে বিদগ্ধা পতির প্রিয়পাত্রী, ধর্ম্মশীলা, বিবেকবতী, চারুভাষিণী, বিভবশালিনী, তেজস্বিনী ও শৌচপরায়ণা হইয়া থাকে।

মঙ্গল।—অস্তস্থিতো বৈ ধরণীসুতস্তু
বাল্যে প্রসূতে বিধবাং চ নারীম্।
দুষ্টস্বভাবাং বিভবেন হীনাং
সুকুৎসিতাঙ্গীং গুণবর্জ্জিতাঞ্চ॥ ৩

৩। সপ্তমস্থানে মঙ্গলের অবস্থিতিকালে যে-নারীর জন্ম হয় সে

বালবিধবা, দুষ্টচরিত্রা, বিভবহীনা, অত্যন্ত কুৎসিতাঙ্গী ও গুণহীনা হইয়া থাকে।

বুধ। সৌম্যঃ কলত্রপ্রবরাং বিদগ্ধাং
শাস্ত্রানুরক্তাং শুভকর্ত্তৃকাঞ্চ।
করোতি নারীং নিয়মৈরুপেতাং
শুভপ্রভাবাং প্রণয়ান্বিতাঞ্চ ॥ ৪

৪। সপ্তমগৃহে বুধের অবস্থানকালে যে নারী ভূমিষ্ঠ হয়, সে নারী শ্রেষ্ঠা, বিদগ্ধা, শাস্ত্রানুরক্তা, শুভকার্য্যসাধিনী, নিয়মসংযুক্তা, শুভপ্রভাবা ও প্রণয়বতী হইয়া থাকে।

গুরু।—কলত্রগো দেবগুরুঃ প্রসূতে
সুভাবযুক্তাং প্রমদাং সুপুণ্যাম্।
জ্ঞানানুরক্তাং বহুশত্রুপক্ষাং
পতিপ্রিয়াং কীর্ত্তিসমন্বিতাঞ্চ ॥ ৫

৫। কলত্রগৃহে দেবগুরুর অবস্থানকালে যে নারী জন্মগ্রহণ করে, সে সুভাবসম্পন্না, পুণ্যবতী, জ্ঞানানুরাগিণী, বহুশত্রুবিশিষ্টা, পতিপ্রিয়া ও কীর্ত্তিমতী হয়।

শুক্র।—কলত্রগো দৈত্যগুরুঃ প্রসূতে
নারীং প্রভূতদ্রবিণপ্রভাবাম্।
পতিপ্রিয়াং শাস্ত্ররতাং প্রগল্ভাং
হিতাং দ্বিজানাং জনবল্লভাঞ্চ ॥ ৬

৬। কলত্রগৃহে শুক্রের অবস্থানকালে যে নারীর জন্ম হয়, সে প্রভূত

ঐশ্বর্য্যশালিনী, ভূরিপ্রভাবা, পতির প্রিয়তমা, শাস্ত্রানুরক্তা প্রগল্‌ভা, ব্রাহ্মণহিতৈষিণী ও সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়া থাকে।

শনি।—সৌরোঽস্তসংস্থো বিধবাং প্রসূতে
বিবর্জ্জিতাং বা বনিতাং সদৈব।
রোগাধিকাং পানপরাং কুমিত্রাং
প্রভূতদোষাং বহুকূটভাজাম্‌॥ ৭

৭। সপ্তমগৃহে শনির অবস্থানকালে যে নারীর জন্ম হয়, সে বিধবা বা পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, সর্ব্বদা রোগে আক্রান্তা, পানদোষবিশিষ্টা, সুমিত্রসম্পন্না, বহুদোষযুক্তা ও নানাপ্রকার কূটকর্ম্মপরায়ণা হইয়া থাকে।

ইতি সপ্তমভাবফল।

নিধনভাবফল।

রবি।—স্থানেঽষ্টমে বাসরগঃ প্রসূতে
দারিদ্র্যদুঃখান্বিতবন্ধুগোত্রাম্‌।
নারীং কুকর্ম্মান্বিতসর্ব্বকৃত্যাং
বিষাদযুক্তাং ক্ষতজার্দ্দিতাঙ্গীম্‌॥ ১

১। অষ্টমস্থানে (নিধনগৃহে) যখন সূর্য্য অবস্থিতি করেন, তখন যে নারীর জন্ম হয়, সে দরিদ্রা দুঃখিনী, বন্ধুগোত্রসম্পন্না, কুকর্ম্মান্বিতা, বিষাদিনী হয় এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্র। চন্দ্রোঽষ্টমস্থঃ কুরুতে নৃশংসাং
নারীং কুনেত্রাং কুকুচাং ভগাঞ্চ।
বিহীনবেশাভরণাং সরোষাং
নিতান্তমত্যদ্ভুতগর্হণাঞ্চ ॥ ২

২। যখন কোন নারী জন্মগ্রহণ করে, তখন চন্দ্র অষ্টমস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী নৃশংসা, কুৎসিতলোচনা, কুৎসিত স্তন ও যোনিবিশিষ্টা, বেশালঙ্কারবিহীনা, অত্যন্তকোপনস্বভাবা এবং অদ্ভুতভাবে নিন্দনীয়া হয়।

মঙ্গল।—মৃত্যুস্থিতো ভূতনয়ঃ প্রসূতে
প্রভূতরোগাং সুকৃশাং বিনাথাম্।
দারিদ্র্যদুঃখক্ষতশোকভাজাং
হিংসাধিকাং কান্তিবিবর্জ্জিতাঞ্চ ॥ ৩

৩। যখন কোন নারী জন্মগ্রহণ করে, তখন যদি মঙ্গল মৃত্যুগৃহে (অষ্টমস্থানে) অধিষ্ঠিত থাকেন তবে সেই নারী নানারূপ রোগে আক্রা, অত্যন্ত কৃশাঙ্গী, অনাথা, দারিদ্র্যদুঃখান্বিতা, ক্ষতরোগিনী, শোকভাগিনী, অত্যন্ত হিংসাপরায়ণা ও কান্তিহীনা হইয়া থাকে।

বুধ।—মৃত্যুস্থিতঃ সোমসুতঃ কৃতঘ্নাং
নারীং প্রসূতে বিগতাভিমানাম্।
নিরস্তধর্ম্মাং জনসংবিরুদ্ধাং
সদাতুরাং ভীতিসমন্বিতাঞ্চ ॥

৪ যখন কোন নারী ভূমিষ্ঠ হয়, তখন নিধনস্থানে বুধ অধিষ্ঠিত

থাকিলে সেই নারী কৃতয়া, অভিমানহীনা, ধর্ম্মবর্জ্জিতা, সকলের প্রতিকূলা, সর্ব্বদা রোগাক্রান্তা ও ভীতিবিহ্বলা হয়।

গুরু।—জীবোঽষ্টমস্থঃ কুরুতেঽল্পসত্যাং
নারীং বিশালাং পতিনা বিযুক্তাম্।
শূলাঙ্ঘ্রিহস্তাং ব্যসনপ্রধানাং
চক্রাশনাং রোগসমন্বিতাঞ্চ ॥ ৫

৫। কোন নারীর জন্মগ্রহণকালে গুরু অষ্টমস্থানে থাকিলে সেই রমণী অল্পমাত্র সত্যভাষিণী, ব্যাপিকা, পতি কর্ত্তৃক বিযুক্তা হয়; তাহার অঙ্ঘ্রি ও হস্ত স্থূলবৎ দৃষ্ট হয়; সে ব্যসনে আসক্তা হইয়া থাকে এবং চক্রে বসিয়া আহার করে ও রোগাক্রান্তা হয়।

শুক্র।—শুক্রোঽষ্টমস্থঃ কুরুতে প্রমত্তাং
বিষাদভাজাং বিভবৈর্ব্বিযুক্তাম্।
দয়াবিহীনাং পরবঞ্চনার্ত্তাং
কুকেলিনীং ধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঞ্চ ॥ ৬

৬। কোন নারীর জন্মকালে শুক্র অষ্টমস্থানে থাকিলে সেই রমণী প্রমত্তা, বিষাদভাগিণী, বিভবহীনা, নির্দ্দয়া পরবঞ্চনায় ব্যাকুলা, কুমন্ত্রধারিণী ও ধর্ম্মহীনা হইয়া থাকে।

শনি।—স্থানেঽষ্টমে সূর্য্যসুতঃ প্রসূতে
নারীং প্রদগ্ধাং নিজকর্ম্মদোষৈঃ।
দুষ্টস্বভাবাং গতধর্ম্মসত্যাং
মলিম্লুচাং বঞ্চনতৎপরাঞ্চ ॥ ৭

৭। কোন নারীর জন্মগ্রহণকালে শনি অষ্টমস্থানে থাকিলে সেই নারী নিজ কর্ম্মদোষে দগ্ধবিদগ্ধ হয়; সে দুশ্চরিত্রা, ধর্ম্ম ও সত্যহীনা, কলুষ-পঙ্কিলা ও বঞ্চনাপরায়ণা হইয়া থাকে।

ইতি নিধনভাবফল।

ধর্ম্মভাবফল।

রবি।—ধর্ম্মস্থিতো বাসরগঃ প্রসূতে
নারীং কুধর্ম্মাং প্রিয়সাহসাঞ্চ।
ভাগ্যৈর্ব্বিহীনাং বহুশত্রুপক্ষাং
প্রভূতরোষাং বিভবৈর্ব্বিহীনাম্॥ ১

১। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন যদি সূর্য্য ধর্ম্মস্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন তাহা হইলে সেই নারী ধর্ম্মহীনা, সাহসপ্রিয়া, ভাগ্যহীনা অতীব কোপনস্বভাবা ও বিভবহীনা হয় এবং তাহার অনেক শত্রু হইয়া থাকে।

চন্দ্র।—ধর্ম্মাশ্রিতঃ শীতকরঃ প্রসূতে
প্রভূতধর্ম্মাং বনিতাং সুমধ্যাম্।
ভোগাধিকাং কল্পতমাং মনোজ্ঞাং
সুভৃত্যপুত্রাঞ্চ সুভূরিসৌখ্যাম্॥ ২

২। কোন নারীর জন্মকালে ধর্ম্মস্থানে চন্দ্রের অধিষ্ঠান থাকিলে সেই নারী অতীব ধর্ম্মশীলা, ক্ষীণকটিশোভিনী, বহু ভোগসম্পন্না, কল্পতরু সদৃশ দানশীলা, মনোমোহিনী, উত্তম ভৃত্য ও পুত্রে পরিবেষ্টিতা এবং অশেষ সুখভাগিনী হইয়া থাকে।

মঙ্গল। ধর্ম্মাশ্রিতো ভূতনয়ো বিধর্ম্মাং
করোতি নারীং সুমুখাং সুরোগাম্।
ভাগ্যৈর্ব্বিহীনাং সুজনৈর্নিরস্তাং
প্রিয়ামিষাং পানপরাং সদৈব ॥ ৩

৩। যখন কোন নারী জন্মগ্রহণ করে, তখন মঙ্গল ধর্ম্মস্থানে থাকিলে সেই নারী ধর্ম্মহীনা, সুবদনী, রোগান্বিতা, ভাগ্যহীনা, সজ্জন কর্তৃক পরিত্যক্তা, আমিষপ্রিয়া ও সর্ব্বদা পানদোষরতা হয়।

বুধ। ধর্ম্মাশ্রিতঃ সোমসুতঃ সধর্ম্মাং
ধন্যাং প্রসূতে বনিতাং বিনীতাম্।
ভাগ্যাধিকাং কীর্ত্তিপরাং সুদক্ষাং
ক্ষমাধিকাং সত্যসমন্বিতাঞ্চ ॥ ৪

৪। যে নারীর জন্মকালে বুধ ধর্ম্মস্থানে অবস্থান করেন, সেই নারী ধর্ম্মশীলা, প্রশংসার্হা, বিনীতা, সৌভাগ্যশালিনী, যশস্বিনী, কার্য্যদক্ষা, সমধিক ক্ষমাগুণবতী ও সত্যপরায়ণা হয়।

গুরু।—ভাগ্যস্থজীবোঽমরসত্যরক্তাং
তড়াগকৃত্যোচ্চয়কৃত্যতুষ্টাম্।
রম্যাং প্রশান্তাং দ্বিজভক্তিযুক্তাং
মহাধনাং তাং স্বজনানুরক্তাম্ ॥ ৫

৫। যে নারীর জন্মকালে বৃহস্পতি ধর্ম্মস্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী দেবতার প্রতি ও সত্যের প্রতি অনুরাগিণী হয়; তড়াগপ্রতিষ্ঠাদি মহৎকার্য্য করিয়া সে পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকে এবং সে রমনীয় দর্শনা, শান্তশীলা, দ্বিজভক্তিমতী, ধনবতী ও স্বজনানুরক্তা হইয়া থাকে।

শুক্র।—ধর্ম্মাশ্রিতো ধর্ম্মপরাং প্রসূতে
শুক্রঃ শুভাস্যাং বনিতাঞ্চ লোকে।
নানার্থবস্ত্রাশ্রয়ভোজনাঢ্যাং
সুপুষ্টচিত্তাং পুরুষানুকারাম্ ॥ ৬

৬। যে নারীর জন্মকালে শুক্র ধর্ম্মস্থানে অবস্থান করেন, সেই রমণীর বদনমণ্ডল সুশোভন হয়; সে অর্থ, বস্ত্র, গৃহ ও ভক্ষ্যদ্রব্যে সুসম্পন্না হইয়া থাকে; তাহার চিত্ত সদা পরিতুষ্ট থাকে এবং সেই নারী পুরুষের অনুকারিণী হয়।

শনি।—ধর্ম্মাশ্রিতঃ সূর্য্যসুতঃ প্রসূতে
কুকর্ম্মরক্তাং বনিতাং সদৈব।
ব্যয়াধিকাং লুব্ধসুহৃৎসমেতাং
বিদ্যাবিহীনাং ন নতাং কদাচিৎ ॥ ৭

৭। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন শনি ধর্ম্মস্থানে থাকিলে সেই নারী সদা কুকর্ম্মে অনুরাগিণী, অধিক ব্যয়শীলা, লোভী বন্ধুবর্গে পরিবৃতা, বিদ্যাবিহীনা হয় এবং সে কদাচ বিনতা হয় না।

ইতি ধর্ম্মভাবফল।

কর্ম্মভাবফল।

রবি।—কর্ম্মাশ্রিতো বাসরগঃ প্রসূতে
কুকর্ম্মরক্তাং বনিতাং সদৈব।
প্রভাবহীনাং শিথিলাং স্বপত্যৌ
স্বভাবকৃষ্ণাত্যধিকাঞ্চ নিতান্তম্॥ ১

১। যে নারীর জন্মকালে সূর্য্য কর্ম্মস্থানে অধিষ্ঠান করেন, সে নারী সর্ব্বদা কুকার্য্যে অনুরক্তা, প্রভাবহীনা, স্বীয় পতির প্রতি শিথিলযত্নবতী এবং স্বভাবতঃ নিতান্ত মলিনচিত্তা হইয়া থাকে।

চন্দ্র।—কর্ম্মাশ্রিতঃ শীতকরঃ প্রসূতে
প্রভূতহেমদ্রবিণপ্রসিদ্ধাম্।
নারীং নিরীহাং কুলসর্ব্বমুখ্যাং
ত্যাগান্বিতাং পুণ্যপরাং সুসত্যাম্॥ ২

২। যে নারীর জন্মকালে চন্দ্র কর্ম্মস্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী প্রভূত স্বর্ণ রত্নের অধিকারিণী হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং সে নিরীহা, বংশের শ্রেষ্ঠা, ত্যাগশীলা, পুণ্যবতী ও সত্যপরায়ণা হয়।

মঙ্গল।—কর্ম্মাশ্রিতো ভূতনয়ঃ প্রসূতে
নারীং কুকর্ম্মপ্রবণাং কুভাবাম্।
শীলেন হীনাং নিরতাং বিধর্ম্মে
লজ্জাবিহীনাং মতিবর্জ্জিতাঞ্চ॥ ৩

৩। যে নারীর জন্মকালে মঙ্গল কর্ম্মস্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন, সে

কুকর্ম্মপরায়ণা, কুভাববিশিষ্টা, চরিত্রহীনা, বিধর্ম্মে নিরতা, লজ্জাহীনা ও বুদ্ধিবিহীনা হয়।

বুধ।—কর্ম্মাশ্রিতঃ সোমসুতঃ সুকর্ম্মাং
পতিপ্রধানাং বনিতাং প্রসূতে।
প্রভূতকোষাং চ সুবর্ণভাজাং
নয়প্রধানাং বিনয়ৈঃ সমেতাম্॥ ৪

৪। যখন কোন নারী ভূমিষ্ঠ হয়, তখন বুধ কর্ম্মগৃহে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী সুকর্ম্মশীলা, পতিপ্রধানা, প্রভূত অর্থশালিনী সুবর্ণের অধিকারিণী, নয়গুণে শ্রেষ্ঠা ও বিনয়সম্পন্না হয়।

গুরু।—কর্ম্মাশ্রিতো দেবগুরুঃ প্রসূতে
প্রখ্যাতকর্ম্মাং প্রগুণাং গুণজ্ঞাম্।
প্রভূতদাসীবিনয়প্রগল্ভাং
নারীং সুপুণ্যাদ্ভুতচেষ্টিতাঞ্চ॥ ৫

৫। যে নারীর জন্মকালে বৃহস্পতি কর্ম্মস্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী স্বকৃত কর্ম্মদ্বারা খ্যাতিলাভ করে, সে প্রকৃত গুণবতী, গুণজ্ঞা, প্রভূত দাসীবেষ্টিতা, বিনয়প্রগল্ভা, সুপুণ্যবতী ও অদ্ভুত কার্য্যদক্ষা হইয়া থাকে।

শুক্র।—কর্ম্মাশ্রিতো দৈত্যগুরুঃ প্রসূতে
নারীং যশস্যাং সুধনৈঃ সমেতাম্।
প্রসিদ্ধকর্ম্মপ্রতিপূজিতাঙ্গীং
প্রজ্ঞাধিকাং কল্পতরাং সুসত্যাম্॥ ৬

৬। কোন নারীর জন্মগ্রহণকালে শুক্র কর্ম্মস্থানে থাকিলে সেই নারী যশস্বিনী, ধনবতী, প্রসিদ্ধকর্ম্মকারিণী, পূজিতাঙ্গী, প্রজ্ঞাবতী, কল্পতরুসম দানশীলা, সত্যপরায়ণা হইয়া থাকে।

শনি।—কর্ম্মাশ্রিতঃ সূর্য্যসুতঃ প্রসূতে
কুকর্ম্মরক্তাং বনিতানুকারাম্।
কুশাস্ত্রসঙ্গব্যসনাভিভূতাং
নিসর্গদুষ্টাং ধনবর্জ্জিতাঞ্চ ॥ ৭

৭। যে নারীর জন্মকালে শনি কর্ম্মগৃহ আশ্রয় করেন, সেই নারী কুকর্ম্মে অনুরক্তা, স্ত্রীজাতির অনুকারিণী, কুশাস্ত্রে ও কুসঙ্গে অনুরক্তা, ব্যসনাভিভূতা, স্বভাবদুষ্টা ও ধনহীনা হয়।

ইতি কর্ম্মভাবফল।

আয়ভাবফল।

রবি। লাভাশ্রিতঃ সংকুরুতে দিনেশো
নারীং সলাভাং বহুপুত্রপৌত্রাম্।
জিতেন্দ্রিয়াং সর্ব্বকলাসু দক্ষাং
ক্ষমান্বিতাং বান্ধবপূজিতাঞ্চ ॥ ১

১। কোন নারীর জন্মগ্রহণকালে সূর্য্য লাভস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী অভিলষিতলাভে সমর্থা, বহুপুত্রপৌত্রবতী, জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী, ক্ষমাশীলা ও বান্ধবগণের মাননীয়া হয়।

চন্দ্র।—লাভাশ্রিতঃ শীতকরঃ সুলাভাং
ভব্যাং বিধিজ্ঞাং কুরুতে সুদন্তাম্।
নারীং প্রসন্নাং প্রণয়েন যুক্তাং
দানান্বিতাং ব্যাধিবিবর্জ্জিতাঞ্চ ॥ ২

২। যে নারীর জন্মকালে চন্দ্র লাভস্থান আশ্রয় করেন, সেই নারী বাঞ্ছিতলাভে সমর্থা, ভব্যা, বিধিজ্ঞা, শোভন দন্ত বিশিষ্টা, প্রসন্না, প্রণয়-বতী, দানশীলা ও ব্যাধিহীনা হয়।

মঙ্গল।—লাভাশ্রয়স্থঃ কুরুতে মহীজঃ
প্রভূতলাভাং বনিতাং নিরীহাম্।
শুদ্ধস্বভাবাং বিবিধাপচারাং
রক্তাং পত্যৌ প্রীতিপরাং স্বধর্ম্মে ॥ ৩

৩। যে নারীর জন্মকালে মঙ্গল লাভস্থান আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকেন, সেই নারী প্রভূত পরিমাণে অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হয়; সে নিরীহা, শুদ্ধস্বভাবা, বিবিধ উপচারসম্পন্না, পতির প্রতি অনুরাগিণী এবং ধর্ম্মের প্রতি প্রীতিপরায়ণা হইয়া থাকে।

বুধ।—লাভাশ্রিতঃ সোমসুতঃ প্রসূতে
নারীং প্রভূতপ্রিয়পুষ্টচিত্তাম্।
সুলাভযুক্তাং শুভশীলভাজাং
পতিব্রতাং বা জনসম্মতাঞ্চ ॥ ৪

৪। কোন নারীর জন্মগ্রহণকালে বুধ যদি একাদশে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সেই নারী প্রভূত প্রিয়বস্তু লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে

অবস্থান করে ; তাহার উত্তম দ্রব্যাদি লাভ হয় এবং সে সুশীলা, পতিব্রতা ও সর্ব্বজনের আদরণীয়া হইয়া থাকে।

গুরু।—লাভাশ্রিতো দেবগুরুঃ প্রসূতে
নারীং সুদান্তাং বহুকীর্ত্তিযুক্তাম্।
শ্রিয়োঽন্বিতাং শিল্পপরাং সুসত্যাং
সদানুরক্তাং গুণকীর্ত্তনেন ॥ ৫

৫। যখন কোন নারী ভূমিষ্ঠ হয়, তখন বৃহস্পতি লাভস্থানে অবস্থিত থাকিলে সেই নারী অতি দমগুণান্বিতা, বহুকীর্ত্তিভাগিণী, শ্রীসমন্বিতা, শিল্পকর্ম্মে নিরতা, সুসত্যপরায়ণা এবং গুণীব্যক্তির গুণকীর্ত্তনে সদা অনুরক্তা হয়।

শুক্র।—লাভাশ্রিতো দৈত্যগুরুঃ প্রসূতে
প্রভূতলাভাং বনিতাং সদৈব।
বিমুক্তদোষাং বহুশাস্ত্রযুক্তাং
মহাপ্রভাবাং বিবিধাশ্রয়াঞ্চ ॥ ৬

৬। যে নারীর জন্মকালে শুক্র লাভস্থানে অবস্থিতি করেন, সেই নারী প্রভূত পরিমাণে অভীষ্ট বস্তু লাভ করে ; সে সর্ব্বদা দোষহীনা, বহুশাস্ত্রদর্শিনী, মহাপ্রভাবা ও নানারূপে নানাজনের আশ্রয়ভূতা হইয়া থাকে।

শনি।—লাভাশ্রিতো ভাস্করজঃ প্রসূতে
নারীং সুপুত্রাং সুধনৈঃ সমেতাম্।
সুরূপদেহাং বিবিধান্নপানাং
প্রভূতলাভাং ভয়বর্জ্জিতাঞ্চ ॥ ৭

৭। যে নারীর জন্মকালে শনি লাভস্থানে অবস্থিতি করেন, সেই নারী সুপুত্রবতী, ধনসম্পন্না, সুরূপদেহধারিণী, বিবিধ অন্নপানীয়ের অধিকারিণী, ও ভয়শূন্যা হয় এবং সে প্রভূতপরিমাণে অভীষ্টবস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইতি আয়ভাবফল।

ব্যয়ভাবফল।

রবি।—অসদ্ব্যয়াং দ্বাদশগে দিনেশো
নারীং প্রসূতে বিনয়েন হীনাম্।
বহুব্যয়াং পাপপরাং নৃশংসাং
সর্ব্বাশয়াং শৌচবিবর্জ্জিতাঞ্চ॥ ১

১। কোন নারীর জন্মকালে সূর্য্য দ্বাদশগৃহে অর্থাৎ ব্যয় স্থানে থাকিলে সেই নারী অসদ্ব্যয়শীলা, বিনয়হীনা, বহুব্যয়কারিণী, পাপপরায়ণা, নৃশংসা, সর্ব্বাশয়া ও শৌচহীনা হয়।

চন্দ্র।—করোতি চন্দ্রো ব্যয়গো ব্যয়াঢ্যাং
বাতপ্রভাবাং বনিতাং সুতীব্রাম্।
দীনাননাং নীতিবিবর্জ্জিতাঞ্চ
ক্ষমাবিহীনাং নিধনাং নিতান্তম্॥ ২

২। যে নারীর জন্মকালে চন্দ্র ব্যয়স্থানে অধিষ্ঠান করেন, সে ব্যয়শীলা, বাতপ্রকৃতি, তীক্ষ্ণস্বভাবা, ম্লানমুখী, নীতিহীনা, ক্ষমাশূন্যা ও নিতান্ত ধনহীনা হয়।

মঙ্গল।—ব্যয়স্থিতো ভূতনয়ঃ প্রসূতে
নারীং কদন্নাং * গুণবৰ্জ্জিতাঞ্চ।
অসদ্ব্যয়াং পানপরাং নৃশংসাং
সদাতুরাং প্রাণবিবৰ্জ্জিতাঞ্চ ॥ ৩

৩। যে নারীর জন্মকালে মঙ্গল ব্যয় গৃহে অবস্থান করেন, সেই রমণী কদন্নভাগিণী, গুণহীনা, সদ্ব্যয়শীলা, পানদোষনিরতা, নৃশংসা সদা পীড়িতা ও প্রাণহীনা হয়।

বুধ।—ব্যয়স্থিতঃ সোমসুতঃ প্রসূতে
নারীং বিলজ্জাং বিগতপ্রতাপাম্।
বিবাদশীলাং বিকলাং কৃশাঙ্গীং
গুণৈৰ্ব্বিযুক্তাং স্বজনৈৰ্নিরস্তাম্ ॥ ৪

৪। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন ব্যয়স্থানে বুধ অবস্থিত থাকিলে যেই নারী লজ্জাহীনা, হতপ্রতাপা, কলহশীলা, বিকলা, কৃশাঙ্গী, গুণহীনা ও স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়।

গুরু।—ব্যয়স্থিতো দেবগুরুঃ প্রসূতে
সাধুব্যয়াং রোগসমন্বিতাঙ্গীম্।
লাভাভিভূতাং কুলধৰ্ম্মহীনাং
নিসর্গতুষ্টাং পরধৰ্ম্মপক্ষাম্ ॥ ৫

৫। যে নারীর জন্মকালে বৃহস্পতি ব্যয়স্থানে অবস্থান করেন, সেই

* 'তদন্নাং'—পাঠান্তর।

নারী সদ্ব্যয়শীলা, রুগ্নাঙ্গী, অভীষ্টবস্তুলাভে লালসান্বিতা, কুলধর্ম্মহীনা, স্বভাবদুষ্টা ও পরধর্ম্মপরায়ণা হয়।

শুক্র।—ব্যয়স্থিতোঽসদ্‌ব্যয়দুঃখভাজাং
নারীং প্রসূতে ভৃগুজঃ সমাঙ্গাম্।
মায়াধিকাং কৃত্রিমবাক্যরক্তাং
রোগাভিভূতাং মতিবর্জ্জিতাঞ্চ॥ ৬

৬। যখন কোন নারী জন্মগ্রহণ করে, তখন শুক্র ব্যয়স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী অসদ্‌ব্যয়শীলা, দুঃখভাগিনী, সমদেহা, অধিকমায়াবিশিষ্টা, মিথ্যাবাক্যে অনুরাগিণী, রোগে অভিভূতা ও বুদ্ধিহীনা হয়।

শনি।—ব্যয়স্থিতো ভাস্করজঃ প্রসূতে
রক্তাধিকাং বাতকফপ্রগল্‌ভাম্।
বিবেকহীনাং কুটিলস্বভাবাং
সদা নিরস্তাং বাসনাকুলাঞ্চ॥ ৭

৭। যে নারীর জন্মকালে শনি ব্যয়স্থানে থাকেন, সেই নারীর দেহে রক্তের আধিক্য দৃষ্ট হয়; সে বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি, প্রগল্‌ভা বিবেকহীনা, কুটিলস্বভাবা সদা সর্ব্বজন কর্ত্তৃক ত্যক্তা ও নানা বাসনায় আকুলা হয়।

এতৎ ফলং স্ত্রীষু বিশেষতশ্চ
প্রোক্তং স্বভাবে ফলদং সদৈব।
শেষং নরাণাং বিধিনা প্রবাচ্যং
হিত্বা তু যোগান্‌ৃপসম্ভবাংশ্চ॥ ৮

৮। নারীজাতির সম্বন্ধে সর্ব্বদা স্বভাবতঃ যে সকল ফল হয়, তাহা কথিত হইল; অবশিষ্ট সমস্ত পুরুষের অনুসারে জানিতে হইবে; কিন্তু রাজযোগ তন্মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে, উহা পরিত্যাগ করিবে।

ইতি ব্যয়ভাবফল।

স্ত্রীলোকের রাজপত্নীযোগ।

মূর্ত্তৌ সুরেজ্যোঽস্তগতঃ শশাঙ্কো-
ঽথবা স্ববর্গে গগনে চ শুক্রঃ।
জাতান্ত্যজানামপি মন্দিরেঽত্র
যোগো ভবেৎ পার্থিববল্লভা চ॥ ১

১। যে সময়ে কোন নারী জন্মগ্রহণ করে, তখন লগ্নে গুরু; সপ্তমে চন্দ্র এবং দশম গৃহে শুক্র নিজ ক্ষেত্র নবাংশাদি বর্গে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে সেই নারী অন্ত্যজের গৃহে জন্মিলেও রাজপত্নী হয়।

কেন্দ্রেষু সৌম্যা যদি কল্পভাজঃ
পাপাঃ কলত্রে চ মনুষ্যরাশিঃ।
রাজ্ঞী ভবেৎ স্ত্রীবহুকোষযুক্তা
নিত্যং প্রশান্তারিঃ সুখেন তুষ্টা॥ ২

২। যে রমণীর জন্মসময়ে শুভগ্রহবৃন্দ কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকে আর সপ্তম স্থানে মিথুন রাশিতে পাপগ্রহগণের অবস্থিতি হয়, সেই নারী বহুধনে ধনবতী, রাজমহিষী, সর্ব্বদা শত্রুহীনা ও সুখভোগে পরিতুষ্টা হইয়া থাকে।

একোঽপি জীবো রসবর্গশুদ্ধঃ
কেন্দ্রে যদা চন্দ্রনিরীক্ষিতশ্চ।
রাজ্ঞী ভবেৎ স্ত্রীসুধনাত্র জাতা
বরেভমানা ইতি তঞ্চ দেশাঃ॥ ৩

৩। যে নারীর জন্মকালে কেবলমাত্র গুরু ষড়্‌বর্গশুদ্ধ ও চন্দ্র কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী ধনবতী ও গজমনি-সম্পন্না রাজমহিষী হয়।

লাভাশ্রিতঃ শীতকরো ভৃগুশ্চ
কলত্রগঃ সোমসুতেন যুক্তঃ
জীবেন দৃষ্টঃ কুরুতেঽত্র রাজ্ঞী
লোকে স্তুতির্ব্বন্দিরবৈঃ সদৈব॥ ৪

৪। যে নারীর জন্মগ্রহণকালে লাভগৃহে চন্দ্র ও সপ্তমস্থানে শুক্র বুধসমন্বিত এবং গুরু কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া অধিষ্ঠান করেন, সেই নারী রাজমহিষী হয় এবং স্তুতিপাঠকেরা নিরন্তর তাহার গুণগান করে।

বুধে বিলগ্নে যদি তুঙ্গসংস্থে
লাভাশ্রিতো দেবপুরোহিতশ্চ।
নরেন্দ্রপত্নী বনিতাত্র যোগে
ভবেৎ প্রসিদ্ধা ধরণীতলেঽস্মিন্॥ ৫

৫। যে নারীর জন্মকালে লগ্নে বুধ তুঙ্গস্থলে অধিষ্ঠিত থাকেন অর্থাৎ কন্যালগ্নে জন্ম হয় ও তাহাতে বুধের অধিষ্ঠান থাকে, আর গুরু একাদশ গৃহে অবস্থান করেন, সেই নারী রাজমহিষী হইয়া ধরাতলে প্রথিতি লাভ করে।

তৃতীয়গঃ সোমসুতোঽম্বুসংস্থঃ
ষড়্বর্গশুদ্ধো যদি দেবমন্ত্রী।
মূর্ত্তৌ ভৃগুঃ পার্থিবসম্মতাঞ্চ
করোতি নারীং বহুবাজিবৃন্দাম্॥ ৬

৬। যে নারীর জন্মকালে বুধ লগ্ন হইতে তৃতীয়স্থলে, ষড়বর্গশুদ্ধ গুরু চতুর্থস্থলে এবং শুক্র লগ্নে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী বহু অশ্ব সম্পন্না রাজমহিষী হয়।

শীর্ষোদয়ে সপ্তমগে শশাঙ্কে
চতুষ্টয়ে পাপবিবর্জ্জিতে চ।
রাজ্ঞী ভবেদ্ ভূরিগজাশ্বযুক্তা
পতিপ্রধানা বিজিতারিপক্ষা॥ ৭

৭। যে নারীর জন্মকালে লগ্ন হইতে সপ্তম গৃহে শীর্ষোদয় রাশিতে * চন্দ্র অধিষ্ঠিত থাকেন, আর কেন্দ্রে কোন পগ্রহ দৃষ্ট না হয়, সেই নারী রাজমহিষী, বহু গজাশ্বসম্পন্না, পতিপ্রধানা ও শত্রুপক্ষজয়িনী হয়।

ষড়্বর্গশুদ্ধৈস্ত্রিভিরেব রাজ্ঞী
চতুর্ভিরীশস্য তথৈব পত্নী।
পঞ্চ্যাদিভির্দ্দেববিমানভাজা
ত্রৈলোক্যনাথপ্রমদা তথা স্যাৎ॥ ৮

৮। যে রমণীর জন্মকালে তিনটি গ্রহ ষড়বর্গে শুদ্ধ দৃষ্ট হয়, সেই রমণী রাজরাণী; চারিটি গ্রহ শুদ্ধ দৃষ্ট হইলে ঈশ্বরসদৃশ ব্যক্তির স্ত্রী এবং

* শীর্ষোদয় রাশি—মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ, মীন

পাঁচটি গ্রহ ঐপ্রকার বিশুদ্ধ দৃষ্ট হইলে সেই নারী ত্রৈলোক্যপতির সহধর্ম্মিণী হয়।

তুঙ্গাশ্রিতে শীতকরে সুখস্থে
জীবেন দৃষ্টে পরিপূর্ণদেহে।
বিদ্যাধরী বাত্র ভবেৎ প্রধানা
রাজ্ঞী জিতারির্ব্বহুপুত্রপৌত্রা ॥ ৯

৯। যখন কোন নারী জন্মগ্রহণ করে, তখন যদি পূর্ণচন্দ্র লগ্ন হইতে চতুর্থ গৃহে (বৃষরাশিতে) গুরু কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে সেই নারী বিদ্যাধরীসমা হয় কিংবা প্রধানা রাজমহিষী, বহুপুত্রপৌত্রবতী ও শত্রুপক্ষবিজয়িনী হইয়া থাকে।

স্বক্ষেত্রগঃ সোমসুতোঽম্বুসংস্থঃ
ষড়্‌বর্গশুদ্ধঃ সুররাজমন্ত্রী।
শুক্রেণ দৃষ্টঃ প্রমদাং প্রসূতে
রাজ্ঞীং মহাশব্দসমন্বিতাঞ্চ ॥ ১০

১০। যে নারীর জন্মসময়ে বুধ চতুর্থগৃহে নিজ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং গুরু ষড়্‌বর্গশুদ্ধ হইয়া শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, সেই নারী মহারাজ্ঞী হইয়া থাকে।

বক্রস্তৃতীয়ে রিপুসংস্থিতো বা
ষড়্‌বর্গশুদ্ধো রবিজশ্চ লাভে।
স্থিরে বিলগ্নে গুরুণা চ যুক্তে
রাজ্ঞী ভবেৎ স্ত্রীৎপতিবল্লভা চ ॥ ১১

১১। যে নারীর জন্মকালে মঙ্গল ষড়্‌বর্গশুদ্ধ হইয়া তৃতীয় বা ষষ্ঠ গৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং লাভ স্থলে শনি অবস্থিত হন আর স্থির রাশি হয় ও গুরু তাহাতে অধিষ্ঠান করেন, সেই নারী রাজপত্নী ও পতিপ্রণয়িণী হইয়া থাকে।

আয়স্থিতস্তীক্ষ্ণকরঃ সুতুঙ্গে
মূর্ত্তৌ শশাঙ্কঃ পরিপূর্ণদেহঃ।
সৌম্যোঽম্বরস্থঃ কুরুতে চ রাজ্ঞীং
পতিপ্রধানাং বহুপুত্রপৌত্রাম্ ॥ ১২

১২। যে নারীর জন্মকালে সূর্য্য আয় স্থলে সুতুঙ্গে, পূর্ণচন্দ্র লগ্নে আর বুধ দশমগৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী রাজমহিষী, পতিপ্রধানা ও বহুপুত্রপৌত্রবতী হয়।

ষড়্‌বর্গশুদ্ধে দিবসাধিনাথে
তৃতীয়গে সূর্য্যসুতে রিপুস্থে।
ভবেচ্চ জাতা প্রমদা সুরাজ্ঞী
ধর্ম্মপ্রধানা পতিবল্লভা চ ॥ ১৩

১৩। কোন নারীর জন্মকালে সূর্য্য ষড়্‌বর্গশুদ্ধ হইয়া তৃতীয় গৃহে এবং শনি ষষ্ঠ গৃহে অধিষ্ঠান করিলে সেই নারী রাজমহিষী, ধর্ম্মপ্রধানা ও পতিপ্রণয়িনী হয়।

স্থিরে বিলগ্নে রসবর্গশুদ্ধে
সৌম্যেন যুক্তে ত্বথ বীক্ষিতে বা।
তুঙ্গাশ্রিতে চৈকতমেঽত্র রাজ্ঞী
বরেভবৃন্দানুগতা সদা স্যাৎ ॥ ১৪

১৪। যে নারীর জন্মকালে লগ্ন স্থির রাশি হয়, তাহাতে ষড়্‌বর্গশুদ্ধ বুধ অধিষ্ঠান করেন, কিংবা উহাতে বুধের দৃষ্টি থাকে আর কোন একটি গ্রহ তুঙ্গস্থানে অধিষ্ঠিত হয়, সেই নারী রাজরাণী ও শ্রেষ্ঠ গজরাজিতে বেষ্টিতা হইয়া অবস্থান করে।

যস্যা বুধস্তুঙ্গগতো বিলগ্নে
লাভস্থলে দেবপুরোহিতশ্চ।
ধনেঽস্তি শুক্রো দশমে শশাঙ্কঃ
সা সার্ব্বভৌমস্য বধূর্ভবিত্রী॥ ১৫

১৫। যাহার জন্মকালে তুঙ্গগত বুধ লগ্নে, গুরু একাদশ গৃহে, শুক্র ধনস্থানে আর চন্দ্র দশম গৃহে অধিষ্ঠান করেন, সেই নারী সার্ব্বভৌমের পত্নী হয়।

ইতি স্ত্রীলোকের রাজপত্নীযোগ।

স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাযোগ।

চন্দ্রে মন্দঃ কুজে জীবঃ শনৈশ্চরসহৈক সঃ।
দ্যূনগাঃ সর্ব্বখচরাঃ কন্যা বন্ধ্যা ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ১

১। যে নারীর জন্মকালে চন্দ্র ও শনি কিংবা মঙ্গল, গুরু ও শনি একরাশিগত থাকে আর অন্যান্য গ্রহ সপ্তমস্থানে অধিষ্ঠান করে, সেই নারী বন্ধ্যা হয়।

চন্দ্রঃ সূর্য্যঃ কুজো জীবো লগ্নসংস্থো ভবেদ্ যদা।
লগ্নাদষ্টমগো বাপি স্ত্রীবন্ধ্যা বৈ ভবেৎ খলু॥ ২

২। কোন নারীর জন্মকালে লগ্নে বা অষ্টম স্থানে চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, ও গুরু একত্র অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী বন্ধ্যা হয়।

চন্দ্রঃ সূর্য্যঃ কুজো জীবঃ শনৈশ্চরসহৈক সঃ।
লগ্নাষ্টমগতা কন্যা বন্ধ্যা সা চ ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩

৩। যে নারীর জন্মকালে লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, গুরু ও শনি একত্র অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী বন্ধ্যা হয়।

লগ্নে দ্বিপঞ্চমে তূর্য্যে দশমে দ্বাদশে গ্রহাঃ।
পতিবন্ধ্যা ভবেন্নারী নারীবন্ধ্যো ভবেৎ পতিঃ ॥ ৪

৪। যে নারীর জন্মকালে লগ্ন, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, দশম ও দ্বাদশ গৃহে গ্রহ বিদ্যমান থাকে, সেই নারীর পতি বন্ধ্য হয় আর পুরুষ হইলে তাহার পত্নী বন্ধ্যা হইয়া থাকে।

লগ্নে চন্দ্রে পাপগ্রহে পাপগ্রহনবাংশকে।
সত্যাচার্য্যমতে বন্ধ্যা সা স্ত্রী ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫

৫। যে নারীর জন্মকালীন লগ্নে চন্দ্র পাপগ্রহের সহিত পাপগ্রহের নবাংশে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারী নিশ্চয়ই বন্ধ্যা হয়, সত্যাচার্য্যের মত এইরূপ।

লগ্নাত্তু সপ্তমং স্থানং শনিক্ষেত্রং ভবেদ্‌যদি।
শনিদৃষ্টং যুতং বাপি সা স্ত্রী বন্ধ্যা ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ॥ ৬

৬। যে নারীর জন্মকালে লগ্ন হইতে সপ্তম গৃহ শনির ক্ষেত্র হয় আর তৎপ্রতি শনির দৃষ্টি বিদ্যমান থাকে অথবা শনি তথায় অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই নারী বন্ধ্যা হইবে সন্দেহ নাই।

রবির্ব্বা নিধনে মন্দঃ স্বগৃহস্থো বিলগ্নতঃ।
বন্ধ্যা স্যাদথবাঽবন্ধ্যা কাকবন্ধ্যা বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ৭

৭। যে নারীর জন্মকালে অষ্টমস্থলে স্বগৃহে সূর্য্য অথবা শনি অধিষ্ঠান করেন, সেই নারী বন্ধ্যা বা অবন্ধ্যা হইয়া একটিমাত্র পুত্র প্রসব করে।

মকরলগ্নসংপ্রাপ্তে কুম্ভে বা শুভ বর্জ্জিতে।
শনিদৃষ্টযুতেবাপি বন্ধ্যা ভবতি নান্যথা ॥ ৮

৮। যে নারী মকরলগ্নে জন্মগ্রহণ করে, যদি তৎকালে শনি কুম্ভ-রাশিতে দৃষ্টি করেন বা সেই রাশিতে অধিষ্ঠিত থাকেন আর শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে সেই নারী বন্ধ্যা হয়।

যস্যা জন্মনি বৈ তিষ্ঠেদ্ বুধাংশে চ শনৈশ্চরঃ।
বন্ধ্যা সা নিশ্চিতা নারী জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৯

৯। জ্যোতিঃশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতেরা বলেন, যে নারীর জন্মসময়ে বুধের নবাংশে শনি অবস্থিতি করেন, সে নারী বন্ধ্যা হয়।

শনিভৌমগৃহে লগ্নে চন্দ্রে চ সিত সংযুতে।
পাপদৃষ্টেঽথ সা নারী বন্ধ্যতামুপগচ্ছতি ॥ ১০ ।

১০। যে নারীর জন্মকালে শনি বা মঙ্গলের ক্ষেত্রে লগ্ন হয় আর তাহাতে চন্দ্র পাপগ্রহ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত ও শুক্রের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করেন, সেই নারী বন্ধ্যা হয়।

রন্ধ্রগৌ মন্দসূর্য্যৌ চেদ্ বিলগ্নান্নিজরাশিগৌ।
বন্ধ্যাঽথ চন্দ্রজশ্চন্দ্রঃ কাকবন্ধ্যা তদা ভবেৎ ॥ ১১

১১। যে নারীর জন্মকালে শনি ও সূর্য্য লগ্ন হইতে অষ্টমগৃহে স্বক্ষেত্রস্থ থাকেন, সেই নারী বন্ধ্যা হয় এবং বুধ ও চন্দ্র ঐপ্রকার হইলে কাকবন্ধ্যা হইবে।

ইতি স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাযোগ।

স্ত্রীলোকের কাকবন্ধ্যা যোগ।

অস্তং গতে পঞ্চমেশে পাপক্রান্তে চ বা তথা।
ষষ্ঠে নীচে সুতাধীশে কাকবন্ধ্যা বিশেষতঃ ॥ ১

১। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, তখন যদি পঞ্চমাধিপতি গ্রহ অস্তগত বা পাপযুক্ত হন, আর সুতাধিপতি ষষ্ঠগৃহে নীচস্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে সেই রমণী কাকবন্ধ্যা হয়।

ষষ্ঠস্থানে সুতাধীশে লগ্নেশে কুজবেশ্মনি।
ম্রিয়তে প্রথমাপত্যং কাকবন্ধ্যাত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ২

২। কোন নারীর জন্মকালে পঞ্চমাধিপতি ষষ্ঠগৃহে আর লগ্নাধিপতি মঙ্গলের গৃহে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই রমনীর প্রথমজাত পুত্র বিনষ্ট হয় এবং সে কাকবন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সুতাধীশো হি নীচস্থঃ ষড়াদিত্রয়সংস্থিতঃ।
কাকবন্ধ্যা ভবেন্নারী সুতে কেতুবুধৌ যদি ॥ ৩

৩। কোন নারীর জন্মকালে পঞ্চমাধিপতি যদি নীচরাশিগত কিংবা ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ রাশিগত হয়, এবং পঞ্চমস্থানে কেতু ও বুধের অধিষ্ঠান হয়, তাহা হইলে সেই নারী কাকবন্ধ্যা হয়।

সুতেশো নীচগো যত্র সুতস্থানং ন পশ্যতি।
তত্র সৌরিবুধৌ স্যাতাং কাকবন্ধ্যাত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৪

৪। কোন নারীর জন্মকালে পঞ্চমাধিপতি যদি নীচরাশিস্থ হইয়া পঞ্চমস্থানের প্রতি দৃষ্টি না করেন আর উক্ত স্থলে শনি ও বুধ অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে সেই রমণী কাকবন্ধ্যা হইবে।

ইতি স্ত্রীলোকের কাকবন্ধ্যাযোগ।

স্ত্রীলোকের দারিদ্রযোগ, মৃত্যুযোগ, কুলটাযোগ ও অনপত্যতাযোগ-ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।

পঞ্চ পাণিগ্রহে দোষা বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ।
দারিদ্র্যমৃত্যুবৈধব্যপৌংশ্চলমনপত্যতা॥ ১

১। যদি কোন নারীর দারিদ্র্যযোগ, মৃত্যুযোগ, বৈধব্যযোগ কুলটা যোগ বা অনপত্যতা যোগ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বিবাহের সময় ঐ পাঁচটি দোষ দেখিয়া যত্নসহকারে সেই নারীকে ত্যাগ করিবে অর্থাৎ বিবাহ করিবে না।

দারিদ্র্যযোগ।

রবিণা সহিতো মন্দঃ শুক্রেণাপি যুতোহপি বা।
এষ দারিদ্র্যযোগোহপি সমুদ্রমপি শোষয়েৎ ॥ ২

২। কোন নারীর জন্মকালে যদি শনি ও শুক্রের সঙ্গে সূর্য্য এক রাশিতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে দারিদ্র্যযোগ হয়। এই যোগে সাগর পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়।

লগ্নাধিপে শত্রুগৃহংগতে বা
ষষ্ঠেশ্বরে লগ্নগতেহপি বা চেৎ।
বিলগ্নপে মারক নাথদৃষ্টে
নারী ভবেন্নির্ধনা বাপি বৈশ্যঃ ॥ ৩

৩। কোন নারীর জন্মকালে যদি লগ্নাধিপতি শত্রুগৃহে আর ষষ্ঠাধীশ্বর লগ্নগত এবং মারকাধিপতি কর্ত্তৃক লগ্নপতি যদি নিরীক্ষিত হন, তাহা হইলে সেই নারী বণিক্‌জাতি হইলেও নির্ধন হইবে।

লগ্নেন্দূ কেতুসংযুতে লগ্নেশে নিধনংগতে।
মারকেশযুতে দৃষ্টে জাতা বৈ নির্ধনা ভবেৎ ॥ ৪

৪। যে নারীর জন্মকালে লগ্ন ও চন্দ্র কেতুসমন্বিত হয় আর লগ্নাধীশ্বর অষ্টমগৃহস্থ হইয়া মারকাধিপতি কর্ত্তৃক সমন্বিত বা নিরীক্ষিত হন, সেই নারী দরিদ্রা হয়।

Presented to...
In memory of late JATINDRA NATH DUTTA. Editor "JANMABHUMI", 39, ... Ghat St, Cal.-6.

বৈধব্য ও মৃত্যুযোগ।

লগ্নাদষ্টমকে স্থানে কুজশৌরিদিবাকরাঃ।
সপ্তমে ভৃগুপুত্রশ্চ কন্যা বৈধব্য লক্ষণম্ ॥ ৫

৫। যে নারীর জন্মকালে লগ্ন হইতে অষ্টম গৃহে মঙ্গল, শনি ও রবি এবং সপ্তম গৃহে শুক্র অধিষ্ঠান করেন, সেই নারী বিধবা হয়।

ক্রূরেঽস্তে বিধবা ভবতি পুনর্ভূশ্চ শুভাশুভৈঃ।
ক্রূরেঽষ্টমে চ বিধবা স্যাৎ স্বক্ষেত্রে সা স্বয়ং ম্রিয়তে ॥ ৬

৬। যে নারীর জন্মগ্রহণকালে সপ্তমগৃহে অশুভ গ্রহ থাকে, সে বিধবা হয় আর শুভাশুভ গ্রহ থাকিলে পুনর্ভূ হয়। যদি অষ্টমগৃহে ক্রূর গ্রহ থাকে, তাহা হইলে সেই নারী বিধবা হয় এবং সেই ক্রূরগ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে তাহার নিজেরই মৃত্যু ঘটে।

দ্যূনে ক্রূরে বিধবা ভবতি বীক্ষিতে তত্র পাপে।
ক্রূরে রন্ধ্রে হতপতিরসৌ মৃত্যুমেতি স্বয়ং বা ॥ ৭

৭। যে নারীর জন্মকালে পাপদৃষ্ট পাপগ্রহ সপ্তম গৃহে থাকে, সে রমণী বিধবা হয় আর যদি অষ্টম গৃহে ক্রূর গ্রহ থাকে, তবে সেই নারী বিধবা অথবা সে স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চন্দ্রাৎ সপ্তমগঃ ক্রূরঃ করোতি বিধবাং স্ত্রিয়ম্।
শুভো রাজ্যাস্পদং দত্তে পতিঞ্চ চিরজীবিনম্ ॥ ৮

৮। জন্মকালে যদি চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশি হইতে সপ্তম গৃহে পাপগ্রহ থাকে, তবে সেই নারী বিধবা হয় আর শুভগ্রহ থাকিলে রাজ্যাস্পদের অধিকারিণী হয় এবং চিরজীবী পতিলাভ করে।

জন্মাষ্টান্তগতে ক্রূরে স্বরাশেঃ সপ্তমেঽপি বা।
বিবাহে বিধবা কন্যা যদি স্বামী পুরন্দরঃ ॥ ৯

৯। যে নারীর জন্মরাশিতে কিংবা তাহার সপ্তম, অষ্টম বা দ্বাদশ গৃহে পাপগ্রহের অধিষ্ঠান থাকে, তাহার পতি ইন্দ্রতুল্য হইলেও সে রমণী বিধবা হইবে।

লগ্নাৎ সপ্তমগঃ পাপ চন্দ্রাৎ সপ্তমগস্তথা।
দম্পত্যোরেকমাহন্তি পঞ্চমে সন্ততিং তথা ॥ ১০

১০। যে রমণীর জন্মলগ্ন অথবা চন্দ্র হইতে সপ্তম গৃহে পাপগ্রহের অধিষ্ঠান থাকে, সেই নারী বা তাহার পতি উভয়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটে আর যদি পঞ্চম গৃহে পাপগ্রহ থাকে, তবে সন্তানের মৃত্যু হয়।

লগ্নে দ্বিপাপো যস্যাস্ত ত্রিপাপো যদিবাভবেৎ।
পতিনাশকরো যোগো যদি শক্রসমঃ পতিঃ ॥ ১১

১১। যে নারীর জন্মলগ্নে দুইটি বা তিনটি পাপগ্রহের অধিষ্ঠান হয়, তাহার পতি ইন্দ্রতুল্য হইলেও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

সপ্তমেশোঽষ্টমে যস্যাঃ সপ্তমে নিধনাধিপঃ।
পাপেক্ষণযুতো বালা বৈধব্যং লভতেধ্রুবম্ ॥ ১২

১২। যে রমণীর জন্মকালে সপ্তমাধিপতি অষ্টম গৃহে এবং অষ্টমাধিপতি সপ্তম গৃহে পাপগ্রহসমন্বিত বা নিরীক্ষিত হইয়া অধিষ্ঠান করেন, সে নারী বিধবা হইবে সন্দেহ নাই।

সপ্তমাষ্টপতী ষষ্ঠে ব্যয়ে বা পাপপীড়িতৌ।
তদা বৈধব্যমাপ্নোতি নারী নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩

১৩। যে নারীর কোষ্ঠীতে সপ্তম ও অষ্টমাধীশ পাপগ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ষষ্ঠে বা ব্যয়গৃহে অবস্থিত থাকে, সেই নারীর বৈধব্য ঘটে সন্দেহ নাই।

পাপগ্রহ সপ্তমলগ্নগেহে
ভর্ত্তা দিবং গচ্ছতি সপ্তমাব্দে।
নিশাকরে চাষ্টমবৈরিভাবে
তদাষ্টমাব্দে নিধনং প্রয়াতি ॥ ১৪

১৪। যে নারীর লগ্ন হইতে সপ্তমগৃহে পাপগ্রহ অধিষ্ঠান করে, বিবাহান্তে সপ্তমবর্ষে সে বিধবা হয় এবং ষষ্ঠ বা অষ্টম গৃহে চন্দ্র থাকিলে বিবাহের পর অষ্টমবর্ষে সে বিধবা হইয়া থাকে।

তনৌ চতুর্থে নিধনে ব্যয়ে বা
মদালয়ে পাপযুতঃ কুজশ্চেৎ।
অনঙ্গলীলাং প্রকরোতি জারৈঃ
পতিং তিরস্কৃত্য বিলোল নেত্রা ॥ ১৫

১৫। যে নারীর জন্মকালে পাপযুক্ত মঙ্গল লগ্নে, চতুর্থে, অষ্টমে, দ্বাদশে অথবা সপ্তম গৃহে অধিষ্ঠান করেন, সেই নারী স্বীয় স্বামীকে বঞ্চনা করিয়া অপর পুরুষের সহিত আনন্দক্রীড়া করে।

লগ্নাধিপো বাথ মদালয়েশো
বর্গে গতঃ পাপনভশ্চরাণাম্।
মদে তনৌ বা খলখেটবর্গ
স্তদা কুলং মুঞ্চতি চঞ্চলাক্ষী ॥ ১৬

১৬। যে সময়ে কোন নারীর জন্ম হয়, তখন যদি লগ্নাধিপতি কি বা

সপ্তমাধিপতি পাপগ্রহের রাশ্যংশকাদি বর্গে অধিষ্ঠিত থাকেন, আর লগ্নে বা সপ্তমে পাপগ্রহের বর্গ হয়, তাহা হইলে সেই চঞ্চলাক্ষী নারী কামার্ত্তা হইয়া কুলত্যাগিণী হয়।

পরস্পরাংশে পগতৌ ভবেতাং
মহীজশুক্রৌ জননেহঙ্গনায়াম্।
স্বয়ং মৃগাক্ষীত্যভিসারিকেব
প্রয়াতি কামাকুলিতান্যগেহে ॥ ১৭

১৭। যখন কোন নারী জন্মগ্রহণ করে, তখন যদি মঙ্গল ও শুক্র পরস্পর পরস্পরের নবাংশে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে সেই নারী কামার্ত্তা হইয়া অপরের গৃহে স্বয়ং অভিসারিকারূপে গমন করিয়া থাকে।

পাপগ্রহে সপ্তমগে বলোনে
শুভেন দৃষ্টে পতিসৌখ্যহীনা।
স্যাতাং মদে ভৌমকবী সচন্দ্রৌ
পত্যাজ্ঞয়া ব্যভিচারিণী স্যাৎ ॥ ১৮

১৮। যখন কোন নারীর জন্ম হয়, দুর্ব্বল পাপগ্রহ শুভদৃষ্ট হইয়া সপ্তমস্থলে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী পতিসুখে বঞ্চিতা হইয়া থাকে। যদি সপ্তম স্থলে মঙ্গল, শুক্র ও চন্দ্র অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই নারী পতির আজ্ঞায় ব্যভিচারিণী হয়।

মন্দাররাশৌ সসিতে শশাঙ্কে
খলেহক্ষিতে লগ্নগতে মৃগাক্ষী।
মাত্রা সহৈব ব্যাভিচারিণী স্যাৎ
মদে খলাংশে ব্রণবিদ্ধযোনিঃ ॥ ১৯

১৯। যে সময়ে কোন নারী জন্মগ্রহণ করে, তখন শনি বা মঙ্গলের ক্ষেত্রে শুক্র সহ চন্দ্র পাপদৃষ্ট হইয়া লগ্নস্থ হইলে সেই মৃগাক্ষী জননীর সহিত ব্যভিচারিণী হয় এবং সপ্তমগৃহে পাপগ্রহের নবাংশ হইলে ব্রণদ্বারা ক্ষত-যোনি হইয়া থাকে।

বিলগ্নে শশিনি শুক্রেচ ক্রূরগ্রহৈঃ।
নিরীক্ষিতে জামাত্রা সার্দ্ধং কুলটা স্যাৎ॥ ২০

২০। জন্মলগ্নে চন্দ্র অধিষ্ঠিত থাকিলে আর ক্রুর গ্রহের দৃষ্টি শুক্রের উপর পতিত হইলে সেই নারী জামাতার সঙ্গে ভ্রষ্টা হয়।

আরার্কয়োর্যদামধ্যে ভবেদ্‌যদা নিশাকরঃ।
চন্দ্রো মন্দযুতশ্চৈব যোষা বৈ কুলটাভবেৎ॥ ২১

২১। যে নারীর জন্মসময়ে চন্দ্র কুজ ও রবির মধ্যে অধিষ্ঠান করেন, অথবা চন্দ্র শনির সঙ্গে মিলিত হন, সেই নারী কুলটা হয়।

—*—

অনপত্যতা যোগ।

অশুভেখাক্ষেঽস্তগতে অনপত্যা ভবেদশুভদৃষ্টে॥ ২২

২২। যে নারীর জন্মকালে পাপগ্রহ অশুভগ্রহ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া সপ্তম গৃহে অধিষ্ঠান করে, সেই নারী অনপত্যা হয়।

ইতি দারিদ্র্য, মৃত্যু বৈধব্য, কুলটা ও
অনপত্যতা যোগ।

সৌভাগ্য ও দৌর্ভাগ্য যোগ।

বাচস্পতৌ নবম-পঞ্চম-কণ্টসংস্থে
জাতাঙ্গনা ভবতি পূর্ণবিভূতিযুক্তা।
সাধ্বী সুপুত্রজননী সুখিনী গুণাঢ্যা
সপ্তাষ্টকে যদি ভবেদশুভগ্রহোঽপি ॥ ১

১। যে রমণীর জন্মসময়ে লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে, নবমে বা দশমে গুরু অধিষ্ঠান করেন, সেই রমণী পুত্রবতী, ঐশ্বর্য্যসম্পন্না, সাধ্বী, সুখিনী ও গুণসম্পন্না হয়। এই যোগ থাকিলে সপ্তম বা অষ্টমস্থ পাপগ্রহ কোনরূপ অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

যুবতিরসুরপূজ্যে কেন্দ্রগে ধর্ম্মগে বা
সততমমলমূর্ত্তিঃ স্নিগ্ধদৃষ্ট্যাননাঢ্যা।
উভয়কুলবিভূত্যা লব্ধকীর্ত্তিশ্চ জাতা
সুখয়তি সুখশীলা স্বামিনং ভোগিনী সা ॥ ২

২। যে রমণীর জন্মকালে শুক্র কেন্দ্রে বা নবম স্থলে অধিষ্ঠিত থাকেন সে নারী সতত অমলমূর্ত্তি, স্নিগ্ধদৃষ্টি সম্পন্না, ধনাঢ্যা, পিতৃকুল ও পতিকুলের ঐশ্বর্য্যদ্বারা কীর্ত্তিমতী, শুভশীলা ও পতির সুখবর্দ্ধিনী হয়।

ব্যয়াষ্টগে কুজে ক্রূরায়তে রাহৌ চ লগ্নগে।
রাণ্ডাথ লগ্নগে সূর্য্যে ভৌমে বা দুর্ভগা শনৌ ॥ ৩

৩। যে নারীর জন্মকালে লগ্ন হইতে অষ্টম অথবা দ্বাদশ স্থানে মঙ্গল ও পাপযুক্ত রাহু লগ্নে অধিষ্ঠিত থাকেন, সে নারী বিধবা ও কুলটা হয়

এবং যদি সূর্য্য, মঙ্গল বা শনি লগ্নে অধিষ্ঠান করেন, তবে দুর্ভাগিনী হইয়া থাকে।

ইতি নারীজাতকে সৌভাগ্য ও দৌর্ভাগ্য যোগ।

সহমরণ যোগ।

চন্দ্রাৎ সপ্তমগঃ পাপো যস্যাঃ শুভযুতো ভবেৎ।
শক্রনীচগৃহস্থশ্চ ম্রিয়তে পতিনা সহ ॥ ১

১। যে রমণীর জন্মকালে চন্দ্র হইতে সপ্তম গৃহে কোন পাপগ্রহ শুক্র বা নীচগৃহে শুভগ্রহের সহিত অধিষ্ঠান করেন, সেই রমণী স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়।

মেষকর্কটয়োর্লগ্নং পঞ্চমস্থো নিশাকরঃ।
দ্বিতীয়স্থো যদা জীবঃ সহানুমরণং ভবেৎ ॥ ২

২। যে নারীর জন্মসময়ে লগ্ন কর্কট বা মেষ হয় আর চন্দ্র পঞ্চম গৃহে ও গুরু দ্বিতীয় গৃহে অধিষ্ঠান করেন, সেই নারী পতির সহিত সহমৃতা হইয়া থাকে।

দ্ব্যাত্মকং সপ্তমং যস্যা লগ্নঞ্চ দ্ব্যাত্মকং তথা।
মৃতৌ তুঙ্গগতে জীবে কামিনী সহগামিনী ॥ ৩

৩। যখন দ্ব্যাত্মক রাশির উদয় হয়, তখন যে রমণী জন্মগ্রহণ করে, আর সেই সময়ে সপ্তম স্থানও দ্ব্যাত্মক রাশি থাকে এবং গুরু অষ্টমগৃহে তুঙ্গগতভাবে অধিষ্ঠান করেন, সেই রমণী পতির সহিত সহমৃতা হইয়া থাকে।

ইতি নারীজাতকে সহমরণ যোগ।

বিষকন্যাযোগ।

ভাবকুতূহলে—

পাপে লগ্নে শুভখগযুতঃ পাপখেটাবরিস্থৌ।
স্যাতাং যস্যা জন্মসময়ে সা কুমারী বিষাখ্যা ॥ ১

১। যে কন্যার জন্মকালে লগ্ন পাপ গ্রহের ক্ষেত্রে হয় এবং সেই লগ্নে শুভগ্রহের অধিষ্ঠান থাকে আর ষষ্ঠস্থলে পাপগ্রহ অধিষ্ঠান করে সেই নারী বিষকন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধা হয়।

ধর্ম্মগেহগতে ভৌমে লগ্নগে রবিনন্দনে।
পঞ্চমে দিবসাধীশে সা বিষাখ্যা কুমারিকা ॥ ২

২। যে কন্যার জন্মকালে মঙ্গল ধর্ম্মগৃহে, শনিলগ্নে আর রবি পঞ্চম গৃহে অধিষ্ঠান করেন, সেই কন্যা বিষকুমারী বলিয়া পরিগণিতা হয়।

বিষাখ্যা শোকসন্তপ্তা দুর্ভগা মৃতপুত্রিকা।
বস্ত্রাভরণহীনা চ পুরাণৈরুদিতা বুধৈঃ ॥ ৩

৩। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন, যে নারী বিষকন্যা হয়, সে শোক-সন্তপ্তা, দুর্ভগা, মৃতবৎসা ও বস্ত্রালঙ্কার হীনা হইয়া থাকে।

বৃদ্ধযবনে—

ভদ্রাতিথির্যদাশ্লেষা শতভং কৃত্তিকা তথা।
মন্দাররবিবারাশ্চেদ্‌বিষকন্যা বুধৈঃ স্মৃতা ॥ ৪

৪। ভদ্রা তিথিতে,* অশ্লেষা, শতভিষা বা কৃত্তিকা নক্ষত্রে এবং

* ভদ্রা তিথি—দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী

শনি, কুজ বা রবিবারে জন্মধারণ করে, বুধগণ তাহাকে বিষকন্যা বলিয়া গণ্য করেন। *

দ্বাদশীবারুণঃ সূর্য্যে বিশাখা সপ্তমী কুজে।
মন্দেঽশ্লেষা দ্বিতীয়া চ বিষযোগাস্ত্রয়ো মতাঃ॥ ৫

৫। রবিবার, শতভিষা নক্ষত্র ও দ্বাদশী তিথি; মঙ্গলবার, বিশাখা নক্ষত্র ও সপ্তমী তিথি এবং এবং শনিবার অশ্লেষা নক্ষত্র ও দ্বিতীয়া তিথি এই তিনটি বিষযোগ বলিয়া কথিত। ইহাতে যে কন্যার জন্ম হয়, তাহাকে বিষকুমারী বলিয়া বিবেচনা করিবে।

ইতি নারীজাতকে বিষকন্যা যোগ।

বিষযোগ ভঙ্গযোগ।

সপ্তমে সপ্তমাধীশঃ শুভো বা লগ্নচন্দ্রয়োঃ।
বিষযোগমলং হন্তি রংহো হরিরিভংযথা॥ ১

১। জন্মলগ্ন অথবা চন্দ্র হইতে সপ্তম গৃহে সপ্তমাধিপতি অধিষ্ঠিত থাকিলে কিংবা লগ্ন বা চন্দ্র হইতে সপ্তম গৃহে শুভগ্রহ অধিষ্ঠান করিলে কিংবা উক্ত সপ্তম গৃহ শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সিংহ যেমন সবলে হস্তীকে বিনাশ করে, তদ্রূপ এই যোগ কুমারীর বিষযোগ ধ্বংস করিয়া দেয়।

ইতি নারীজাতকেবিষযোগ ভঙ্গযোগ।

* বিষকন্যা—পতিপুত্রহীনা অলক্ষণা কন্যা।

বাধকপীড়াযোগ।

লগ্নে বা সপ্তমে চৈব ক্ষিতিপুত্রোঽথবা সূর্য্যজঃ ॥
চন্দ্রো পাপযুতো দৃষ্টো স্ত্রীণাং বাধকসম্ভবঃ ॥ ১

১। যে নারীর জন্মকালে লগ্নে অথবা সপ্তম গৃহে মঙ্গল বা শনি অধিষ্ঠিত থাকেন এবং চন্দ্র পাপগ্রহযুক্ত হইয়া দৃষ্ট হন, সেই সকল রমণী বাধক পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

লগ্নে চন্দ্রে তথা শুক্রে ভৌমরাহুশনৈশ্চরাঃ।
বহুকষ্টপ্রদো রোগো বাধকঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ২

২। জন্মকালে লগ্নে চন্দ্র ও শুক্র থাকিলে এবং মঙ্গল, রাহু ও শনির যোগ থাকিলে বহুকষ্ট দায়ক বাধক পীড়াজন্মে; পণ্ডিতগণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ইতি নারীজাতকে বাধকপীড়াযোগ।

পিতৃ-শ্বশুরকুলনাশযোগ।

পাপয়োরন্তরে লগ্নে চন্দ্রে বা যদি জায়তে।
তদা কন্যা কুলং হন্তি পিতুশ্চ শ্বশুরস্য চ ॥ ১

১। যখন কোন কন্যার জন্ম হয়, তখন লগ্ন বা চন্দ্র পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী হইলে সেই কন্যা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলকেই বিনষ্ট করে।

ইতি শ্বশুর পিতৃ কুলনাশ যোগ।

—(•)—

কষ্টে সন্তান প্রসবযোগ।

ভাগ্যেশো মূর্ত্তিবর্ত্তী চ সুতেশো নীচগো যদি।
সুতে কেতুবুধৌ স্যাতাং সুতং কষ্টাদ্‌বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১

১। যে নারীর জন্মকালে লগ্নে নবমাধীশ্বর এবং নীচস্থানে পঞ্চমাধিপতি অধিষ্ঠিত থাকেন, আর সুতগৃহে কেতু ও বুধের অধিষ্ঠান হয়, সেই নারী অতীব কষ্টে পুত্রপ্রসব করে।

ষড়াদিত্রয়সংস্থোঽপি নীচো বাপ্যরিসংস্থিতঃ।
পাপাক্রান্তে সুতস্থানে পুত্রং কষ্টাদ্‌বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২

২। যে নারীর জন্মকালে ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশ গৃহে সুতাধিপতির অধিষ্ঠান হয় আর পাপগ্রহ সুতগৃহে অধিষ্ঠিত থাকে, সেই নারী অতি কষ্টে পুত্রপ্রসব করে।

ইতি নারীজাতকে কষ্টে সন্তানপ্রসবযোগ।

লগ্ন, রাশি, ত্রিংশাংশ প্রভৃতিভেদে ফল।

বৃহজ্জাতকে

যুগ্মেষু লগ্নশশিনোঃ প্রকৃতিস্থিতাস্ত্রী
সচ্ছীলভূষণযুতা শুভদৃষ্টয়োশ্চ।
ওজস্থয়োশ্চ পুরুষাকৃতিশীলযুক্তা
পাপা চ পাপযুতবীক্ষিতয়োগুণোনা॥ ১

১। যে রমণীর জন্মরাশি বা জন্মলগ্ন যুগ্মরাশি হয়, সেই নারী প্রকৃতিস্থিতা হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি স্ত্রীস্বভাবের অনুরূপই হয়। যদি উক্ত রাশি বা লগ্ন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই রমণী সচ্চরিত্রা, ধর্ম্মশীলা ও অলঙ্কারে বিমণ্ডিতা হইয়া থাকে। উক্ত লগ্ন অথবা রাশি বিষমরাশি হইলে সেই নারী পুরুষাকারা ও পুরুষপ্রকৃতি হয় আর ঐ লগ্ন বা রাশিতে পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে সেই নারী পাপপরায়ণা ও গুণ হীনা হইয়া থাকে।

কন্যৈব দুষ্টা ব্রজতীহ দাস্যং
সাধ্বী সমায়া কুচরিত্রযুক্তা।
ভূম্যাত্মজর্ক্ষে ক্রমশোঽংশকেষু
বক্রাধিজীবেন্দুজভার্গবানাম্ ॥ ২

২। যে নারীর জন্মসময়ে উদিত লগ্ন বা জন্মরাশি মেষ অথবা বৃশ্চিক হয় আর ঐ লগ্নের বা রাশির মঙ্গলের ত্রিংশাশে জন্ম হয়, সেই স্ত্রী কন্যাবস্থাতেই কুলটা হয়। ঐ উদিত লগ্নের বা রাশির শনির ত্রিংশাশে জন্ম হইলে সেই নারী পরের কিঙ্করী হইয়া থাকে। ঐ উদিত লগ্নের অথবা রাশির বৃহস্পতির ত্রিশাংশে জন্ম ঘটিলে সেই নারী পতিব্রতা হয় এবং বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে কপটাচারিণী হইয়া থাকে। যদি শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই নারী ব্যভিচারিণী হইবে।

দুষ্টা পুনর্ভূঃ সগুণা কলাজ্ঞা
খ্যাতা গুণৈশ্চাসুরপূজিতর্ক্ষে।
স্যাৎ কাপটী ক্লীবসমা সতীচ
বৌধে গুণাঢ্যা প্রবিকীর্ণকামা ॥ ৩

৩। যে নারীর জন্মকালে উদিত লগ্ন বা রাশি বৃষ বা তুলা হয় আর ঐ লগ্ন বা রাশির কুজের ত্রিংশাংশে জন্ম ঘটে, সেই নারী দুষ্টচরিত্রা হইয়া থাকে। ঐ লগ্ন বা রাশির শনির ত্রিংশাংশে জন্ম ঘটিলে সেই নারী পুনর্ভূ অর্থাৎ দুইবার বিবাহিতা হয়। গুরুর ত্রিংশাংশ হইলে গুণবতী, বুধের ত্রিংশাংশ হইলে নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যায় সুদক্ষা, এবং শুক্রের ত্রিংশাংশ হইলে সেই নারী সমধিক গুণবতী হইয়া থাকে। যে নারীর জন্মকালে লগ্ন বা জন্মরাশি মিথুন বা কন্যা হয়, আর ঐ লগ্নের বা রাশির কুজের ত্রিংশাংশে জন্ম ঘটে, সেই নারী কপটাচারিণী হইয়া থাকে। আর ঐ লগ্ন বা রাশির শনির ত্রিংশাংশ হইলে সেই নারী ক্লীব, গুরুর ত্রিংশাংশ হইলে পতিব্রতা, বুধের ত্রিংশাংশ হইলে গুণবতী এবং শুক্রের ত্রিংশাংশ হইলে অধিকতর কামাতুরা হইয়া থাকে।

স্বচ্ছন্দা পতিঘাতিনী বহুগুণা শিল্পিন্যসাধ্বীন্দুভে
ন্নাচারা কুলটার্কভে নৃপবধূঃ পুংচেষ্টিতাগম্যগা।
জৈবে নৈকগুণাল্পরত্যতিগুণা বিজ্ঞানযুক্তাসতী
দাসী নীচরতার্কিভে পতিরতা দুষ্টা প্রজা খাংশকৈঃ ॥৪

৪। যে নারীর জন্মসময়ে উদিত লগ্ন অথবা জন্মরাশি কর্কট হয়, আর যদি ঐ লগ্ন বা রাশির কুজের ত্রিংশাংশে জন্ম ঘটে, তাহা হইলে সেই নারী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে। ঐ প্রকার শনির ত্রিংশাংশ হইলে পতিহন্ত্রী, গুরুর ত্রিংশাংশে হইলে বহুগুণবতী, বুধের ত্রিংশাংশে হইলে শিল্পবিদ্যায় সুদক্ষা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে হইলে সেই নারী অসতী হইয়া থাকে। যে নারীর জন্মসময়ে উদিত লগ্ন বা জন্মরাশি সিংহ হয় আর যদি ঐ লগ্ন ও রাশির মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম ঘটে, তবে সেই নারী পুরুষ প্রকৃতি হইয়া থাকে। ঐ লগ্ন অথবা রাশির শনির ত্রিংশাংশে জন্ম ঘটিলে সেই নারী বেশ্যা, গুরুর ত্রিংশাংশে হইলে রাজমহিষী, বুধের ত্রিংশাংশে হইলে পূর্ব্ববৎ

চরিত্র বিশিষ্টা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে হইলে অগম্যাগামিণী হয়। যে নারীর জন্মসময়ে উদিত লগ্ন বা রাশি ধনু বা মীন হয় আর ঐ লগ্ন বা রাশির মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম ঘটে, তাহা হইলে সেই নারী বহুগুণে গুণবতী হইয়া থাকে। ঐ প্রকার শনির ত্রিংশাংশে জন্মিলে অল্পকামা, গুরুর ত্রিংশাংশে জন্মিলে বহুগুণবতী, বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে বিজ্ঞানে পটীয়সী এবং শুক্রের ত্রিংশাশে জন্মিলে অসতী হইয়া থাকে। যে নারীর জন্মসময়ে উদিত লগ্ন বা রাশি মকর বা কুম্ভ হয় আর মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম ঘটে, সেই নারী পরের কিঙ্করী হয়। ঐ প্রকার শনির ত্রিংশাংশে জন্মিলে নীচ ব্যক্তিতে আসক্ত, গুরুর ত্রিংশাংশে জন্মিলে পতিভক্তিমতী, বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে দুষ্টাশয়া এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্মিলে সেই নারীকে বন্ধ্যা হইতে হয়।

শশিলগ্নসমাযুক্তৈঃ ফলং ত্রিংশাংশকৈরিদম্।
বলাবলবিকল্পেন তয়োরুক্তং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৫

৫। উদিত লগ্ন অথবা রাশির ত্রিংশাংশের যে ফল কথিত হইল, ঐ ত্রিংশাংশের বলাবল অনুযায়ী ফল ঘটিয়া থাকে।

দৃক্‌সংস্থাবসিতসিতৌ পরস্পরাংশে
শৌক্রে বা যদি ঘটরাশিসম্ভবোঽংশঃ।
স্ত্রীভিঃ স্ত্রীমদনবিষানলপ্রদীপ্তা
সংশান্তিং নয়তি নরাকৃতিস্থিতাভিঃ ॥ ৬

৬। যে নারীর জন্মসময়ে শুক্র ও শনি পরস্পরের নবাংশে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্থাৎ শনি শুক্রের নবাংশে ও শুক্র শনির নবাংশে অবস্থান পূর্ব্বক দর্শন করেন, আর যদি বৃষ বা তুলা জন্মলগ্ন হয় এবং জন্মসময়ে কুম্ভের

নবাংশ উদিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী অন্যরমণীর সহিত স্ত্রীপুরুষ-ভাবে সঙ্গত হইয়া কামবৃত্তির শান্তি করে।

শূন্যে কাপুরুষো বলেঽস্তভবনে সৌম্যগ্রহাবীক্ষিতে
ক্লীবোঽস্তে বুধমন্দয়োশ্চর গৃহে নিত্যং প্রবাসান্বিতঃ।
উৎসৃষ্টা রবিণা কুজেন বিধবা বাল্যেঽস্তরাশিস্থিতে
কন্যে বা শুভবীক্ষিতেঽর্কতনয়ে দ্যূনেজরাংগচ্ছতি॥৭

৭। যে রমণীর জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি হইতে সপ্তম গৃহে কোন গ্রহের অধিষ্ঠান না থাকে, ঐ গৃহ যদি দুর্ব্বল হয়। কিংবা সেই সপ্তম গৃহে কোন শুভগ্রহ দৃষ্টি না করে, তবে সেই নারীর পতি অতীব কুৎসিতাকৃতি হইয়া থাকে ঐ সপ্তম গৃহে বুধ বা শনি থাকিলে সেই নারীর পতি নপুংসক হইয়া থাকে। যে নারীর জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি হইতে সপ্তম গৃহ চররাশি হয়, সেই নারীর পতিকে নিরন্তর বিদেশে কালযাপন করিতে হয়।* ঐ সপ্তম স্থানে যদি রবি অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই নারী পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা হয় আর ঐ স্থানে মঙ্গলের অধিষ্ঠান থাকিলে এবং উহাতে পাপ গ্রহের দৃষ্টি পড়িলে সেই নারী যৌবনাবস্থাতেই বিধবা হইয়া থাকে। যে নারীর জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি হইতে সপ্তম গৃহে শনি অধিষ্ঠিত থাকেন এবং তাহাতে পাপ গ্রহের দৃষ্টি পতিত হয়, সেই রমণী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে।

* যে নারীর জন্মলগ্ন বা জন্মরাশির সপ্তম গৃহে স্থির রাশি হয়, তাহার পতি সর্ব্বদা স্বগৃহে বাস করিবে তাহার ঐ সপ্তমগৃহ দ্ব্যাত্মকরাশি হইলে তাহার পতি কিছুদিন বিদেশ বাসী, কিছু দিন বা গৃহবাসী হইবে।

আগ্নেয়ৈর্বিধবাস্তরাশিসহিতৈর্মিশ্রৈঃ পুনর্ভূর্ভবেৎ
ক্রূরেহীনবলেঽস্তগে স্বপতিনা সৌম্যস্থিতা প্রোজ্‌ঝিতা।
অন্যোন্যাংশগয়োঃ সিতাবনিজয়োরন্যপ্রসক্তাঙ্গনা
দ্যূনে বা যদি শীতরশ্মিসহিতৌ ভর্ত্তুস্তদানুজ্ঞয়া ॥ ৮

৮। কোন নারীর জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি হইতে সপ্তম গৃহে যদি অনেক গুলি পাপ গ্রহ অধিষ্ঠান করে, তাহা হইলে সেই নারী বিধবা হয়। উক্ত সপ্তম স্থানে শুভগ্রহ ও পাপগ্রহ থাকিলে সেই নারী স্বীয় পতিকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় অপর ব্যক্তিকে বিবাহ করে। যদি সপ্তম গৃহ দুর্ব্বল হয় আর তাহাতে পাপগ্রহের অধিষ্ঠান থাকে অথচ শুভগ্রহের দৃষ্টি দেখা যায়, তাহা হইলে সেই নারী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়। যে নারীর জন্ম সময়ে শুক্র ও মঙ্গল উভয়ে পরস্পরের নবাংশে অবস্থিতি করে, সেই নারী পর পুরুষে অনুরাগিনী হইয়া থাকে। জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহে শুক্র ও কুজ চন্দ্রের সঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকিলে সেই নারী তাহার পতির আদেশে পরপুরুষে আসক্তা হয়।

সৌরারর্ক্ষে লগ্নগে সেন্দুশুক্রে
মাত্রা সার্দ্ধং বন্ধকী পাপদৃষ্টে।
কৌজেঽস্তাংশে সৌরিণা ব্যাধিযোনি-
শ্চারুশ্রোণী বল্লভাসদ্‌গ্রহাংশে ॥ ৯

৯। যে রমণীর জন্মসময়ে উদিত লগ্ন কুম্ভ, মকর, মেষ অথবা বৃশ্চিক হয়, এবং তাহাতে চন্দ্র ও শুক্রের অধিষ্ঠান থাকে আর ঐ লগ্ন কোন পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হয়, সেই রমণী তাহার জননীর সহিত কুলটাবৃত্তি আশ্রয় করে। লগ্নের সপ্তম গৃহে যদি তৎকালে মঙ্গলের নবাংশ হয় আর সেই নবাংশে শনির দৃষ্টি দেখা যায়, তবে সেই নারী যোনিরোগে আক্রান্ত

হয়। যদি জন্মলগ্নের সপ্তম স্থানে শুভলগ্নের নবাংশ উদিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী সুশোভন অঙ্গবিশিষ্টা হইয়া থাকে।

বৃদ্ধো মূর্খঃ সূর্য্যজর্ক্ষে২ংশকে বা
স্ত্রীলোলঃস্যাৎ ক্রোধনশ্চাবনেয়ে।
শৌক্রে কান্তো২তীব সৌভাগ্য যুক্তো
বিদ্বানভর্ত্তা নৈপুণজ্ঞাশ্চ বৌধে॥ ১০

১০। যে রমণীর জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহ মকর বা কুম্ভ হয় আর তৎকালে ঐ সপ্তম গৃহে শনির নবাংশ উদিত থাকে, সেই নারীর স্বামা বৃদ্ধ ও মূর্খ হইবে। সপ্তম গৃহ মেষ বা বৃশ্চিক হইলে, এবং তাহাতে মঙ্গলের নবাংশ উদিত থাকিলে সেই নারীর স্বামী স্ত্রীলোলুপ ও ক্রোধন প্রকৃতি হয়। সপ্তমস্থান বৃষ বা তুলা হইলে বা উক্ত সপ্তমরাশিতে তখন শুক্রের নবাংশ উদিত হইলে সেই নারীর পতি সুশ্রী ও ভাগ্যবান্ হয়। যে নারীর জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম গৃহ বুধের ক্ষেত্র হয় অর্থাৎ মিথুন বা কন্যা হয় এবং ঐ সপ্তমগৃহে বুধের নবাংশ উদিত থাকে, সেই নারীর পতি বিদ্বান্ ও সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ হইয়া থাকে।

মদনবশগতো মৃদুশ্চ চন্দ্রে
ত্রিদশগুরৌ গুণবান্ জিতেন্দ্রিয়শ্চ।
অতিমৃদুরতিকর্ম্মকৃচ্চ সৌর্য্যে
ভবতি গৃহে২স্তময়ে স্থিতে২ংশকে বা॥ ১১

১১। যে নারীর জন্মলগ্ন হইতে সপ্তমস্থান চন্দ্রের ক্ষেত্র (কর্কটরাশি) হয় অথবা ঐ সপ্তমরাশির চন্দ্রের নবাংশে জন্ম ঘটে, তবে সেই নারীর পতি অত্যন্ত কামার্ত্ত ও মৃদু প্রকৃতি হইবে। ঐ সপ্তমস্থানে গুরুর ক্ষেত্র

(ধনু বা মীন) হইলে অথবা উক্ত সপ্তমস্থানে তখন বৃহস্পতির নবাংশ থাকিলে সেই নারীর স্বামী গুণবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হয়। যে নারীর জন্ম লগ্ন হইতে সপ্তমস্থান সূর্য্যের ক্ষেত্র (সিংহরাশি) হয় কিংবা ঐ সপ্তমে সূর্য্যের নবাংশ উদিত থাকে, সেই নারীর স্বামী অতি মৃদুপ্রকৃতি ও অতীব ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে।

ঈর্ষ্যান্বিতা সুখপরা শশিশুক্রলগ্নে
জ্ঞেন্দ্বোঃ কলাসু নিপুণা সুখিতা গুণাঢ্যা।
শুক্রজ্ঞয়োস্তু রুচিরা সুভগা কলাজ্ঞা
ত্রিষ্বপ্যনেকবসুসৌখ্যগুণা শুভেষু ॥ ১২

১২। যে নারীর জন্মলগ্নে চন্দ্র ও শুক্রের অধিষ্ঠান থাকে সেই রমণী অতীব ঈর্ষ্যাবতী ও সুখপরায়ণা হয়। যদি বুধ ও চন্দ্র জন্মলগ্নস্থ হয়, তাহা হইলে সেই নারী নৃত্যগীতাদি কলা বিদ্যায় পারদর্শিনী, সুখিনী ও গুণবতী হইয়া থাকে। যে নারীর জন্ম সময়ে শুক্র ও বুধ লগ্নে অবস্থান করেন, সেই রমণী পরমাসুন্দরী, পতিবল্লভা ও গীতবাদ্যাদি কলাশাস্ত্রে পারদর্শিনী হয়। যে নারীর জন্মসময়ে চন্দ্র, বুধ ও শুক্র এই তিনটি গ্রহ লগ্নে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই নারীর ভূরিপরিমাণ অর্থসম্পত্তি, নানাবিধ সুখ ও নানাপ্রকার গুণ হইয়া থাকে। বুধ, গুরু, শুক্র এই তিনটি গ্রহ জন্মলগ্নে থাকিলেও ঐরূপ ফল ঘটে।

ক্রূরেঽষ্টমে বিধবতা নিধনেশ্বরোঽংশে
যস্যস্থিতো বয়সি তস্য সমে প্রদিষ্টা।
সৎস্বর্থগেষু মরণং স্বয়মেব তস্যাঃ
কন্যালিগোহরিষু চাল্পসুতত্বমিন্দৌ ॥ ১৩

১৩। যে নারীর জন্মলগ্নের অষ্টম স্থলে পাপগ্রহের অধিষ্ঠান হয়, সেই রমণী বিধবা হইয়া থাকে। জন্মসময়ে ঐ অষ্টমাধীশ্বর যে গ্রহের নবাংশে অবস্থান করেন, সেই গ্রহের অন্তর্দ্দশাকালে ঐ নারীর বৈধব্য ঘটে। যে নারীর জন্মসময়ে জন্মলগ্ন হইতে অষ্টম গৃহে পাপগ্রহ আর দ্বিতীয় গৃহে শুভগ্রহের অধিষ্ঠান হয়, সেই নারী পতির মৃত্যুর পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। যে নারীর জন্মসময়ে কন্যা, বৃশ্চিক, বৃষ বা সিংহ রাশিতে চন্দ্র অধিষ্ঠান করেন, সেই নারী অল্পসন্তানবতী হয়।

সৌরে মধ্যবলে বলেনরহিতৈঃশীতাংশুশুক্রেন্দুজৈঃ
শেষৈর্বীর্য্যসমন্বিতৈঃ পুরুষিণী যদ্যোজরাশ্যুদ্‌গমঃ।
জীবারাস্ফুজিদৈন্দবেষু বলিষু প্রাগ্‌লগ্নরাশৌসমে
বিখ্যাতা ভুবি নৈকশাস্ত্রনিপুনা স্ত্রীব্রহ্মবাদিন্যপি ॥ ১৪

১৪। যে নারীর জন্মসময়ে শনি মধ্যবিধ বলবান্; চন্দ্র, শুক্র ও বুধ দুর্ব্বল এবং সূর্য্য, কুজ ও গুরু এই তিনটি গ্রহ পূর্ণ-বলী হন আর মিথুন রাশি যদি লগ্ন হয়, তাহা হইলে সেই রমণী বহু পুরুষ ভোগ্যা হইয়া থাকে। যে নারীর জন্মসময়ে গুরু, কুজ, শুক্র ও বুধ এই কয়টি গ্রহ বলিষ্ঠ হয় আর জন্মলগ্ন সমরাশি হয়, সেই নারী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে, বহুশাস্ত্রে পারদর্শিণী হয় এবং ব্রহ্মবাদিনী হইয়া থাকে।

পাপেহস্তে নবমগতগ্রহস্থ তুল্যাং
প্রব্রজ্যাং যুবতীরূপেত্য সংশয়েন।
উদ্বাহে বরণবিধৌ প্রদানকালে
চিন্তায়ামপি সকলং বিধেয়মেতৎ ॥ ১৫

১৫। যে রমণীর জন্মসময়ে লগ্ন হইতে সপ্তম গৃহে পাপগ্রহ অধিষ্ঠিত

থাকে এবং নবমগৃহে যে কোন গ্রহ অবস্থান করে, সেই নারী প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাসধর্ম্ম) অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নবম গৃহস্থ গ্রহে যে প্রকার সন্ন্যাস বুঝায়, তদ্রূপ সন্ন্যাসই অবলম্বন করে। যে সমস্ত নারীজাতকের শুভাশুভ যোগ কথিত হইল, কন্যার উদ্বাহকালে, বরণকালে, দানকালে ও প্রশ্নসময়েও গ্রহের অবস্থান্‌সময়ে এই সমস্ত যোগের ফল বিচার করিবে। পরন্তু বিবাহাদি সময়ে লগ্ন সম্বন্ধে যে সমস্ত ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাদিগের সঙ্গে যদি বিরোধি না ঘটে, তবেই এই সমস্ত ফল ঠিক ঠিক মিলিবে ; তদ্‌ভিন্ন কোন ফলই মিলিবার সম্ভব নাই।

নারীজাতক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আদ্যঋতু।

শুভাশুভ ফল।

তিথিরেকগুণাপ্রোক্তা নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণম্।
বারঃষষ্ঠগুণোজ্ঞেয়ো মাসশ্চাষ্টগুণঃস্মৃতঃ।
বস্ত্রংশতগুণং বিদ্যাদ্দর্শনঞ্চ ততোঽধিকম্॥

স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতু সময়ে নিমিত্তীভূত তিথিনক্ষত্রাদিতে ফল সংখ্যার তারতম্য হইয়া থাকে যথা—তিথিতে একগুণ, নক্ষত্রে চতুর্গুণ বারে ছয়গুণ, মাসে আটগুণ, এবং বস্ত্রে শতগুণ; দর্শনে তাহা হইতেও অধিকগুণ শুভাশুভ ফল হয়।

মাসফল।

আর্ত্তবে প্রথমে চৈত্রে বৈধব্যং জায়তে ধ্রুবম্।
বৈশাখে ধনবৃদ্ধিঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে রোগান্বিতা ভবেৎ॥
আষাঢ়ে মৃতবৎসা চ শ্রাবণে ধনসংযুতা।
ভাদ্রে চ দুর্ভগা নারী আশ্বিনে ধনধান্য-ভাক্॥
কার্ত্তিকে নির্দ্ধনা নারী মার্গশীর্ষে বহুপ্রজা।

পৌষেতু পুংশ্চলী নারী মাঘে পুত্রবতীভবেৎ ॥
ফাল্গুনে পুত্র সংপন্না জ্ঞেয়ংমাসফলংবুধৈঃ ॥

চৈত্রমাসে যদি রমণী প্রথম ঋতুমতী (রজঃস্বলা) হয় তাহা হইলে বিধবা হয়, বৈশাখ মাসে ধনবৃদ্ধি, জ্যৈষ্ঠে রোগযুক্তা, আষাঢ়ে মৃতবৎসা (অর্থাৎ তাহার সন্তান হইয়া জীবিত থাকে না), শ্রাবণে ধন শালিনী, ভাদ্র মাসে দুর্ভগা (দরিদ্রা), আশ্বিন মাসে ধনধান্য ভাগিনী, কার্ত্তিক মাসে ধনহীনা, অগ্রহায়ণ মাসে বহুসন্তানবতী, পৌষমাসে পুংশ্চলী (ব্যভিচারিণী), মাঘ মাসে পুত্রবতী, এবং ফাল্গুন মাসে হইলে পুত্রসংযুক্তা হইবে; ইহা জনিয়া পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

তিথিফল।

শুচির্নারী প্রতিপ্রদা দ্বিতীয়ায়াস্তু দুঃখিনী।
তৃতীয়ায়াং পুত্রবতী চতুর্থ্যাং বিধবা ভবেৎ ॥
পঞ্চম্যাঞ্চৈব সৌভাগ্যং ষষ্ঠাংকার্য্য বিনাশিনী।
সপ্তম্যাং সুপ্রজানারী চাষ্টম্যাং রাক্ষসী তথা ॥
নবম্যাং বিধবা নারী দশম্যাং সৌখ্যভোগিণী।
একাদশ্যাংশুচির্নারী দ্বাদশ্যাং মরণংধ্রুবম্ ॥
ত্রয়োদশ্যাংশুভা প্রোক্তা চতুর্দ্দশ্যাং পরান্বিতা।
পৌর্ণমাস্যামমায়াঞ্চ শুভঞ্চাশুভমেবচ ॥

প্রতিপদ তিথিতে নারী প্রথম রজঃস্বলা হইলে শুচি যুক্তা হইয়া থাকে, দ্বিতীয়ায় দুঃখিনী, তৃতীয়ায় পুত্রবতী, চতুর্থীতে বিধবা, পঞ্চমীতে

সৌভাগ্যবতী; ষষ্ঠীতে কার্য্যনাশিনী, সপ্তমীতে উত্তম সন্তানবতী, অষ্টমীতে রাক্ষসী, নবমীতে বিধবা, দশমীতে সুখভোগিনী, একাদশীতে শুচি দ্বাদশীতে মৃত্যু নিশ্চয়, ত্রয়োদশীতে শুভ, চতুর্দ্দশীতে ব্যভিচারিণী, পূর্ণিমায় শুভ এবং অমাবস্যায় অশুভ হইয়া থাকে।

বারফল।

আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব মৃতপ্রজা।
মঙ্গলে আত্মঘাতঃ স্যাদ্‌বুধে কন্যাপ্রসূঃ স্মৃতাঃ॥
গুরুবারে সুতপ্রাপ্তিঃ কন্যাপুত্রযুতাভৃগৌ।
মন্দেচ পুংশ্চলী নারী জ্ঞেয়ং বারফলং শুভম্॥

রবিবারে নারী প্রথম রজঃস্বলা হইলে বিধবা হয়, সোমবারে মৃত প্রজা (অর্থাৎ সন্তান হইয়া বাঁচে না) মঙ্গলবারে আত্মঘাতিনী, বুধবারে কন্যাপ্রসব কারিণী, বৃহস্পতিবারে পুত্র প্রসবিনী, শুক্রবারে কন্যা পুত্রযুক্তা এবং শনিবারে হইলে ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে।

নক্ষত্রফল।

অশ্বিন্যাং সুভগা নারী ভরণ্যাং বিধবা ভবেৎ।
কৃত্তিকায়াঞ্চ বন্ধ্যাস্যাদ্রোহিণ্যাং চারুভাষিণী॥
মৃগে দারিদ্র্য মুক্তোক্তা চার্দ্রায়াং ক্রোধকারিণী।
পুনর্ব্বসৌ পুত্রবতী পুষ্যে পুত্র-ধনেশ্বরী॥
অশ্লেষায়াং ভবেদ্বন্ধ্যা মঘায়াংচার্থ সংযুতা।
পূর্ব্বায়াং চার্থ যুক্তাহি চোত্তরায়াং সতীতথা॥

হস্তেপুত্র ধনৈর্যুক্তা চিত্রায়ামনুচারিণী
স্বাত্যান্যগর্ভাবয়বা বিশাখায়াস্তু নিষ্ঠুরা ॥
মৈত্রেচ দুর্ভগানারী জ্যেষ্ঠায়াং বিধবাভবেৎ।
মূলে পতিব্রতা সাধ্বী পূর্ব্বা সৌভাগ্য ভোগিণী ॥
উত্তরার্থবতীপ্রোক্তা শ্রবে সৌভাগ্য সম্পদঃ।
ধনিষ্ঠায়াং শুভানারী শতে ভদ্রান্বিতাবুধৈঃ ॥
পুংভে চোক্তা কামিনীতু উভে লক্ষী যুতা শুভা।
রেবত্যাং পতিরিক্তাতু জ্ঞেয়ং ভানাং ফলং বুধৈঃ ॥

অশ্বিনী নক্ষত্রে নারী প্রথম রজঃস্বলা হইলে সুভগা হয়, ভরণীতে বিধবা, কৃত্তিকায় বন্ধ্যা, রোহিণীতে মধুরভাবিণী, মৃগশিরায় দরিদ্রা, আর্দ্রায় ক্রোধযুক্তা, পুনর্ব্বসুতে পুত্রবতী, পুষ্যাতে পুত্রবতী ও ধনবতী, অশ্লেষায় বন্ধ্যা, মঘায় ধনবতী, পূর্ব্বফল্গুনীতে অর্থসমন্বিতা, উত্তর ফল্গুনীতে পতিব্রতা, হস্তায় ধন পুত্র সমন্বিতা, চিত্রায় দাসী, স্বাতী নক্ষত্রে অন্যগর্ভবতী, বিশাখায় নিষ্ঠুরা, অনুরাধায় দুর্ভগা, জ্যেষ্ঠায় বিধবা, মূলায় সাধ্বী পতিব্রতা, পূর্ব্বাষাঢ়ায় সৌভাগ্যবতী, উত্তরাষাঢ়ায় ধনবতী, শ্রবণায় সৌভাগ্য-সম্পত্তিশালিনী, ধনিষ্ঠায় শুভান্বিতা, শতভিষায় মঙ্গলদায়িনী, পূর্ব্বভাদ্রপদে কামান্বিতা উত্তরভাদ্রপদে লক্ষ্মীযুক্তা এবং রেবতী নক্ষত্রে হইলে পতি পরিত্যক্তা হইয়া থাকে।

যোগফল।

আয়ুর্ন্ত্রৌ বিধবা নারী বিকুম্ভেচ রজস্বলা।
স্নেহঃ প্রীত্যাস্তু দম্পত্যোরায়ুষ্মাংস্তু ধনপ্রদঃ ॥

সৌভাগ্যে পুত্র যুক্তাতু শোভনে মঙ্গলান্বিতা।
অতিগণ্ডেতু বিধবা স্থকর্ম্মণিতু শোভনা ॥

ধৃতৌ সম্পতিযুক্তাচ শূলে রোগ যুতাভবেৎ।
গণ্ডে দুঃখান্বিতা নারী বৃদ্ধৌ পুত্রান্বিতাভবেৎ ॥

ধ্রুবেতু শোভনা নারী ব্যাঘাতে ভর্ত্তৃঘাতিনী।
হর্ষণে হর্ষযুক্তাতু বজ্রেচৈবান পত্যতা ॥

সিদ্ধৌ পুত্রান্বিতা নারী ব্যতীপাতে বিভর্ত্তৃকা।
মৃতবৎসা বরীয়াংশ্চেৎ পরিঘে চাল্প জীবিনী ॥

শিবে পুত্রবতী নারী সিদ্ধে শীঘ্র ফলান্বিতা।
সাধ্যে ধর্ম্মপরা নারী শুভেশুভ গুণান্বিতা ॥

শুক্রে শুভকরা নারী ব্রহ্মণি স্বপতৌরতা।
ঐন্দ্রে দেবররক্তাচ বৈধব্যং বৈধৃতৌ স্মৃতম্ ॥

বিষ্কুম্ভ যোগে নারী প্রথম রজঃস্বলা হইলে বিধবা হয়, প্রীতিযোগে হইলে পতিস্নেহ, আয়ুষ্মান্ যোগে ধনপ্রাপ্তি, সৌভাগ্যে পুত্রবতী, শোভনে মঙ্গলযুক্তা, অতিগণ্ডে বিধবা। সুকর্ম্মাতে শুভ, ধৃতিতে সম্পত্তিযুক্তা, শূলযোগে রোগিনী, গণ্ডে দুঃখিনী, বৃদ্ধিতে পুত্রবতী, ধ্রুবে মঙ্গল দায়িনী, ব্যাঘাতে পতিনাশিনী, হর্ষণে আনন্দযুক্তা, বজ্রে সন্তানহীনা (বন্ধ্যা) সিদ্ধিতে পুত্রবতী, ব্যতীপাতে পতিবিরহিতা, বরীয়ান্ যোগে মৃতবৎসা, পরিঘে অল্পায়ু বিশিষ্টা, শিবে পুত্রবতী, সিদ্ধে শীঘ্রফলযুক্তা, সাধ্যে ধর্ম্মরতা, শুভে শুভগুণযুক্তা, শুক্রে শুভকর্ম্মকারিণী, ব্রহ্মে নিজপতিরতা, ঐন্দ্রে দেবরে অনুরক্তা, এবং বৈধৃতি যোগে বিধবা হইয়া থাকে।

করণফল।

ববে প্রোক্তাতু বন্ধ্যাস্ত্রী বালবে পুত্রসম্পদঃ।
কৌলবে পুংশ্চলী নারী তৈতিলে চারু ভাষিণী॥
গরে চ গুণ সম্পন্না বনিজে পুত্রিণী স্মৃতা।
বিষ্ট্যাঞ্চ মৃতবৎসাচ শকুনৌ কাম পীড়িতা॥
চতুস্পদে শুভানারী নাগে পুত্রবতী ভবেৎ।
কিস্তুঘ্নে ব্যভিচারীতু করণানাং শুভং ফলম্॥

ব্যবকরণে নারী প্রথম রজঃস্বলা হইলে বন্ধ্যা হয়, বালবে পুত্রবতী, কৌলবে ব্যভিচারিণী, তৈতিলে মধুরভাষিণী, গরে বিবিধগুণযুক্তা, বনিজে পুত্রবতী, বিষ্টিতে মৃতবৎসা, শকুনিতে কামাতুরা, চতুস্পদে মঙ্গল দায়িনী, নাগে পুত্র যুক্তা, এবং কিস্তুঘ্ন করণে হইলে ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে।

রাশিফল।

ব্যভিচারীতু মেষেস্যাদ্‌বৃষভে সুখভোগিণী।
মিথুনে ধনযুক্তোক্তা কর্কটে দুঃখিতা বুধৈঃ॥
সিংহে পুত্রবতী নারী কন্যায়াং মানিনী শুভা।
তুলে বিচক্ষণা নারী বৃশ্চিকে ব্যভিচারিণী॥
ধনৌ পতিব্রতা জ্ঞেয়া মাংস হীনা চ নক্রকে।
কুম্ভে ধনবতী জ্ঞেয়া মীনে চ চপলা বুধৈঃ॥

রমণী মেষ রাশিতে প্রথম রজঃস্বলা হইলে ব্যভিচারিণী হয়, বৃষে ভোগ-সুখ সম্পন্না, মিথুনে ধনযুক্তা, কর্কটে দুঃখিনী, সিংহে পুত্রবতী, কন্যায় অভিমানিনী, তুলায় বুদ্ধিমতী, বৃশ্চিকে ব্যভিচারিণী, ধনুঃতে পতিব্রতা, মকরে কৃশাঙ্গী, কুম্ভে ধনবতী, এবং মীনে চঞ্চলা হইয়া থাকে।

হোরাফল।

সূর্য্যেচ ব্যাধি সংযুক্তা চন্দ্রে হোরে পতিব্রতা।
কুজে হোরেতু দৌর্ভাগ্যং বুধে হোরেতু পুত্রিণী ॥
জীবে সর্ব্ব সমৃদ্ধিঃ স্যাদ্ ভৃগৌ সৌভাগ্যমেব চ।
শনৌ সর্ব্ববিনাশায় হোরকস্তু ফলং বুধৈঃ ॥

সূর্য্যের হোরায় * নারী প্রথম রজঃস্বলা হইলে রোগিণী হয়, চন্দ্রের হোরায় পতিব্রতা, মঙ্গলের হোরায় দুর্ভগা, বুধের হোরায় পুত্রবতী, বৃহস্পতির হোরায় ঐশ্বর্য্যশালিনী, শুক্রের হোরায় সৌভাগ্যবতী এবং শনির হোরায় সর্ব্ববিনাশিনী হয়।

লগ্নফল।

মেষলগ্নে দরিদ্রা চ বৃষভে ধনসংযুতা।
কামিনী মিথুনে লগ্নে কর্কটে পতি নাশিকা ॥
সিংহে পুত্র প্রসূতাচ পতিযুক্তা স্ত্রি লগ্নকে।
তুলে চৈবাঙ্ক্যতা দায়ো বৃশ্চিকে দক্রুদুঃখিনী ॥
ধনুর্লগ্নে ধনৈশ্বর্য্যং মকরে কর্কশা ভবেৎ।
কুম্ভে বংশদ্বয়ঘ্নী চ মীনে সর্ব্বগুণান্বিতা ॥

মেষলগ্নে নারী প্রথম রজঃস্বলা হইলে দরিদ্রা হয়, বৃষে ধনবতী,

* প্রত্যেক রাশিতে দুইটী করিয়া হোরা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক হোরায় সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদিক্রমে অধিপতি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই অধিপতি অনুসারে সূর্য্যের হোরা এবং চন্দ্রের হোরা ইত্যাদি কথিত হয়।

মিথুনে কামাতুরা, কর্কটে পতিনাশিনী, সিংহে পুত্রপ্রসবকারিণী, কন্যায় পতিব্রতা, তুলায় অন্ধতাদায়িকা, বৃশ্চিকে দদ্রুরোগ দুঃখিতা, ধনুতে ঐশ্বর্য্য শালিনী, মকরে কর্কশা, কুম্ভে উভয়বংশনাশিনী, এবং মীনে হইলে সর্ব্বগুণ যুক্তা হয়।

প্রথম রজঃস্বলা নারীর লগ্নে গ্রহফল।

লগ্নে রাহুশ্চ সৌরিশ্চ রবিচন্দ্রৌ তথৈবতু।
তদা সা বিধবা নারী সর্ব্বসৌভাগ্য বর্জ্জিতা॥

যে লগ্নে নারী প্রথম রজঃস্বলা হয়, সেই লগ্নে যদি রাহু, বা শনি অথবা রবি ও চন্দ্র এই দুইটী গ্রহ থাকে তবে সেই রমণী সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য বিহীনা ও বিধবা হয়।

আদ্য ঋতুতে রক্তফল।

রক্তস্য বিন্দুমাত্রেণ স্বৈরিণী চাল্প শোণিতা।
রক্তে রক্তে ভবেৎপুত্রঃ কৃষ্ণেচৈব মৃত প্রজা॥
পিচ্ছলে চ ভবেদ্বন্ধ্যা কাকবন্ধ্যা চ পাণ্ডুরে।
পীতে দুশ্চারিণী জ্ঞেয়া শুভগা গুঞ্জ সাদৃশে॥
সিন্দুর বর্ণে রক্তেতু কন্যা সন্ততিরেব চ॥

রমণীর প্রথম রজঃস্বলার সময় যদি রক্ত অল্পবর্ণ (অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ফ্যাকাশে) হয় এবং বিন্দু বিন্দু পতিত হয় তবে সেই নারী ব্যভিচারিণী হয়, বিশেষ রক্তবর্ণ ও অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব হইলে পুত্রবতী, কৃষ্ণবর্ণ হইলে মৃতপ্রজা, পিচ্ছিল হইলে বন্ধ্যা, পাণ্ডুর বর্ণ হইলে কাকবন্ধ্যা (১টী মাত্র সন্তান প্রসব কারিণী) পীতবর্ণ হইলে দুশ্চারিণী, গুঞ্জাফল সদৃশ বর্ণ

বিশিষ্ট হইলে সুভগা, এবং সিন্দুরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে কন্যা প্রসব কারিণী হইয়া থাকে।

প্রথম রজঃস্বলা নারীর সময়ফল।

পূর্ব্বাহ্নে সুভগা প্রোক্তা মধ্যাহ্নে চৈব নির্ধনা।
অপরাহ্নে শুভাচৈব সায়াহ্নে সর্ব্ব ভোগিনী॥
সন্ধ্যায়োরুভয়োর্ব্বেশ্যা নিশীথে বিধবাভবেৎ।
পূর্ব্বরাত্রে তথা বন্ধ্যা দুর্ভগা সর্ব্বসন্ধিষু॥

রমণী প্রথম রজঃস্বলা যদি প্রাতঃকালে হয় তবে সুভগা হইয়া থাকে মধ্যাহ্নে হইলে ধনহীনা, অপরাহ্নে হইলে শুভা, সায়াহ্নে হইলে সর্ব্ব ভোগিনী, সন্ধ্যাকালে অথবা ভোর সময়ে হইলে বেশ্যা, মধ্যরাত্রিতে হইলে বিধবা, প্রথম রাত্রিতে হইলে বন্ধ্যা এবং সকল সন্ধি (প্রভাত সময়ে ও সন্ধ্যাকালে) সময়ে হইলে দুর্ভগা হইয়া থাকে।

প্রথম রজঃস্বলা নারীর পরিধেয় বস্ত্রফল।

সুভগা শ্বেত বস্ত্রা চ রোগিণী রক্তবস্ত্রকা।
নীলাম্বর ধরা নারী বিধবা পুষ্পবন্তিকা॥
ভোগিনী পীতবস্ত্রা চ মিশ্রবস্ত্রা বরপ্রিয়া।
সূক্ষ্মাস্যাৎ সূক্ষ্মবস্ত্রা চ দৃঢ়বস্ত্রা পতিব্রতা॥
দুর্ভগা জীর্ণবস্ত্রা চ সুভগা মধ্যবাসসা।
ধৌতবস্ত্রা শুভা নারী মলিনী মলিনা ভবেৎ॥

যে নারী শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রথম রজঃস্বলা হয় সে সুভগা (সৌভাগ্যশালিনী) হইয়া থাকে॥ রক্ত বস্ত্রে রোগিণী, নীল বস্ত্রে বিধবা,

পীত (হরিদ্রা) বস্ত্রে ভোগিনী, বিচিত্র বস্ত্রে পতিপ্রিয়া, সূক্ষ্ম বস্ত্রে কৃশা, দৃঢ় (মোটা) বস্ত্রে পতিব্রতা, জীর্ণ (ছেঁড়া) বস্ত্রে দুর্ভাগা, মধ্যম প্রকার (অর্থাৎ সূক্ষ্ম অথবা অধিক মোটা নহে) বস্ত্রে সুভগা, ধৌত (দশাযুক্ত পশমী বস্ত্রবিশেষ) বস্ত্রে শুভা এবং মলিন বস্ত্রে হইলে মলিনা (দুঃখিনী) হইয়া থাকে।

রজঃস্বলা নারীর ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য নির্ণয়।

আর্ত্তবাভিস্টুতাং নারীমেকবেশ্মনি সংশ্রয়েৎ।
নচান্যজাতি সংস্পর্শং কুর্য্যাৎস্পর্শং ন চ কচিৎ॥
ত্রিরাত্রং স্বমুখং নৈব দর্শয়েদ্‌যস্য কস্যচিৎ।
স্ববাক্যং শ্রাবয়েন্নৈব নকুর্য্যাদ্দন্ত ধাবনম্‌॥
ন কুর্য্যাদার্ত্তবে নারী গ্রহাণামীক্ষণং তথা।
অঞ্জনাভ্যঞ্জনং স্নানং প্রবাসং বর্জ্জয়েত্তথা॥
নখাদি কৃন্তনং রজ্জুতালপত্রাদি বন্ধনম্‌।
নবে শরাবে ভূঞ্জীত তোয়ং চাঞ্জলিনা পিবেৎ॥

নারী প্রথম রজঃস্বলা হইলে তাহাকে এক গৃহে রক্ষা করিবে। সেই নারী অন্য জাতিকে এবং স্বজাতিকেও কথনও স্পর্শ করিবে না, ত্রিরাত্র অর্থাৎ তিন দিন যাবৎ কাহাকেও নিজ মুখ দেখাইবে না এবং নিজের বাক্য কাহাকেও শ্রবণ করাইবে না, দন্ত ধাবন (দাঁত মাজা), গ্রহ (চন্দ্র সূর্য্যাদি) দর্শন, অঞ্জন (কাজল পরা), অভ্যঞ্জন (তৈল মর্দ্দন), স্নান, প্রবাসবাস, নথ কর্ত্তন, রজ্জু বন্ধন (দড়ি পাকান) এবং তাল পত্রাদির বন্ধন রজঃস্বলা অবস্থায় বর্জ্জন করিবে। এবং নূতন সরায় করিয়া অন্নাদি ভোজন ও অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া জল পান করিবে।

অশুভ রজঃস্বলায় দোষ শান্তি।

তত্র শান্তিং প্রকুর্ব্বীত ঘৃত দূর্ব্বা তিলাক্ষতৈঃ।
প্রত্যেকাষ্টশতঞ্চৈব গায়ত্র্যা জুহুয়াত্ততঃ॥
স্বর্ণ গোভূতিলান্ দদ্যাৎ সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে॥

অন্যচ্চ—মাস দোষে গুড়ং তৈলং বারদোষে চ তণ্ডুলং।
নক্ষত্রে চ মণিং দদ্যাদ্ যোগে চ তিল কাঞ্চনং॥
তিথি দোষে চ গাং দদ্যাৎ করণে কাঞ্চনং তথা।
লগ্ন দোষে বৃষং দদ্যাৎ প্রথমং স্ত্রীরজঃস্বলা॥

রমণীর আদ্য ঋতুর সকল দোষ শান্তির জন্য গায়ত্রী পাঠ করিয়া ঘৃত দূর্ব্বা, তিল ও আতপ তণ্ডুলের দ্বারা ১০৮ বার আহুতি প্রদান করিয়া পরে (গ্রহবিপ্রকে) স্বর্ণ, গো, ভূমি ও তিল দান করিবে।

মতান্তরে আদ্য ঋতুর মাস দোষে গুড় ও তৈল দান করিবে, বার দোষে তণ্ডুল, নক্ষত্রে মণি, যোগে তিল ও স্বর্ণ, তিথিতে গাভী, করণে স্বর্ণ এবং লগ্ন দোষে বৃষ দান করিবে।

রজঃস্বলা নারীর ত্রিরাত্র অশুচিত্ব।

প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি॥

ভরদ্বাজঃ।

রজঃস্বলা নারী, প্রথম দিবসে চাণ্ডালী তুল্যা, দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মঘাতিনী

এবং তৃতীয় দিবসে রজকী তুল্যা হইয়া থাকে। চতুর্থ দিবসে শুদ্ধা হইয়া থাকে *।

রজঃস্বলা স্ত্রীসহবাস দিন নির্ণয়।

ষোড়শর্ত্তুর্নিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বণ্যাদ্যাশ্চতস্রশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্ যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্ত্তবে স্ত্রিয়ম্ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

নারীর রজঃস্বলার প্রথম দিন হইতে (১৬) ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত ঋতু কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুত্রকামী ব্যক্তি ষোড়শ দিনের মধ্যে প্রথম চারি দিবস পরিত্যাগ করিয়া, পর্ব্ব (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ইত্যাদি) ভিন্ন যুগ্ম দিবসে স্ত্রীসহবাস করিবে।

স্ত্রীসহবাসের প্রশস্তাপ্রশস্ত দিন নির্ণয়।

ঋতুঃ স্বাভাবিকী স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ-স্মৃতাঃ।
তাসামাদ্যা শ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাঃস্যুঃ প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ ॥

গোতমঃ।

* "শুদ্ধা ভর্ত্তুশ্চতুর্থেঽহ্নি অশুদ্ধা দৈবপৈত্র্যয়োঃ।
দৈবে কর্ম্মণি পৈত্র্যে চ পঞ্চমেঽহনি শুধ্যতি ॥"

নারী চতুর্থ দিবসে শুদ্ধা হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র গর্ভাধান কার্য্যেই উপযুক্তা হইয়া থাকে; কিন্তু দৈব-পৈত্র্যাদি কার্য্যকরণে কদাচ অধিকারিণী হয় না। দৈব ও পৈত্র্যাদি কার্য্যে পঞ্চম দিনে শুদ্ধা হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ স্ত্রীগণের ঋতুকাল ষোড়শ দিন, উহার মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ এই ছয়টী দিন পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশ দিনের রাত্রি (স্ত্রীসহবাস বিষয়ে) প্রশস্ত।

পুত্র বা কন্যাকামীর স্ত্রীসহবাস রাত্রি নির্ণয়।

চতুর্থ্যাং ষষ্ঠ্যামষ্টম্যাং দশম্যাং দ্বাদশ্যাঞ্চোপেয়াদিতি পুত্রকামঃ, পঞ্চম্যাং সপ্তম্যাং নবম্যামেকাদশ্যাঞ্চ স্ত্রী কামঃ, ত্রয়োদশী প্রভৃতয়ো নিন্দ্যাঃ। এষূত্তরোত্তরং বিদ্যাদায়ুরারোগ্যমেবচ। প্রজা-সৌভাগ্যমৈশ্বর্য্যং বলঞ্চ দিবসেষু বৈ ॥

পুত্রকামী ব্যক্তি মাসিক কাল সংযত থাকিয়া, পত্নী ঋতুস্নাতা হইলে, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম ও ১২শ ইহার অন্যতম দিবসে (রাত্রিতে) স্ত্রী সঙ্গম করিবে। কন্যাকামী ব্যক্তি ৫ম, ৭ম, ৯ম এবং ১১শ ইহার অন্যতম দিনে স্ত্রী সঙ্গম করিবে। ত্রয়োদশ প্রভৃতি দিনগুলি স্ত্রী সঙ্গম বিষয়ে অপ্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দিনগুলি উত্তরোত্তর প্রশস্ত। উক্ত নিয়মে স্ত্রী-সঙ্গম করিলে আয়ুক্ষয় ও অনারোগ্য হয় না এবং সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যশালী বলবান পুত্র লাভ হইয়া থাকে।

দিন বিশেষে স্ত্রীসহবাসে পুত্রের অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু।

তত্র প্রথমে দিবসে ঋতুমত্যাং মৈথুন-গমনমনায়ুষ্যং পুংসাং ভবতি। যশ্চ তত্রাধীয়তে গর্ভঃ স প্রসবমানো বিমুচ্যতে। দ্বিতীয়েঽপ্যেবং সূতিকা গৃহে বা। তৃতীয়েঽ-

প্যেবমসম্পূর্ণাঙ্গমল্পায়ুর্ব্বা ভবতি। চতুর্থেতু সম্পূর্ণাঙ্গো দীর্ঘায়ুশ্চ ভবতি। ন চ প্রবর্ত্তমানে রক্তে বীজং প্রবিষ্টং গুণকরং ভবতি। যথা নদ্যাং প্রতিস্রোতঃ প্লাবিদ্রব্যং প্রক্ষিপ্তং প্রতিনিবর্ত্ততে, নোর্দ্ধং গচ্ছতি, তদ্বদেব দ্রষ্টব্যং তস্মাৎ নিয়মবতীং ত্রিরাত্রং পরিহরেৎ। অতঃ পরং মাসাদুপেয়াৎ ॥

ঋতুর প্রথম দিবসে স্ত্রী-সঙ্গম করিলে আয়ুক্ষয় হয়; এবং সেই সঙ্গমে গর্ভোৎপন্ন হইলে গর্ভ-প্রসূত সন্তমৃত হয়। দ্বিতীয় দিবসে সঙ্গম করিলেও উক্তরূপ ফল হইবে, অথবা সূতিকা গৃহেই (অর্থাৎ দশ দিন মধ্যেই) বিনষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসে সঙ্গম করিলে এবং তাহাতে গর্ভ হইলে সম্পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় না এবং অল্পায়ুঃ হয়; চতুর্থ দিবসে সঙ্গমে গর্ভ হইলে সম্পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘায়ুঃ হয়; (জ্যোতিষ মতে ৪র্থ দিবসও নিষিদ্ধ কেন না তাহাতে অল্পায়ুঃ হয়)। যেমন স্রোতের প্রতিকূলে কোন ভাসমান দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলে, উহা উর্দ্ধদিকে গমন না করিয়া স্রোতাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেইরূপ আর্ত্তবরক্ত বিনির্গমন কালে সঙ্গম-শুক্র প্রবিষ্ট হইলে উহা গুণকর (কার্য্যকর) হয় না। সেইজন্য নারীকে ঋতুর তিন দিন নিয়মে রাখিতে হয় এবং স্পর্শ করিতে নাই। পত্নী ঋতুস্নাতা হইলে, প্রতি মাসেই গর্ভাধান-বিহিত দিবসের রাত্রিতে স্ত্রী-সঙ্গম করিবে। সেই দিন পুরুষের সর্পিঃ পান ও দুগ্ধান্ন ভোজন এবং স্ত্রীর তৈল মাষাদি ভোজন ও তৈল মর্দ্দনে শরীর স্নিগ্ধ করা কর্ত্তব্য। ঐ দিবসে স্বামী, স্ত্রীকে প্রিয়-ভাষণাদি দ্বারা প্রীত করিবেন।

স্ত্রীসহবাস দিনে আহারাদি নিয়ম।

ঘৃতপিণ্ডো যথৈবাগ্নিমাশ্রিতঃ প্রবিলীয়তে।
বিসর্পত্যার্ত্তবং নার্য্যা তথা পুংসাং সমাগমে॥
আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্ত্রোঽপি তাদৃশঃ॥

যেমন ঘৃতপিণ্ড, অগ্নিকে আশ্রয় করিলে গলিয়া যায়, সেইরূপ নারীর আর্ত্তব, পুরুষ সমাগমে গলিত হইয়া বিস্তৃত হয়, এবং শুক্রের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এবং স্ত্রী ও পুরুষ যাদৃশ আহার, আচার ও চেষ্টা সমন্বিত হইয়া সঙ্গত হয়, তাদৃশ পুত্রই জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ঐ দিবস পুরুষ এবং স্ত্রীর ঘৃতপান ও দুগ্ধান্ন প্রভৃতি সাত্ত্বিক আহার ও আচার বিশিষ্ট হইয়া থাকা কর্ত্তব্য।

ঋতুর দিনভেদে কন্যা পুত্র জন্ম কথন।

রাত্রৌ চতুর্থ্যাং পুত্ত্রঃ স্যাদল্পায়ুর্ধন বর্জ্জিতঃ।
পঞ্চম্যাং পুত্রিণী নারী ষষ্ঠ্যাং পুত্ত্রঃ সুমধ্যমঃ॥
সপ্তম্যামপ্রজা যোষিদষ্টম্যামীশ্বরঃ পুমান্।
নবম্যাং সুভগা নারী দশম্যাং প্রবরঃ সুতঃ॥
একাদশ্যামধর্ম্ম্যা স্ত্রী দ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমঃ।
ত্রয়োদশ্যাং সুতা পাপা বর্ণ সঙ্কর কারিণী॥
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ আত্মবেদী দৃঢ়ব্রতঃ।
প্রজায়তে চতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং পতিব্রতা॥
আশ্রয়ঃ সর্ব্বভূতানাং ষোড়শ্যাং জায়তে পুমান্॥

বেদব্যাসঃ।

বেদব্যাস বলিয়াছেন, ঋতুর দিন ভেদে কন্যা ও পুত্র জন্মিয়া থাকে। ঋতুর চতুর্থ দিবসের রাত্রিতে সঙ্গমে পুত্র হয়, কিন্তু সেই পুত্র অল্পায়ুঃ ও দারিদ্র হইয়া থাকে। পঞ্চম রাত্রে কন্যা জন্মে এবং কালে সেই কন্যা পুত্রবতী হইয়া থাকে; ষষ্ঠ রাত্রে সুমধ্যম পুত্র জন্মে; সপ্তম রাত্রে কন্যা জন্মে এবং সেই কন্যা বন্ধ্যা হয়; অষ্টম রাত্রে শ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মে; নবম রাত্রে সুভগা কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

দশম রাত্রে শ্রেষ্ঠতর পুত্র জন্মে; একাদশ রাত্রে কন্যা জন্মে এবং সেই কন্যা ধর্ম্মহীনা হইয়া থাকে; দ্বাদশরাত্রে উত্তম পুত্র জন্মে; ত্রয়োদশ রাত্রে কন্যা জন্মে এবং সেই কন্যা পাপীনী ও ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে; চতুর্দ্দশ রাত্রে ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রতপরায়ণ, শ্রেষ্ঠতম পুত্র জন্মে; পঞ্চদশরাত্রে কন্যা জন্মে সেই কন্যা ধার্ম্মিকা ও পতিব্রতা হইয়া থাকে; এবং ষোড়শ দিবসের রাত্রিতে ঈশ্বরাংশ-সম্ভূত, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দীর্ঘায়ুঃ সর্ব্বলোকের আশ্রয় স্বরূপ, মহাপুরুষের জন্ম হইয়া থাকে॥

গর্ভাধান।

(পুনর্ব্বিবাহ)

ঋতৌতু প্রথমে কার্য্যং পুন্নক্ষত্রে শুভেদিনে।
মঘামূলান্ত্য পক্ষান্তং মুক্তা চন্দ্রবলে সতি।

নারী প্রথম রজঃস্বলা হইলে, শুভ দিনে পুরুষ নক্ষত্রে, মঘা. মূলা, রেবতী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্র বলবান হইলে গর্ভাধান করা প্রশস্ত।*

গণ্ডান্তং ত্রিবিধং ত্যজেন্নিধন জন্মর্ক্ষেচ মূলান্তকং দাস্রং,
পৌষ্ণমথোপরাগদিবসং পাতং তথা বৈধৃতিম্।
পিত্রোঃ শ্রাদ্ধদিনং দিবাচ পরিঘাদ্যর্দ্ধং স্বপত্নীগমে,
ভান্যুৎপাত হতানি মৃত্যুভবনং জন্মর্ক্ষতঃ পাপভম্॥
ভদ্রাষষ্ঠী পর্ব্বরিক্তাচ সন্ধ্যা ভৌমার্কার্কি নাদ্যরাত্রিশ্চতস্রঃ॥

ত্রিবিধ গণ্ডান্ত (তিথিগণ্ডান্ত, লগ্নগণ্ডান্ত, নক্ষত্র গণ্ডান্ত) বধতারা, জন্মতারা, মূলা, ভরণী, অশ্বিনী, ও রেবতী নক্ষত্র, গ্রহণ দিন, ব্যতীপাত, ও বৈধৃতিযোগ, মাতাপিতার শ্রাদ্ধ দিবস, দিবাভাগ, পরিঘযোগার্দ্ধ, উৎপাতাহত নক্ষত্র, পাপযুক্ত নক্ষত্র, জন্মলগ্ন হইতে অষ্টম লগ্ন, ভদ্রা (দ্বিতীয়া, দ্বাদশী, সপ্তমী) তিথি, ষষ্ঠী তিথি, পর্ব্ব (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি) রিক্তাতিথি (চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী) সন্ধ্যাকাল, রবি, মঙ্গল, শনিবার এবং প্রথম রাত্রি চতুষ্টয়, এই সকল গর্ভধান কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে।

গর্ভাধান সময় নির্ণয়।

রজঃস্বলা যদা নারী যোগ্যাস্যাদ্‌গর্ভধারণে।
অতঃ কুর্ব্বীত তৎসঙ্গং গর্ভার্থং বুদ্ধিমান্ নরঃ॥
ভরদ্বাজসংহিতা।

নারী রজঃস্বলা হইলে গর্ভধারণে উপযুক্ত হয় বলিয়া, গর্ভ উৎপাদনের নিমিত্ত স্ত্রী সহবাস করিবে।

বর্ষ-দ্বাদশকাদূর্দ্ধং যদি পুষ্পং বহির্নহি।
অন্তঃপুষ্পং ভবত্যেব পনসোড়ুম্বরাদিবৎ।
অতস্তত্র প্রকুর্ব্বীত তৎসঙ্গং বুদ্ধিমান্ নরঃ॥
কশ্যপ সংহিতা।

যদিও অনেক স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেলেও রজো দর্শন হয় না, তথাপি তাহাদিগের অন্তঃ রজঃ হয় বলিয়া, যেমন কাঁটাল ও যজ্ঞডুমুরের বাহিরে পুষ্প না হইয়াও ফল উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ গর্ভধারণ যোগ্য হয় বলিয়া ত্রয়োদশ বর্ষেই অভিগমনের মুখ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি (সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত) ত্রয়োদশ বর্ষে ও স্ত্রী সঙ্গ করিবে।

গর্ভাধানে বিহিত-নক্ষত্র বারাদি নিরূপণ।

স্বাতী হস্তানুরাধেন্দুত্তরা বারুণ-রোহিণী।
ধনিষ্ঠা শ্রবণা চৈব গর্ভাধানেষু শোভনাঃ॥

ইতি গর্গঃ।

হরি-হস্তানুরাধা চ স্বাতী বারুণ বাসবম্।
উত্তরা ত্রিতয়ং সৌম্যং রোহিণী চ শুভাঃ স্মৃতাঃ॥
চিত্রাদিত্যেন্দবস্তিষ্য-তুরগৌ চেতি মধ্যমাঃ।
শেষাণ্যৃক্ষাণি দুষ্টানিস্যুর্নিষেকাখ্য-কর্ম্মণি॥

বৃহস্পতিঃ।

মৈত্রোত্তরা-বরুণ-ভানি নিষেক কার্য্যে পূজ্যানীত্যাদি॥

নির্ণয়সিন্ধুঃ।

জ্যেষ্ঠা মূলা মঘাশ্লেষা রেবতী কৃত্তিকাশ্বিনী।
উত্তরা ত্রিতয়ং ত্যক্ত্বা পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেদৃতৌ॥

জ্যোতিষতত্ত্ব।

স্বাতী, হস্তা, অনুরাধা, শ্রবণা, শতভিষা, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরা-

ষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, মৃগশিরা ও রোহিনী এই কয়েকটী নক্ষত্রে গর্ভাধান শুভ। চিত্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্বিনী (জ্যোতিষতত্ত্বমতে অশ্বিনী নিষিদ্ধ) এই কয়েকটী নক্ষত্র মধ্যম; এতদ্ভিন্ন নক্ষত্রে অশুভ।

হস্তাদিতি শ্রবণ-মূল-মৃগর্ক্ষ-পুষ্যা,
বারে রবেঃ সুরগুরোঃ ক্ষিতিজস্য নন্দা।
ভদ্রা জয়া তিথিষু সিংহধনুর্ঘটেষু
গো-মীন-বৃশ্চক-যুতেষু পুনর্ব্বিবাহঃ॥

শুদ্ধিদীপিকা।

নন্দা ভদ্রা ভবেৎ পুংসি স্ত্রীষু পূর্ণা জয়া স্মৃতা।
রিক্তা নপুংসকে ত্বাহুস্তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

জ্যোতিষতত্ত্ব।

হস্তা, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, মূলা, মৃগশিরা ও পুষ্যা এই সকল পুংনক্ষত্রে; রবি বৃহস্পতি ও মঙ্গল, এই তিনটী পুংগ্রহবারে; নন্দা, ভদ্রা, ও জয়া তিথিতে সিংহ, ধনু, কুম্ভ, বৃষ, মীন ও বৃশ্চিক লগ্নে গর্ভাধান (পুনর্ব্বিবাহ) প্রশস্ত।

জ্যোতিষতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে যে নন্দা ও ভদ্রা তিথি পুংসংজ্ঞক, পূর্ণা ও জয়া স্ত্রী সংজ্ঞক এবং রিক্তা নপুংসকসংজ্ঞক, এইজন্য রিক্তা তিথিতে গর্ভাধান পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু সকলেই পুত্রাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, সেই পুত্রাকাঙ্ক্ষাই শুভবিহিত জ্ঞানে দীপিকাকার প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ, কেবলমাত্র পুংগ্রহবারে ও পুংসংজ্ঞক নক্ষত্রে গর্ভাধান বিহিত বলিয়াছেন; ইহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও গর্গাদি মুনিকৃত বচনের সহিত কোন কোন বিষয়ে বিরোধ দৃষ্ট হয়। যথা—

ষষ্ঠীং পর্ব্বং চতুর্থীঞ্চ হিত্বা যুগ্মাসু রাত্রিষু।
ধেন্দু-শুক্র-জীবাহে গর্ভাধানং সমাচরেৎ॥ গর্গঃ।

ষষ্ঠ্যষ্টমী পঞ্চদশী চতুর্থী চতুর্দ্দশী মপ্যুভয়ত্র°হিত্বা।
শেষাঃ শুভাঃ স্যুস্তিথয়ো নিষেকে বারাঃ শশাঙ্কেজ্য-
সিতেন্দুজানাম্ ॥ কশ্যপঃ।

গর্গ বলেন ষষ্ঠী, চতুর্থী, ও পর্ব্বদিবস পরিত্যাগ করিয়া ঋতুর যুগ্ম দিবসে, বুধ, সোম, শুক্র, ও বৃহস্পতিবারে গর্ভাধান করিবে। কশ্যপ বলেন ষষ্ঠী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, চতুর্থী ও চতুর্দ্দশী ভিন্ন অন্য তিথি এবং সোম, বৃহস্পতি, শুক্র ও বুধবারে গর্ভাধান শুভ। এই বচনে সোম ও শুক্র স্ত্রীগ্রহবার এবং বুধ নপুংসকগ্রহবার হইলেও উহা বিহিত হইয়াছে। আপস্তম্ব, গর্গ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ মূলা নক্ষত্রে গর্ভাধান নিষেধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মূলা নক্ষত্রের প্রথম পাদে বিবাহে ও গর্ভাধানে মৃত্যুফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরন্তু উক্ত দীপিকা বচনে নন্দাদি তিথির উল্লেখ থাকায় ষষ্ঠী ও অষ্টমী তিথি গর্ভাধানে বিহিত হইতেছে; কিন্তু গর্গাদি-প্রণীত মূল গ্রন্থে ষষ্ঠী ও অষ্টমী তিথি গর্ভাধানে বিশেষ নিষিদ্ধ। প্রচলিত পঞ্জিকায় (পুংগ্রহবারে পুত্র হয় বলিয়া) মাত্র রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারেই গর্ভাধানের দিন লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু গর্গাদি মুনিগণ সোম, শুক্র ও বুধবারেও গর্ভাধান শুভ বলিয়াছেন। সোম ও শুক্র স্ত্রীগ্রহবার, উহাতে গর্ভাধান করিলে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বস্তুতঃ বুধ ও শনি ক্লীব বার বলিয়া নিষিদ্ধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু সোম ও শুক্রবারে (কন্যা জন্ম হয় বলিয়া) নিষিদ্ধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না।

গর্ভাধানে বিহিত-লগ্নাদিনিরূপণ।

বৃষ সিংহ ধনুর্মীন-কুম্ভ-বৃশ্চিক-ভেষুচ।
শুভেষু শুভদৃষ্টেষু গর্ভাধানং শুভাবহম্ ॥

বৃষ, সিংহ ধনু, মীন, কুম্ভ ও বৃশ্চিকলগ্ন শুভযুক্ত ও শুভদৃষ্ট হইলে, ঐসকল লগ্নে গর্ভাধান শুভজনক হয়।

গর্ভাধানে বিশেষ লগ্নজ্ঞান।

পাপাহসংযুত-মধ্যগেষু দিনকৃল্লগ্ন-ক্ষপাস্বামিষু,
তদ্দ্যুনেষ্বশুভোহিতেষু বিকুজে ছিদ্রে বিপাপে সুখে।
সদ্যুক্তেষু ত্রিকোণ-কণ্টক-বিধুষ্বায়-ত্রি-ষষ্ঠান্বিতে,
পাপে যুগ্ম-নিশাস্বগণ্ড-সময়ে পুংশুদ্ধিতঃ সঙ্গমঃ॥

গর্ভাধানে বিশেষ লগ্ন অর্থাৎ লগ্ন হইতে কোনস্থানে কিরূপ গ্রহ সমাবেশ হইলে গর্ভাধান শুভ হইয়া থাকে, তাহা লিখিত হইতেছে।

গর্ভাধানকালীন চন্দ্র, রবি ও লগ্ন পাপযুক্ত ও পাপ মধ্যগত না হইলে এবং উহাদিগের সপ্তমস্থানে অশুভ গ্রহ না থাকিলে এবং লগ্ন হইতে অষ্টমে মঙ্গল ও চতুর্থে পাপগ্রহ না থাকিলে এবং কেন্দ্র ও ত্রিকোণে শুভগ্রহ থাকিলে এবং চন্দ্র শুভযুক্ত হইলে এবং ৩য়, ৬ষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, ষষ্ঠদিনাবধি ষোড়শদিনাভ্যন্তরে যুগ্মরাত্রিতে; পুরুষের চন্দ্র ও তারা শুদ্ধ হইলে গর্ভাধান বিশেষ শুভপ্রদ হইয়া থাকে। বিষ্টিকরণ ও নিষিদ্ধযোগ এবং গণ্ডসময় অবশ্য পরিত্যাজ্য।

গণ্ডসময় নিরূপণ।

মূলা-মঘাঽশ্বিনীনামাদ্যং জ্যেষ্ঠান্তসর্পাণাম্।
অন্ত্যং গণ্ডপদং ত্যক্ত্বা ষোড়শাহে ঋতৌ ব্রজেৎ॥

সংস্কৃত্য মুক্তাবলী।

মূলা, মঘা ও অশ্বিনীনক্ষত্রের আদ্যপাদ, এবং জ্যেষ্ঠা, রেবতী ও অশ্লেষার শেষপাদ গণ্ডসময় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহাতে গর্ভাধানের ফল অশুভজনক, অতএব উহা ত্যাগ করিয়া ঋতুর যোড়শ দিবস মধ্যে গর্ভাধান করিবে।

গণ্ডত্যাগাসমর্থে ব্যবস্থা।

অন্ত্যং পৌষ্ণেন্দ্র-সর্পাণাং আদ্যং পিত্র্যহশ্বি-মূলগম্।
গণ্ডং দণ্ডত্রয়ং খ্যাতং সর্ব্বকার্য্যেষু কল্পিতম্॥

ভুজবল-ভীমঃ।

যে সকল পুরুষ সম্পূর্ণ গণ্ডসময় পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাহারা অন্ততঃ জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা ও রেবতীর শেষ তিনদণ্ড এবং মঘা, অশ্বিনী ও মূলার প্রথম তিন দণ্ড অবশ্য পরিত্যাগ করিবে; যেহেতু উহাতে উৎকট রোগাদি ও নানারূপ কুফলজনিত বিশেষ বিপদাশঙ্কা।

গর্ভাধান নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রতিপ্রসব।

লগ্নস্থো বা সুতস্থো বা ধর্ম্মস্থো বা বলীগুরুঃ।
প্রোক্তর্ক্ষে শুভবারে চ ধারয়েদ্ গর্ভমুত্তমম্॥
লগ্নাত্মজেশৌ সংযুক্তাবন্যোন্যঞ্চাপি বীক্ষিতৌ।
ক্ষেত্রে পরস্পরস্তৌ বা পুত্রযোগা ইমে স্মৃতাঃ॥

গর্গঃ।

গর্ভাধান-লগ্নে অথবা লগ্ন হইতে পঞ্চম বা নবম স্থানে, যদি বলবান বৃহস্পতি থাকেন তাহা হইলে, গর্ভাধান-বিহিত শুভ নক্ষত্রে ও শুভ বারে

গর্ভাধান শুভ হইয়া থাকে ; ইহাতে অন্য কোনপ্রকার শুদ্ধির বিশেষ আবশ্যক হয় না। আর গর্ভাধান লগ্নপতি ও তৎপঞ্চমপতি যদি উভয়ে একরাশিগত হয়েন, অথবা পরস্পর পরস্পরকে দেখেন, অথবা পরস্পর ক্ষেত্র বিনিময়-যোগে থাকেন, তাহা হইলে সেই গর্ভাধানে শুভ পুত্র হইয়া থাকে।

ইতি নারীজাতকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ;

সম্পূর্ণ

দৈবশক্তি।

(ন চ দৈবাৎ পরংবলম্)

শ্রীশ্রীনবগ্রহেভ্যোনমঃ।

এই পৃথিবীতে রূপ, যৌবন, ধন, মান, স্বাস্থ্য, সম্পদ প্রভৃতি লাভ করিয়া যাঁহারা সুখী ও যশস্বী হইতেছেন, তাঁহারা অনেকেই মনে করেন, স্বীয় প্রতিভা, পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তাই এতাদৃশ উন্নতির একমাত্র মূল! পক্ষান্তরে যাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও শত প্রকার চেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হইয়া কোনমতেই অভীষ্ট সিদ্ধির দ্বারদেশে উপনীত হইতে পারে নাই, সেই হতভাগ্য ব্যক্তির ভগ্নহৃদয়, নৈরাশ্যের বিভীষিকায় নিয়ত ভীত হইয়া, কেবল হা অদৃষ্ট! বলিয়া লক্ষ্যভ্রষ্টজীবনের বৃথাদিন গণিতেছে। একপ্রকার চেষ্টার বিপরীত দুইরকম ফলের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যিনি পুরুষকারের জয়জয়কার করিয়া, মেদিনীমণ্ডল মুখরিত করিতেছেন, তিনি ভ্রান্তির মোহজাল হইতে বিমুক্ত নহেন, পরন্তু অদৃষ্টের শতধিক্কারে যাহার রসনা নিয়ত কলুষিত হইতেছে, তিনিও প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান পাইয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। বিশ্বরাজ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ পরম্পরায় (অভিনিবেশ সহকারে) অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে "দৈবস্যায়ং মহিমা নৃলোকে" (উপনিষদ্] ইত্যাদি ঋষিবাক্য নিঃসংশয়িতরূপেই প্রমাণিত হয়।

দৈব যাহার অনুকূল, সুখ, সৌভাগ্য তাহারই সহচর। প্রতিকূল দৈব মহাবল কুঞ্জরকেও গোষ্পদে নিমজ্জিত করিতে দেখা যায়। সেই দৈব কে? ইহা দৈব, অদৃষ্ট, ভাগ্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও বাস্তবিক তাঁহারা গ্রহদেবতা ভিন্ন অপর কেহই নহেন। গ্রহদেবতাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী, ৺ভগবানের প্রভুশক্তির পরিচালক। যেমন রাজার প্রধান কর্ম্মচারিগণ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত থাকিয়া, প্রকৃতিপুঞ্জের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, প্রজাগণ তাহাদের

আদেশ লঙ্ঘন করিলে দণ্ডার্হ হয় ও রাজার অনুগ্রহপ্রত্যাশী হইতে হইলে প্রধান রাজানুচরের সদয়দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হয়। স্থূলতঃ রাজকর্ম্মচারীরাই প্রজাদের সুখ-দুঃখ-বিধাতা একপ্রকার মুকুটহীন রাজা। ৺ভগবানের বিশ্বরাজ্যেও প্রায় তাহাই দেখা যায়। গ্রহদেবতাদের সন্তোষবিধান না করিয়া কেহই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। রাজা রামচন্দ্রের বনগমন, মহারাজ নল, এবং শ্রীবৎসের রাজচ্যুতি ও দেবরাজ ইন্দ্রের লক্ষ্মীত্যাগ প্রভৃতি কি গ্রহদেবতার কোপের অপরিহার্য্য ফল নহে? যাঁহারা জগতীতলে শক্তিমান্ ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি তাঁহারাও গ্রহদেবতার প্রতিকূলতায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হাহাকার করিতেছেন। আর আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটানুকীটের পক্ষে গ্রহবৈগুণ্য উপেক্ষা করা, আর জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করা এই দুই-ই সমান।

বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানবাদীপণ্ডিতগণ গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত জীব জগতের কি সম্পর্ক এবং গ্রহকর্ত্তৃক আমাদের সুখ, দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয় কি না? এই সকল বিচারকে একপ্রকার বাতুলতা বলিয়াই ঘৃণা করেন। গ্রহপূজা, গ্রহের কবচধারণ, ও গ্রহের দান প্রভৃতিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সরলবিশ্বাসী নিরীহ লোকদিগকে, প্রতারিত করিবার কৌশলজালমাত্র বলিয়াই তাহাদের বৈজ্ঞানিকগবেষণার শেষ পরিণতি। তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীও ঐ ভ্রান্ত কথা কয়টী শুকপক্ষীর মত গলাধঃকরণ করিয়াই সমাজে দিগ্‌বিজয়ী মহাপণ্ডিত সাজিয়া বসেন।

আর্য্যঋষিগণ জীবনকালব্যাপী কঠোর সাধনার ফলে মানবের অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে মহাতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত ধরিত্রীর যে অপরিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ, মানবগণ

জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত প্রতিপদক্ষেপে তাহার অসীমশক্তির আনুগত্য স্বীকার করিতেছে। এ সকলের মূলে যে একটা গভীরসত্য নিহিত আছে, আধুনিকযুবকগণ ইহা স্বীকার করিতে যেন বড়ই কুণ্ঠিত। কাজেই আজ সংসার এত অশান্তির আগার হইয়া পড়িয়াছে, ঘরে ঘরে রোগ শোক হা হুতাশ ও দারিদ্র্যের ভৈরবী লীলায় বাস্তবিকই সোনার ভারত প্রেতভূমিতে পরিণত হইতেছে।

দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, সরলতা এবং স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য সকলই যেন কল্পিত বা আভিধানিক শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। কর্ম্মকোলাহলের ভিতর খদ্যোতলীলা পরিসমাপ্ত করিয়া যাওয়াই যেন মানবজীবনের লক্ষ্য হইয়াছে।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর কি এইরূপ দুঃখসাগরে জীবদিগকে নিমজ্জিত করিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি করিয়াছেন? না আমরা সুখের প্রত্যাশায় দুঃখরাশিকে আপনিই বরণ করিয়া লইতেছি; জলভ্রমে মৃগতৃষ্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আজ পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিতেছি। স্থূল কথা, গ্রহদেবতাই স্বীয় কর্ম্মফলরূপে জীবকে গ্রহণ করেন বলিয়া উঁহারা গ্রহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রতিনিয়ত জাগতিক এই সকল ব্যাপার দেখিয়া 'যদি গ্রহগণের অসীমশক্তির পরিচয়সম্বন্ধে এখনও কেহ সন্দিগ্ধ থাকেন, তাঁহাকে ধরিত্রীর বৃথাভার বই আর কি বলা যাইতে পারে?

গ্রহ প্রতিকূল হইলে মানবের রোগ, শোক, ধনহানি, মনঃপীড়া, বন্ধন প্রভৃতি নানা দুর্গতি হয়, পক্ষান্তরে সেই গ্রহদেবতার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারিলে এই সকল বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সুদীর্ঘ জীবন, অব্যাহত স্বাস্থ্য, ধন, মান, যশঃ প্রভৃতি লাভ হইতে পারে।

সেই গ্রহদেবতাকে প্রসন্ন করিতে হইলে গ্রহপূজা, গ্রহযাগ, নানাবিধ শান্তি, স্বস্ত্যয়ন বিশেষতঃ গ্রহগণের কবচ ধারণই প্রধান উপায়। এই যুগে

বিশুদ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পূজাযাগের দ্রব্যাদি, তাদৃশ নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মঠব্রাহ্মণ প্রভৃতির যোগাযোগ প্রায়সর্ব্বত্র বিরল হওয়ায় কবচধারণই বর্ত্তমান যুগে গ্রহদোষ শান্তির একমাত্র উপায়। সুদূর পল্লীবাসিগণ গ্রহযাগের বা গ্রহ-পূজার দ্রব্য ও ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া যে গ্রহদেবকে প্রসন্ন করিতে পারেন এরূপ সম্ভাবনা অতি কম। এই জন্য কবচ ধারণ সকলের পক্ষেই হিতকর। কেন না, কবচ শব্দের অর্থ বর্ম্ম অর্থাৎ আচ্ছাদন। যুদ্ধাদির সময়ে শত্রুপক্ষের অস্ত্র শস্ত্র আসিয়া দেহকে যাহাতে ক্ষত বিক্ষত করিতে না পারে, সেই জন্য যেমন কবচ বা বর্ম্ম ধারণ করা হয়, সেইরূপ সংসারের নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে গ্রহগণের কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই কবচধারণের ব্যবস্থা।

কবচ-ধারণের আবশ্যকতা ও ফলশ্রুতি।

তন্ত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই কবচ ধারণের বহুপ্রকার ফলশ্রুতি লিখিত আছে। বস্তুতঃ ঐ সকল কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, উহার প্রমাণের জন্য কাহাকেও বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। যে সকল রোগ ডাক্তার কবিরাজ বহু চেষ্টাতেও নিরাময় করিতে পারেন নাই, যাঁহারা পুরুষকারকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাদ্বারাও অভীষ্টবিষয় কি বিদ্যা, কি ধন, লাভ করিতে পারেন নাই, এবং গ্রহবৈগুণ্যে যাহাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে, তাহারা কি কবচ ধারণ করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করে নাই? সমাজে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ অনুসন্ধান করিয়া অনেককেই দেখা যায়, যে কবচ ধারণ করিয়া বহু দুরারোগ্যব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। কবচের প্রসাদে কত অপুত্রক পুত্রমুখদর্শন করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছে, কত দরিদ্রের পর্ণকুটীর রাজপ্রাসাদে পরিণত হইয়াছে।

কবচের অসীমশক্তির কথা মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবরাজ ইন্দ্রকে একদিন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আসিয়া (ব্রাহ্মণবেশে) কর্ণের হস্তস্থিত অক্ষয় কবচ, নিজপুত্র অর্জ্জুনের জীবনরক্ষাজন্য ভিক্ষা করিয়া নিতে হইয়াছিল।

তবে এই রত্নের প্রতি আধুনিক শিক্ষিতাভিমানী জনগণের এত অনাদর কেন? তার উত্তরে দুটীকথাই যথেষ্ট হইবে। (১) প্রথমতঃ এখনকার লোক অনেকেই অনার্য্যভাবে অনুপ্রাণিত; সুতরাং দেববাক্যে, শাস্ত্রবাক্যে ও ঋষিবাক্যে তাহাদের আদৌ বিশ্বাস নাই; এজন্য কবচ ধারণ করা একটা ঘৃণা বা অজ্ঞতার কাজ বলিয়া মনে করে।

(২) দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত মন্ত্রবিৎ ক্রিয়াশীল নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, সমাজে খুব বিরল; তদুপরি কবচ ধারণের উপযোগী বস্তুসমূহের সংগ্রহ করা বড়ই আয়াসসাধ্য ও বহু ব্যয়সাপেক্ষ। অনেকক্ষেত্রেই একটা ঘটেতো আর একটা ঘটে না, এই অবস্থায় যা তা করিয়া একটা কবচ ধারণ করিয়া ফল পাওয়ার প্রত্যাশা করা কাষ্ঠময় পক্ষীর কাকলী-শ্রবণের ন্যায় দুরাশা নয় কি? সুতরাং প্রধানতঃ এই দুইটী কারণই লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা প্রথমতঃ দ্রব্যগুণের উল্লেখ করিয়া বলিতে পারি, পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিকগণই একবাক্যে বস্তুর অসীমশক্তি ও শরীরের সহিত বস্তুসমূহের নৈকট্য সম্বন্ধের বিষয় পুনঃপুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুর সূক্ষ্মতম পরমাণু মানবদেহে রক্তকণিকার সহিত মিশিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরায় প্রবাহিত হইয়া নানা ব্যাধির বীজাণুকে ধ্বংস করে, সুতরাং যে গ্রহের প্রতিকূলতায় যেরূপ ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ তাহার প্রতিকার কল্পে তেমন ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোনটা ধারণ, কোনটা সেবন, কোনটা

প্রলেপ বা মর্দ্দন করিতে হয়। কবচাদিতে ধারণের যোগ্য ঔষধই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান হোমিওপ্যাথিবিজ্ঞান যে মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর্য্যগণ বহুশতাব্দী পূর্ব্বে কবচ ধারণ-ব্যাপারে এই পন্থাই অনুসরণ করিতেন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উচ্চক্রমে মূল ঔষধের ভাগ বিন্দুমাত্র আছে কি না! থাকিলেও উহা অতীন্দ্রিয়; তথাপি এই ভাবের ঔষধ যে কতদূর শরীরের পক্ষে কার্য্যকর, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়! তেমনই একটা বস্তু মাত্র ধারণে তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু যে ভাবে শরীরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া রোগাদি নাশ করে, এই বিস্ময়কর ব্যাপার প্রতিনিয়ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন বটে, কিন্তু কারণ অনুসন্ধানে কয়জনের আগ্রহ লক্ষ্য হয়?

যে গ্রহের প্রতিকূলতায় যে ব্যাধি জন্মে, সেই ব্যাধিনাশক ভেষজ ধারণ বা সেবন, অথবা তদনুকূল রত্নাদি ধারণ করিবার ব্যবস্থা যে আর্য্য ঋষিগণ বহুপূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যবস্থার মূলে প্রগাঢ় যুক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া কথাটা সরল করিবার প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে; যথা—রবিগ্রহ প্রতিকূল হইলে সাধারণতঃ শিরঃপীড়া পিত্তদুষ্টি প্রভৃতি রোগের সম্ভাবনা হয়। ভৈষজ্যগুণপ্রকরণে উক্ত ব্যাধিতে বিল্বমূল ব্যবস্থা আছে। বায়ুদোষজব্যাধি প্রায়শঃ শনিগ্রহ দোষে জন্মিয়া থাকে; তৎপ্রতিকারকল্পে শ্বেতবেড়েলার মূল ধারণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; বাস্তবিক বায়ুদোষজ ব্যাধির ঔষধে বহুক্ষেত্রেই বেড়েলার মূল আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মঙ্গলগ্রহ রক্তামাশয়াদি বহু ব্যাধির নিদান; অনন্তমূলও সেই সকল ব্যাধির উপশম কল্পে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; তদনুসারে "জিহ্বাহেভূমি পুত্রে"

প্রভৃতি বচন অনুসারে অনন্তমূল মঙ্গলের দশায় ধারণের ব্যবস্থা। এইরূপ রত্নাদি ধারণ, কি মাদুলি ধারণও ঐ যুক্তির উপরই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

কবচ ধারণ বা গ্রহপূজাদ্বারা যে কত শত শত লোক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। একটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের স্বীয় জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার একাংশ তদীয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া জনসাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রয়াসী হইতেছি।

জ্যোতিষকল্পবৃক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ জোতিষী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র জ্যোতিভূর্ষণ মহাশয় বহুকাল অম্লশূলরোগে ভুগিয়া কঙ্কাল সার হইয়াছিলেন; ডাক্তারি, কবিরাজী বহু চিকিৎসায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি অবশেষে ৺শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবের কবচ ধারণ ও নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন একমাসে তাঁহার অম্লশূল রোগ চিরদিনের জন্য উপশমিত হইল।

চব্বিশপরগণার অন্তর্গত ঘোলাপাড়া নিবাসী ৺ অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ভদ্রলোক বহুপ্রকার ডাক্তারি কবিরাজী চিকিৎসার ফল না পাইয়া অবশেষে সূর্য্যকবচ ধারণে ক্ষুদ্রকুষ্ঠব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছিলেন।

এইরূপ বহু বহু ঘটনা জ্যোতিষশাস্ত্রের অলৌকিক মহিমার পরিচয় দিতেছে; বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিত করা হইল না।

অতঃপর মন্ত্রশক্তির কথা। শব্দশক্তি অতুলনীয়; এই জগৎটাই যেন শব্দের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া আছে, একই বর্ণ বিভিন্নরূপে শব্দের সৃষ্টি করিয়া কেমন মধুর, রৌদ্র, গভীর, কতভাবে মানুষকে উদ্বেলিত করে। শব্দ লহরীর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, জীবন, মরণ সকলে-ই যেন জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে, শব্দ শক্তিতে অনন্তকে পর্য্যন্ত

ধরা যায়, অসীমকে সসীমের সমরেখায় আনা যায় বলিয়া শব্দ, ব্রহ্মরূপে অভিহিত হইতেছে। ঐ অতীন্দ্রিয় গুণ-সম্পন্ন শব্দগুলি এমন কৌশলে ঋষিগণ বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন, যাহার শ্রবণমাত্র দেবতাগণ প্রীত ও আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে শব্দ ধ্বনিরূপে দৈহিক ব্যোম অংশে মিলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ক্রিয়াশীল হয় ও মানসিক প্রসন্নতা সম্পাদন করে, তজ্জন্যই অনেকস্থলে কবচরূপ মন্ত্রপাঠে বা শ্রবণে ব্যাধির উপশম হইতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা আমরা বহু পরিশ্রম ও জলের মত অর্থব্যয় করিয়া ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ওষধি সংগ্রহ করিয়াছি এবং যতদূর সম্ভব প্রকৃত কর্ম্মী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ (জপ হোম, তর্পণ, অভিষেক) পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র সুসংস্কৃত করিয়া কবচ প্রস্তুত করা হয়, সুতরাং ইহাতে কোনও রূপ অশাস্ত্রীয় আচার বিরুদ্ধ কৃত্রিমতা সম্ভবপর নহে।

নিম্নে কয়েকটী কবচের নাম ও উহাদের গুণ সম্বন্ধে বিভিন্ন তন্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। ভক্তি সহকারে যথাশাস্ত্র কবচগুলি ধারণে শুভফল অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীশ্রীসূর্য্য-কবচ

সূর্য্যদেবের এই কবচ সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ; ইহা পাঠে ও ধারণে মানবগণ নানাবিধ দুরারোগ্যব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থশরীরে দীর্ঘকাল সুখে জীবিত থাকে। শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবই যে আমাদের একমাত্র নিত্য প্রত্যক্ষ দেবতা তদীয় উপাসকগণ যে, আয়ুঃ, আরোগ্য বিজয়লাভ করিয়া পরিণামে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে, তদ্বিষয়ে, আর সন্দেহ কি?

ব্রহ্মযামলে সূর্য্যকবচের যে সকল অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ আছে, তাহা হইতে দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

"যদ্ধৃত্বাচ মহাদেবো গণানামধিপোঽভবৎ।
পঠনাদ্ধারণাদ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বেষাং পালকঃ সদা।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ।

*   *   *   *   *   *

শ্রীপ্রদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্যবিবর্দ্ধনম্
কুষ্ঠাদিরোগশমনং মহাব্যাধিবিনাশনম্।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ।
ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
রবিবারে চা সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
ধারয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠৈস্ত্রৈলোক্যবিজয়ীভবেৎ।"

সূর্য্যকবচের মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব? দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিলোক-পাবন সূর্য্যকবচ ধারণের ফলে গণাধিপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। এই কবচ পাঠে এবং ধারণে বিষ্ণু ত্রিলোকপালক হইয়াছেন এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য এবং লোকপালত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মানবগণ এই কবচ ধারণ করিলে লক্ষ্মী লাভ করিতে পারেন। ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়ত অক্ষুণ্ণ থাকে ও প্রত্যহ ধনবৃদ্ধি হয়।

কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি যে সকল ব্যাধি নিতান্তই দুরারোগ্য, শত চিকিৎসায়ও যাহার উপশম করিতে না পারিয়া যিনি জীবন্মৃত অবস্থায় বৃথা জীবনভার বহন করেন, তিনি যদি বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে সূর্য্যকবচ ধারণ করেন, তবে নিশ্চয়ই ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হইয়া কান্তিমান্ ও শ্রীমান্ হইতে পারিবেন। কবচের গুণ কত বলিব? ইহা মানুষের পক্ষে কামধেনু—

"বহুনা কিমেহোক্তেন যদ্‌যন্মনসি বর্ত্ততে।
তত্তৎ সর্ব্বং ভবত্যেব কবচস্য চ ধারণাৎ॥"

মানবের মনে যে অভিলাষ যখন উদয় হয়, এই কবচ ধারণে তাহাই তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়। গোরোচনা, অগুরু এবং কুঙ্কুম দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া রবিবার, সংক্রান্তি অথবা সপ্তমী তিথিতে যথাশাস্ত্র শোধন পূর্ব্বক ইহা ধারণ করিলে, সাধক ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইতে পারে।

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ"

সূর্য্যদেবই আরোগ্য ও স্বাস্থ্যসুখ বিধান করিতেছেন। তাঁহার প্রসাদে নিখিল জগৎ বাঁচিয়া আছে, ওষধিবর্গ তদীয় আলোক হইতেই প্রাণরক্ষী রস সংগ্রহ করিয়া জীবের জন্য সঞ্চিত করিতেছে। ওষধিরূপে, অন্নজলরূপে সূর্য্যদেবের অনন্ত করুণাধারা নিরন্তর জগতে প্রবাহিত হইতেছে; সুতরাং এহেন জগন্মঙ্গলময় সূর্য্যদেবের কবচ ধারণ ও স্তুতি পাঠে সহজ ও আগন্তুক সর্ব্বপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাধি যে অচিরাৎ প্রশমিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? প্রসিদ্ধ ময়ূরক কবি সূর্য্যশতক রচনা করিয়া করাল কুষ্ঠব্যাধির কবল হইতে আত্মাকে রক্ষা করেন, ইহা সর্ব্বজন বিদিত।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৫৵০
পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ১৫৵০

শ্রীশ্রীশনি-কবচ।

গ্রহরাজ শনি দেবের কোপ যে কি ভয়ঙ্কর, যাঁহারা জীবনে শনির দশা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে কি ভাবে পুরুষার্থকে দলিত ও মথিত করিয়া মানবের সুখ, সৌভাগ্য, মান মর্য্যাদা, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ধন, জন সকল নষ্ট করিয়া ফেলে।

শ্রীবৎস-নল-রামাস্থা যস্থ কোপ-নিপীড়িতাঃ।

দুঃখিতাশ্চ পুনর্যস্থ সন্তোষাল্লব্ধসম্পদঃ।

পূর্ণব্রহ্মাবতার রাজা রামচন্দ্র শনির কোপে পড়িয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কতই না যাতনা ভোগ করিয়াছেন। মহারাজ নল শনিদেবের প্রতিকূলতায় কুক্ষণে দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হইলেন। ঐ ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া রাজ্য, ধন, বন্ধু, বান্ধবহীন হইয়া অনশনে—অর্দ্ধাশনে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, অবশেষে প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দময়ন্তীকে পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন। সুতরাং শনিকোপ হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায় শনিকবচ-ধারণ। এতদ্বিষয়ে সাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন।

"শনৈশ্চরস্থ কবচং ত্রৈলোক্যমঙ্গলপ্রদম্।

পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ শনেঃ পীড়ানিবারণম্।

পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনবান্ ভবেৎ।

শত্রুনাশকরঞ্চৈব সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্॥"

মহাদেব বলিলেন, ত্রিভুবনের মঙ্গলপ্রদ শনিকবচ পাঠ ও ধারণ করিলে, শনির কোপ দূর হয় এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারণ হয়। এই কবচ ধারণে পুত্রার্থী পুত্রলাভ করে, ধনার্থী ধনবান্ হয় এবং শত্রুনাশ ও সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট পূর্ণ হয়।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৭॥•

পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ২৮।৵•

শ্রীশ্রীরাহু-কবচ।

(স্বাস্থ্য, ধন, মান, কান্তি ও পুষ্টিলাভের উপায়)

"স্বর্ভানু কবচং দেবি মহাতেজঃপ্রদং শুভম্।
সৈংহিকেয়স্য কবচং ধারণাদ্ বরবর্ণিনি।
মহাবীরোঽতিবলবান মল্লবিদ্যাবিশারদঃ।
করিকুম্ভধারণায় শক্তির্ভবতি পার্ব্বতি॥"

সাধুসঙ্কলিনীতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন—হে মহাদেবি, রাহুর কবচ সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলজনক এবং মহাতেজঃপ্রদ, এই কবচ ধারণ করিলে মহাবীর, বলবান্ ও মল্লবিদ্যায় বিশারদ হয়। এমন কি, বলে হস্তীকে পর্য্যন্ত পরাভূত করিতে পারে।

"কবচেনাবৃতো যোহি রণমধ্যে বিশেন্মুদা।
বহ্নি-বায়ু-সমঃ শত্রুস্তদা জিতো ন সংশয়ঃ॥"

রাহুকবচে দেহ সুরক্ষিত করিয়া যিনি আনন্দে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তিনি অগ্নি ও বায়ুদেবের মত প্রবল শত্রুকেও পরাজয় করিতে পারেন। অর্থাৎ রাহু যেমন শক্তিমান্ তাঁহার কবচ ধারণ করিলেও মানুষের তাদৃশী শক্তি জন্মে। রোগ, শোক, বার্দ্ধক্য কবচ-ধারী ব্যক্তির কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। সে নিরন্তর আনন্দিত ও সুস্থ থাকে। বিশেষতঃ অশুভ রাহুর দশায় ইহা ধারণে শুভফল অবশ্যম্ভাবী।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৪৷৵০
পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ১৭৷৵০

শ্রীশ্রীশ্যামা-কবচ।

ভৈরব্যুবাচ—

কালীপূজা শ্রুতা নাথ ভাবাশ্চ বিবিধাঃ প্রভো।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্ব্বসূচিতম্।

ভৈরব উবাচ।

রহস্যং শৃণু বক্ষ্যামি ভৈরবি প্রাণবল্লভে।
শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ।
নারায়ণোঽপি যদ্ধৃত্বা নারীভূত্বা মহেশ্বরম্।
যোগেশং ক্ষোভমনয়দ্ যদ্ধৃত্বাচ রঘূদ্বহঃ।
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব রাবণাদি-নিশাচরান্।
যস্য প্রভাবাদীশোঽহং ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রভুঃ।
ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি সুরেশোঽভূচ্ছচীপতিঃ।
এবংহি সকলা দেবাঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরাঃ প্রিয়ে॥
ভূর্জ্জে বিলিখিতঞ্চৈতৎ স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্ যদি।
শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি।
ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যং চূর্ণয়েৎ ক্ষণাৎ।
পুত্রবান্ ধনবান্ শ্রীমান্ নানাবিদ্যানিধির্ভবেৎ।
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্গাত্রস্পর্শনাত্ততঃ।
নাশমায়ান্তি যা নারী বন্ধ্যা চ মৃতপুত্রিণী।
কণ্ঠে বা বামবাহৌ বা কবচস্য চ ধারণাৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।

. ভৈরবতন্ত্রে কালীকল্পে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং শ্যামাকবচের

অলৌকিক গুণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! আমি কালীর পূজা ও বিধান এবং বীরাদি নানা প্রকার ভাব শ্রবণ করিয়াছি; এখন শ্যামাকবচের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ভৈরব বলিলেন—মন্ত্র ও মন্ত্রের দেবতা সংবলিত শ্যামাকবচ তোমাকে বলিতেছি, ইহাই জগতের একমাত্র মঙ্গলকর বলিয়া এই শ্যামাকবচের অপর নাম জগন্মঙ্গল কবচ। এই কবচ পাঠ করিলে কি ধারণ করিলে মানুষ বশীভূত করা কোন ছার ত্রিভুবনকে পর্য্যন্ত বিমোহিত করা যায়। এই যে স্বয়ং বিষ্ণু, তিনিও এই কবচ ধারণ করিয়া মোহিনীরূপে যোগীশ্বর মহাদেবকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন। রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ব্রহ্মার বরে অত্যন্ত দৃপ্ত রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে এই শ্যামাকবচের বলে বিনাশ করিয়াছিলেন। আজ যে আমি ত্রিভুবন-বিজয়ী জগদীশ্বর-রূপে সকলের উপর প্রভুত্ব করিতেছি, তাহাও একমাত্র এই কবচ ধারণের বলে। যে যক্ষরাজ কুবের সকল ধনের অধীশ্বর হইয়াছেন, যে শচীনাথ ইন্দ্র সকল দেবতার উপর প্রভুত্ব করিতেছেন এবং দেবগণ যে সর্ব্বসিদ্ধি লাভে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা এই শ্যামাকবচ ধারণের একমাত্র ফল।

এই কবচ যথাবিধানে মন্ত্রপূত এবং পুরশ্চরণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা সুসংস্কৃত করিয়া ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া, সোণার কবচে পুরিয়া শিখা বা দক্ষিণ হস্তে অথবা যদি কণ্ঠে ধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে জগৎ ক্ষণকালের মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারে।

এই কবচ ধারণ করিলে পুত্রলাভ ও প্রচুর ধন প্রাপ্তি ঘটে' দেহ নীরোগ ও কান্তিমান্ হয়। মানুষ এই কবচ ধারণে নানা বিদ্যা লাভ করিয়া ধন্য হয়। শত্রু কোনও প্রকারে তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে না; এমন কি ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত তাহার গাত্রস্পর্শ করিতে পারে না।

আর যে নারী বন্ধ্যা অথবা যাহার সন্তান হইয়া বাঁচে না, সে যদি বাম বাহুতে এই কবচ ধারণ করে, তবে তাহার সন্তান লাভ হয় এবং সন্তান যে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রকার শ্যামাকবচের বহু মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বড় হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় সংক্ষেপে কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান হইল। একান্ত ভক্তিযুক্ত মনে যথাশাস্ত্র সংস্কার করাইয়া শ্যামাকবচ ধারণ করিলে যে উল্লিখিত ফল লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এমন কি, যে যাহা কামনা করে তাহার তাহাই লাভ হয়। শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকাদেবী শনিগ্রহের ইষ্টদেবতা; সুতরাং গ্রহেশ্বর শনির দুরন্ত কোপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে এই শ্যামাকবচ ধারণ বিশেষ হিতকর।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৪৭।/০

পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ২৪৭।/০

শত্রুবশীকরণ শ্রীশ্রীবগলামুখী-কবচ।

বগলামুখী কবচ ধারণ করিলে, মানবের অভীষ্ট ফল লাভ হয়; যে যাহা কামনা করে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। এই কবচের প্রসাদে সাধকগণ অচিরে দশ মহাবিদ্যার সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। বগলামুখী কবচ ধারণ করিয়া সকল প্রকার সুখ ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, যশঃ, লাভ তো হয়ই, পরন্তু মানবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তিও ঘটে।

রুদ্রযামলে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব বগলামুখী-কবচের একস্থানে বলিয়াছেন।

"বাণীচ নিবসেদ্বক্ত্রে কমলা নিশ্চলা ভবেৎ।
সর্ব্বৈশ্বরযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
পুত্রবান্ ধনবান্ শ্রীমানন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
বিশেষেণ কিমুক্তেন পঠনাদ্ধারণাজ্জনঃ।
নারয়োঽভিভবেয়ুর্বৈ তস্য শত্রূন্নিকৃন্ততি!"

বগলামুখী কবচ পাঠে কি ধারণে লক্ষ্মী অচলা হইয়া তদীয় গৃহে বাস করেন. এবং সরস্বতী তাহার মুখে বিরাজ করেন অর্থাৎ এই কবচ-ধারী বিদ্যা ও ধনের অধিকারী হয় এবং সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক ত্রৈলোক্যবিজয়ী হওয়া যায়। এই কবচের দ্বারা অপুত্রক পুত্রলাভ ও নির্ধন ধনলাভ করে এবং পরলোকে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। বগলামুখী কবচের মাহাত্ম্য আর কত বর্ণনা করিব? শত্রুগণ কখনও তাহাকে পরাভূত করিতে পারে না। শ্রীশ্রীবগলামুখী দেবী মঙ্গলগ্রহের ইষ্টদেবতা। মঙ্গলের দশায় এই কবচ ধারণ করিলে বিরুদ্ধ যাবতীয় মঙ্গলগ্রহজনিত অমঙ্গল অচিরাৎ দূরীভূত হইয়া যায়।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৯/০

পুরশ্চরণ-সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ৩৪/০

শ্রীশ্রীমহাকাল-কবচ।

মহাকাল-কবচ ধারণে নরনারী যে কি অমূল্য রত্ন লাভ করিতে পারে, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। ভৈরবী তন্ত্রের কয়েকটী প্রমাণ পাঠক পাঠিকাদের নিকট উপস্থাপিত করা গেল; ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন, মহাকাল-কবচের কি মাহাত্ম্য—

"তৎ ফলং শৃণু দেবেশি পঠনাদ্ ধারণাদ্ যতঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবেত্তাচ ধনবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ ॥
রাজদ্বারে শ্মশানে চ বিবাদে ব্যাধিপীড়নে।
যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি সাধকো নাত্র সংশয়ঃ ॥
হরিচন্দন-মিশ্রেণ রোচনা-কুঙ্কুমেন চ।
লিখিত্বা ভূর্জ্জপত্রে চ স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্‌যদি ॥
যোষিদ্‌বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে ভুজে।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ।
কাকবন্ধ্যাতু যা নারী ঋতুনষ্টা চ যা প্রিয়ে।
সা চিরাল্লভতে পুত্রং কবচস্য প্রসাদতঃ।

মহাকাল বলিলেন,—দেবি মহাকাল-কবচ ধারণের ফল শ্রবণ কর, যাহার দ্বারা মানুষ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়, প্রভূত ধন ও বহু সন্তান লাভ করিয়া থাকে। ভক্ত সাধক রাজদ্বারে (আসামী ফরিয়াদীরূপে বিচারালয়ে) শ্মশানে, বিবাদে, ব্যাধিতে এবং যুদ্ধে মহাকাল-কবচ ধারণে বিজয় প্রাপ্ত হয়।

কবচ ধারণের নিয়ম—শ্বেতচন্দন, গোরোচনা, কুঙ্কুমের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া সংস্কার পূর্ব্বক যদি ধারণ করা যায়, তবে বন্ধ্যাও পুত্রবতী হয় এবং মূর্খ ব্যক্তিও পাণ্ডিত্য লাভকরে। যে সকল নারী কাকবন্ধ্যা (একবার মাত্র সন্তান প্রসব করে) অথবা যাহাদের গর্ভধারণের ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে, তাহারা এই কবচ ধারণ করিলে, অচিরেই পুত্রমুখ দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। পুরুষ দক্ষিণ বাহুতে এবং স্ত্রীলোক বাম বাহুতে এই কবচ ধারণ করিবে।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ—২৬৲
পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ—৭৬৲

শ্রীশ্রীপ্রত্যঙ্গিরা-কবচ।

এই মহাকাল প্রত্যঙ্গিরা কবচের মাহাত্ম্য রুদ্রযামলে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা যথাবিহিত সুসংস্কৃত ও পুরশ্চরণাদিদ্বারা শোধিত করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে, সর্ব্বস্থানে বিজয়, যশঃ ঐশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ু লাভকরা যায়।

এতৎসম্বন্ধে রুদ্রযামলের দুই একটি বচন উদ্ধৃত করা হইল। ভগবদ্‌বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে মানবমাত্রেই নিঃসন্দেহ; সুতরাং উহার ফলও শাস্ত্রানুসারে, অবশ্যই লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীশিব উবাচ।—

"রণে রাজকুলে দ্যূতে লিখেত্তস্য জয়ো ভবেৎ।
সংগ্রামে সঙ্কটে দুর্গে চৌর-ব্যাঘ্রাদি-পীড়িতে।
প্রান্তরে প্রাণ-সন্দেহে বিষবহ্নিজলেষু চ।
রাজদ্বারে মহাঘোরে বিবাদে বিষমেঽপি চ।
সর্ব্বশত্রুঃ ক্ষয়ং যাতি যাবৎ কণ্ঠে স্থিতং ভবেৎ॥"

এই কবচ লিখিয়া (কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক) সংগ্রামে প্রবেশ করিলে, নিশ্চয়ই বিজয় লাভ হয়। মোকদ্দমায় অর্থী বা প্রত্যর্থিরূপে (আসামী ফরিয়াদী হইয়া) গমন করিয়া নিশ্চয়ই জয়ী হইবে। বিপৎকালে, দুর্গমে, চোর ও ব্যাঘ্রাদির উপদ্রবে, প্রান্তরে, প্রাণসন্দেহে, বিষপানে, অগ্নিদাহে বা জলে পতিত হইলে, রাজদ্বারে বিষম বিপদে ও বিবাদে এই কবচের বলে নিশ্চয়ই ত্রাণ পাইতে পারিবে। যাহার কণ্ঠে এই কবচ থাকিবে, তাহার শত্রু সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ—৭॥৵৹
পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ১৭॥৵৹।

শ্রীশ্রীনবগ্রহ-কবচ।

মানবের শুভাশুভ যে একমাত্র গ্রহগণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, কে ইহা অবগত না আছেন। জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত জীবনের ঘটনাবলীর ভিতর গ্রহদেবতার সর্ব্বস্বরূপ প্রভাব বিরাজিত আছে। নবগ্রহের মধ্যে যে কোন দেবতার অনুগ্রহেই মানুষ অভীপ্সিত ফল লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। অপিচ নবগ্রহের অনুকূলতা (সৌভাগ্য বশতঃ) যদি কাহারও জীবনে ঘটে, তবে সে মর্ত্ত্য লোকে যে সর্ব্বসম্পদের অধিকারী হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? পক্ষান্তরে নবগ্রহের যে কোনও এক গ্রহের প্রতিকূলতায় যে কতদূর অনর্থপাত হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় পাঠকদের অবিদিত নহে। তখন সকল গ্রহের কোপদৃষ্টি যে কালাগ্নির মত মানবকে ভস্মীভূত করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? নবগ্রহ-কবচ ধারণ করিলে, মানুষের কি কি ফল লাভ হয়, তাহা শ্রীযামলের দুই একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

"এতাং রক্ষাং পঠেদ্‌যস্তু অঙ্গং স্পৃষ্ট্বাপি বা পঠেৎ
সুচিরায়ুঃ সুখী পুত্রী যুদ্ধে চ বিজয়ী ভবেৎ ॥
রোগাৎ প্রমুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
শ্রিয়ঞ্চ লভতে নিত্যং রিষ্টিস্তস্য ন জায়তে ॥
যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং তস্য রিষ্টির্ন জায়তে।
পঠনাৎ কবচস্যাস্য সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
মৃতবৎসাচ যা নারী কাকবন্ধ্যাচ যা ভবেৎ
জীববৎসা পুত্রবতী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

২০, অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী।
নং অপার চিৎপুর রোড্, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শরীরের এক এক স্থান এক এক গ্রহ রক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই সেই অঙ্গ স্পর্শ করিয়া এই রক্ষা-কবচ পাঠ করিলে, দীর্ঘায়ু, সুখী, পুত্রবান্ ও সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারে। রোগী রোগ হইতে বিমুক্ত হইবে, এবং বন্ধন-দশাগ্রস্ত (অর্থাৎ কারাগারে নিপতিত) ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এই কবচধারীর গৃহে লক্ষ্মী নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন; জীবনে তাহার কোনও রিষ্টিদোষ থাকে না।

শ্রীশ্রীনবগ্রহ দেবের কবচ ধারণ ও পাঠে মানবের কোনও প্রকারে পাপ তাপ আসিতেই পারে না। যে সকল নারীর সন্তান হইয়া বাঁচে না অথবা যাহারা একবার মাত্র প্রসব করিয়া আর গর্ভধারণ করে না, এই কবচ ধারণ করিলে, তাহাদের যে দীর্ঘায়ু, গুণবান্ পুত্র জন্মিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবচ সংস্কারপূর্ব্বক যথাবিধি (নবগ্রহ পূজা হোম জপাদি করিয়া) এই কবচ ধারণ করিতে হয়:

সংস্কার ও পূজাদিকরা সাধারণ কবচ—১৭॥/০, পুরশ্চরণসিদ্ধ নবরত্ন সহ প্রতিষ্ঠিত কবচ—৩৪৭॥/০

শ্রীশ্রীনৃসিংহ কবচ।

ব্রহ্মোবাচ।—

"স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
ভূর্জ্জে লিখিত্বা গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্।
কাকবন্ধ্যাতু যা নারী মৃতবৎসাচ যা ভবেৎ

জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুষ্পা বহুপুত্রবতী ভবেৎ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥

ব্রহ্মসংহিতা।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস নারদ! এই নৃসিংহ-কবচের মাহাত্ম্য আমি কি বর্ণনা করিব? এই কবচ ধারণ করিয়া আমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছি। ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া গুলিকা করিয়া, তৎপরে মন্ত্র-পূত অর্থাৎ শোধনাদি সংস্কার পূর্ব্বক সোণার মাদুলীতে করিয়া নৃসিংহ-কবচ ভক্তি-পূর্ব্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে। ইহার ফলে মানুষও দেবতুল্য হয়।

যে সকল নারী কাকবন্ধ্যা (অর্থাৎ একবার মাত্র সন্তান প্রসব করে), মৃতবৎসা (অর্থাৎ যাহাদের সন্তান হইয়া বাঁচে না) এবং জন্মবন্ধ্যা, তাহারা এই কবচ ধারণ করিলে, দীর্ঘজীবী সুপুত্র লাভ করিবেন। নৃসিংহ-কবচ সাধককে জীবন্মুক্ত করে। নৃসিংহ-কবচধারী ব্যক্তি ইচ্ছাকরিলে পৃথিবী সংক্ষুব্ধ করিতে পারে। যে গৃহে বা যে গ্রামে এই কবচ থাকে, সেই গৃহে ভূত, প্রেত, পিশাচ তো কোন দিনই প্রবেশ করিতে পারে না, এমন কি উহারা সেই দেশ হইতেই পলায়ন করে।

ব্রহ্মসংহিতায় সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে নৃসিংহদেবের এইরূপ মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রবণ করাইয়াছেন। ইহা ধারণ করিলে যে, মানবের অভীষ্ট অচিরেই পূর্ণ হইবে এবং পুত্র, আয়ু ও ধন বৃদ্ধি পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ১৩৷৵০, পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ—৬৩৷৵০।

শ্রীশ্রীধনদা-কবচ।

এই কবচ ধারণে দীনহীন কাঙ্গালও রাজচক্রবর্ত্তিরূপে সম্মানিত হইয়া থাকে। যাহারা ধনার্থী হইয়া কেবল অপরিমিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও মান, মর্য্যাদা, স্বাস্থ্য এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও লক্ষ্মীর করুণা লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা "ধনদা-কবচ" একবার ধারণ করিয়া দেখুন,—প্রতিকূল গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় কি না।

বৃহদ্‌ভূত-ডামরতন্ত্রে ভৈরবী যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এইস্থানে উদ্ধৃত করা হইল :—

"পূজয়িত্বা বিশেষেণ কবচং ধারয়েদ্ যদি।
রক্তেন কুঙ্কুমাক্তেন গোরোচনাসুচন্দনৈঃ॥
লিখিত্বা ধারয়েদ্‌যস্তু স ভবেন্নায়িকাপতিঃ।
রাজা ভবতি রাজ্যার্থী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥
যদ্ যৎ কাময়তে মর্ত্ত্যস্তৎক্ষণেনাপি লভ্যতে।
ধনং বহুবিধং সৌখ্যং রাজত্বঞ্চ দিনে দিনে।
প্রাপ্নোতি সাধকেন্দ্রশ্চ কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥

পুরশ্চরণাদি দ্বারা যথাশাস্ত্র সুসংস্কৃত করিয়া কুঙ্কুম, গোরোচনা ও সুচন্দন একত্র মিশ্রিত করিয়া ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ করিবে। ইহাদ্বারা ধনার্থী ধনী হয়, রাজ্যার্থী রাজ্য লাভ করে, এমন কি মোক্ষকামী ব্যক্তি মোক্ষপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। ইহা মানবের পক্ষে কল্পবৃক্ষের ন্যায়। মানুষ মনে মনে যাহা চিন্তা করে, এই ধনদাকবচের বলে তাহাই প্রাপ্ত হয়, এবং আয়ুঃ

আরোগ্য, বিজয়, ধন, মান ও যশ, লাভ করিয়া অন্তে মোক্ষপদের অধিকারী হইয়া থাকে।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ—২৷৷৵০

পুরশ্চরণ-সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ—১২৷৷৵০

শান্তি ও রক্ষাকবচ।

এই কবচ ধারণে সূতিকা, গ্রহণী, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, কষ্টরজঃ, বন্ধ্যাত্ব, মৃতবৎসা সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের এবং শিশু ও প্রসূতিদিগের পেঁচো, পাঁচ, ভূত, প্রেত, ডাইন, দৈত্য প্রভৃতির উপরি দৃষ্টি হওয়া নিরাময় হয়। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর অঙ্গে কবচ থাকিলে গর্ভনাশ বা গর্ভকষ্টের আশঙ্কা থাকে না। ইহা দ্বারা সন্তান নিরোগী, বলিষ্ঠ, সুশ্রী ও দীর্ঘায়ুঃ হয়। যাহাদের সন্তান হইয়া বাঁচে না, এই অবস্থায় প্রসূতি ও সন্তান উভয়েরই কবচ ধারণ করা আবশ্যক। প্রত্যেক শিশুও সধবার অঙ্গে এই কল্যাণকর রক্ষাকবচ থাকিলে, কোনও প্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। কটিদেশে ইহা ধারণ করিলে গর্ভিণীদের সুপ্রসব হয়॥

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ—৩৷৷/০

পুরশ্চরণ-সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ—২৯৷৵০

গ্রহশান্তি-কবচ।

মানবের গ্রহবৈগুণ্য উপস্থিত হইলে, অন্নবস্ত্র, অর্থাভাব, দেহপীড়া, মনঃক্ষোভ, কার্য্যের অবনতি বা পণ্ডতা, আশায় নৈরাশ্য, বন্ধু বিচ্ছেদ, উদ্বিগ্নতা, অকালমৃত্যু, অনর্থ, কলহ, স্থায়ি ধনের নাশ, প্রাপ্য অর্থে বঞ্চিত, ঋণদায় জড়িত ইত্যাদি নানাপ্রকার অশুভ উপস্থিত হয়।

পক্ষান্তরে গ্রহবৈগুণ্যের প্রতিকার হইলে, মানবের আর্থিক মানসিক ও দৈহিক সর্ব্বপ্রকার অশান্তি দূরীভূত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা, উন্নতি, ধনাগম, যশঃ, মান, প্রতিষ্ঠাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

গ্রহশান্তি-কবচ ধারণ করিলে অবশ্যই গ্রহবৈগুণ্য দূর হইয়া মানুষের বাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে। কেন না, গ্রহদেবতাই মানবের সুখ ও দুঃখের বিধাতা। গ্রহদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ হইয়া যাহারা গ্রহশান্তিকবচ ধারণ ও গ্রহশান্তি কবচ পাঠ করে, তাহারা গ্রহদেবের আশীর্ব্বাদে স্বাস্থ্য, ধন, মান, পুত্র, কলত্র লাভ করিয়া অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে।

সংস্কার ও পূজাদিকরা সাধারণ কবচ—৭॥/০
পুরশ্চরণ-সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ—৩২॥/০

শ্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয়-কবচ।

নামেও যেমন মৃত্যুঞ্জয়, কাজেও এই কবচ বাস্তবিকই মৃত্যুঞ্জয়; ইহার ফল হাতে হাতে লাভ হইয়া থাকে, এই সম্বন্ধে ভৈরবীতন্ত্রের দুইটি কথা শুনুন,—

শ্রীপার্ব্বতী কহিয়াছেন—

ব্রহ্মাদি দেব-বৃন্দেশ তপোময় জগৎপতে।
বন্ধ্যা পুত্রবান্ মর্ত্ত্যো নারী পুত্রবতী ভবেৎ।

শ্রীশিবউবাচ— মৃত্যুঞ্জয়স্য কবচং দেবানামপি দুর্লভম্।
কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠে সাবধানাবধারয়।

ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ন ধৃত্বা বামলোচনা।
পুত্রশোকবতী নিত্যং নষ্টপুষ্পা চ সা ভবেৎ।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য কবচং শাতকুম্ভেন বেষ্টয়েৎ।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং ধারয়েৎ কণ্ঠদেশকে।
বায়ুতুল্যবলং লোকে রূপেণ মদনোপমম্।
কুবেরমিব বিত্তাঢ্যং পুত্রং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ।
চিরজীবি-বহ্বপত্যা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।

শ্রীশ্রীপার্ব্বতী বলিলেন—ব্রহ্মাদি দেবগণের অধীশ্বর! তপোময়! হে জগৎপতে! যাহা ধারণ করিলে মনুষ্য পুত্রবান্ ও নারীগণ পুত্রবতী হয় তাহা বলুন।

মহাদেব বলিয়াছেন—মৃত্যুঞ্জয়-কবচ দেবগণেরও দুর্লভ। মহাদেবি! এই কবচের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। নারীগণ এই কবচের মহিমা না জানিয়া এবং ধারণ না করিয়া নিরন্তর পুত্রশোক প্রাপ্ত হইতেছে। ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া স্বর্ণকবচে বেষ্টনপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে পূজা ও পুরশ্চরণাদি করিয়া কণ্ঠদেশে যদি এই কবচ ধারণ করে, তবে নারীগণ এই কবচের ফলে মার্কণ্ডেয়তুল্য দীর্ঘজীবী, পবনতুল্য বলশালী, মদনের ন্যায় সুরূপ, কুবেরতুল্য মহাধনবান্ পুত্র লাভ করিবে। যাহারা কাকবন্ধ্যা (একটি মাত্র সন্তান প্রসব করিয়া যাহারা আর গর্ভধারণ করেনা) নষ্টপুষ্পা অর্থাৎ (যাহাদের গর্ভধারণযোগ্য আর্ত্তব নষ্ট হইয়াছে) তেমন নারীগণ, ভক্তিসহকারে এই কবচ ধারণ করিলে, বহু সন্তান লাভ করিবে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ—১৩।৶০, পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ—৪০।৶০

৩৭০ নং অপার চিৎপুর রোড্, জোড়াসাঁকো কলিকাতা।

বংশলাভাখ্য বা বন্ধ্যারও সন্তানপ্রদ কবচ।

পার্থিব জগতে সুখ, শান্তি, ধন, জন, স্বাস্থ্য যেমন মানবের একান্ত কাম্য, তেমন পারলৌকিক শান্তি অপবর্গ লাভ ও পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড দ্বারা তৃপ্তিবিধানও সংসারে চিরবাঞ্ছিত কর্ম্ম। কিন্তু এতদুভয়ই একমাত্র বংশ-রক্ষার উপরে নির্ভর করে; যাহার বংশ বিলুপ্ত; তাহার ইহকাল পরকাল কিছুই নাই। অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও প্রভূত সম্ভ্রম তদীয় হৃদয়ের শান্তিবিধানে সমর্থ হয় না; কেবল বংশপরম্পরাগত মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে পিতৃপুরুষের গৌরবময় ভিটাতে শৃগাল কুকুরের বাসস্থান হইবে। স্বর্গগত পিতৃগণ জলপিণ্ডের অভাবে পিপাসায় ক্ষুধায় অভিভূত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসে স্বর্গভূমি প্রতপ্ত করিয়া কুলাঙ্গার তনয়ের প্রতি নিয়ত অভিশাপ প্রদান করিবেন। এইরূপ অশান্তির অনলে সেই হতভাগ্যের হৃদয় জ্বলিতে থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টায় বংশরক্ষা করা কর্ত্তব্য। মহারাজ দিলীপ, রঘুকুল-চূড়ামণি দশরথ প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দ পুত্রকামনায় কত কঠোর ব্রত নিয়ম পালন করিয়াছেন; উহার মূলে পারলৌকিক শান্তি এবং বংশের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখা ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাঁহাদের গ্রহবৈগুণ্যে বংশ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে তাঁহারা দৈবানুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া একান্ত ভক্তিপূত হৃদয়ে এই বংশরক্ষা কবচ ধারণ করিলে, অচিরাৎ বংশোজ্জ্বলকারী পুত্রমুখ দর্শনে ধন্য হইবেন।

ভৈরবী-তন্ত্রে শিবনারদসংবাদে বংশরক্ষা কবচের যে মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

ঈশ্বর উবাচ।

বংশলাভাখ্যকবচং দুর্ল্লভং ভুবনত্রয়ে।
যস্য প্রভাবাৎ কমলা লেভে তনয়মুত্তমম্
কামদেবমপর্ণাচ বিনায়কষড়াননৌ।
জয়ন্তমিন্দ্রবনিতা দেবপত্ন্যঃ সুতানপি

মহাদেব বলিয়াছেন; ত্রিভুবনে বংশলাভাখ্য কবচ বড়ই দুর্ল্লভ; এই কবচের প্রভাবে লক্ষ্মীদেবী কামদেবকে পুত্ররত্নস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবতী অপর্ণা-ষড়ানন ও গজাননকে পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রাণী শচীদেবী জয়ন্তকে তনয়স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং অন্যান্য দেবীগণও স্ব স্ব বাসনানুরূপ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

এই কবচ পুরশ্চরণাদি ক্রিয়াদ্বারা যথাশাস্ত্র সংশোধিত করিয়া ধারণ করিলে অবশ্যই পুত্ররত্ন লাভ হইবে।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ২৭৷৵০
পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ৪৮৭৸৵০

অপত্য-(পুত্র ও কন্যা)
জনক কবচ।

এই পৃথিবীতে প্রভূত ধন সম্পত্তি লোকোত্তর প্রতিভা ও নীরোগ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াও মানবের সুখের পূর্ণতা সাধিত হয় না; পরন্তু পুত্রমুখ-চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে যে গৃহ আলোকিত হয় নাই, শত বৈভবেও সে গৃহের অপূর্ণতা যেন ভুলাইতে পারেনা। স্নেহময়ী জননী না হইতে পারিলে,

নারীজন্ম যেমন বিফল, তেমন সুপুত্রের জনক না হইলে, মানবের ইহলোক শূন্য শূন্য বোধ হয় পরলোক ও দুস্তর পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ প্রাপ্তির উপায় থাকে না। ঐহিক নিরানন্দ ও পারত্রিক নরক হইতে রক্ষক পুত্রলাভ করিতে একমাত্র অপত্যদ শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়া তন্মুখ-কমল-বিনির্গত অপত্যজনক কবচ যথাশাস্ত্র সুসংস্কৃত করিয়া ধারণ করিলে অবশ্যই পুত্র লাভ হইবে।

রুদ্রযামলে শ্রীশ্রীভগবতী পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমহাভৈরব সদাশিব বলিয়াছেন—

"কথয়ামি শৃণু প্রাজ্ঞে কবচং ব্রহ্মণোদিতম্।
পঠনাদ্ধারণাদ্বাপি লভতে পুত্রমুত্তমম্॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং পতিসৌভাগ্যদায়কম্।
ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য গন্ধচন্দনকুঙ্কুমৈঃ॥
ধার্য্যং বামকরে নার্য্যা সত্যং সত্যং হি পার্ব্বতি।
ঋতুস্নানং সমাসাদ্য প্রক্ষাল্য কবচং শিবে।
পীত্বাচ তজ্জলং রাত্রৌ বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ॥

শিব কহিলেন :—এই কবচের মাহাত্ম্য ব্রহ্মা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, তথাপি আমি বলিতেছি শ্রবণ কর, অপত্যজনক কবচ ধারণ বা পাঠ করিলে নারীগণ উত্তম পুত্র লাভ করিতে পারে; বন্ধ্যা রমণীও এই কবচ ধারণে স্বামীর সৌভাগ্য-বর্দ্ধক পুত্রলাভ করিয়া থাকেন। ভূর্জ্জপত্রে গন্ধ চন্দন-কুঙ্কুমের দ্বারা লিখিয়া নারীর বামহস্তে ধারণ করিবে। ঋতুস্নানের পর কবচ ধৌত করিয়া নারী ঐ জল পান করিলে গর্ভবতী হয়।

স্বনাম প্রসিদ্ধ সুশিক্ষিত মহোদয়গণ গণনা কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তন্মধ্যে কতিপয় প্রশংসাপত্র মাত্র এস্থানে সন্নিবেশিত করা হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল ও প্রধান গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার দানবীর স্বধর্ম্ম-রক্ষক, অশেষ গুণান্বিত মহাত্মা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি এল, মহোদয়ের ইংরাজী পত্রের বঙ্গানুবাদ।—

জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান ও প্রতিভা দর্শনে তদীয় গুণে আমি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। যে কেহ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া গেলে প্রশ্ন সমূহের প্রকৃত উত্তর প্রাপ্তিতে নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিতে পারিবেন, ইহা দৃঢ়তার সহিত ও স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক আমি বলিতে পারি।

স্বাক্ষর শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী।

মুসলমান-গৌরব-রবি বিদ্যোৎসাহী পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রণী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ও ভূতপুর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মিঃ নাসিরুদ্দিন আহাম্মদ এম, এ, মহাশয় গণনা কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া লিখিয়াছেন—

পণ্ডিত মহাশয় আমার হস্তরেখা দৃষ্টে সুন্দর ও নির্ভুল গণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী লোক ক্রমেই লোপ পাইতেছে।

তারিখ ২১।৬।১৮।

স্বাঃ নাসিরুদ্দিন আহাম্মদ এম, এ
ডেপুটী কালেক্টার, ঢাকা।
বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী।

৩৭০ নং অপার চিৎপুর রোড্, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

স্বনামধন্য প্রথিতনামা নানা সৎকর্ম্মবীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার শীতলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গণনা কার্য্যে প্রীত হইয়া যাহা লিখিয়াছেন—

পণ্ডিত মহাশয়ের গণনা-কুশলতা দৃষ্টে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। বস্তুতঃই তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত। তিনি আমার জীবনের কতিপয় ঘটনা নির্ভুল ভাবে গণনা করিয়া বলিয়াছেন।

স্বাঃ শ্রীশীতলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা
তারিখ ২৫।৬।৮ ইং।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামান্য ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার, মান্দ্রাজের অবসর প্রাপ্ত একাউণ্টেণ্ট জেনারেল মিঃ কে, এল, দত্ত মহাশয় গণনা কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যাহা লিখিয়াছেন—

আমি সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেছি ও নিরতিশয় আনন্দানুভব করি যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ মহোদয় জ্যোতিষশাস্ত্রীয় হোরা-বিজ্ঞান ও সামুদ্রিকে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা ও গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, আমি তাঁহার গণনা দ্বারা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম।

স্বাক্ষর কে, এল, দত্ত
কলিকাতা।
২০।৩।১৮ ইং।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় গণনা কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়, একটি মাত্র ফলের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া, আমার জন্ম তারিখ, সন ও অতীত জীবনের ঘটনা সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন। আমি সকলকেই তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করি।

কলিকাতা, } স্বাঃ শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল।
২৮ নভেম্বর ১৯১৮। } জমিদার ও অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট কলিকাতা

পারশী জাতির স্বনামধন্য, রেলীব্রাদার্সের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ মিঃ কে, ডি বাটলিওয়ালা মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন :—

আমি পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়াছি ও আমার প্রশ্নের তিনি যে সমস্ত উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছি। তিনি জ্যোতিষগণনা ও হস্তরেখাদি গণনায় একজন বিশেষ জ্ঞানী ও অভিজ্ঞলোক।

স্বাঃ কাওয়াসজী, ডি, বাটলিওয়ালা
এসিষ্টাণ্ট্, মেসার্স রেলীব্রাদার্স।
২৫৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

বঙ্গগৌরব, ধীশক্তিমান্ বিচারক-বিভাগের উজ্জ্বলতম রত্ন মাননীয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিষ্ট্রীক্ট জজ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন :—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় সামান্য একটী ফলের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া ও হস্ত এবং কপালের রেখাদি দৃষ্টে আমার জন্ম তারিখ শক গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান অতি উচ্চাঙ্গের।

৪।৫।১৪। স্বাক্ষর শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বনামধন্য মুসলমান সমাজের গৌরব অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর মিঃ সফি উদ্দিন গণি মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন :—

পণ্ডিত মহাশয়কে আমি একজন অত্যন্ত বিদ্বান্ ও অসাধারণ জ্যোতিষী বলিয়া জানি, তাঁহার জন্ম তারিখ ও সময় ভবিষ্যৎ গণনাদি সম্পূর্ণ নির্ভুল।

স্বাঃ শ্রীসফিউদ্দিন গণি
অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টার, ঢাকা।

কুমিল্লা জজ-কোর্টের স্বনামধন্য উকীল দানবীর দেশহিতৈষী পরোপকারী শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহোদয় গণনাকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম। প্রায় দুই ঘটিকা সময় তাঁহার সমীপে অবস্থান করতঃ আমি দেখিতে পাইলাম যে তিনি আমার কপাল ও হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া যে সকল বিষয় গণনা দ্বারা স্থির করিলেন, তাহা আমার জীবনের সহিত একেবারে ঠিক হইয়া গিয়াছে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, এইরূপ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক শাস্ত্রে বিশ্বাসহীন নাস্তিককেও জ্যোতিষশাস্ত্রে আস্থাবান্ ও পৃষ্ঠপোষক করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন।

স্বাঃ শ্রীকুমুদবিহারী ব্যানার্জ্জি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ, পূর্ব্ববাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশস্থ প্রসিদ্ধ পুলিশ ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আমার হস্তরেখা দৃষ্টে পণ্ডিত মহাশয় আমার জীবনের বহু ঘটনা সত্য ও নির্ভূলভাবে গণনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গণনা-কুশলতা দৃষ্টে মুগ্ধ ও বিস্মৃত হইয়াছি।

১০।৬।০৮ ইং স্বাঃ—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিরাজগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বদেশপ্রাণ, স্বাধীনচেতা, পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অশেষ ব্যুৎপন্ন শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের ইংরেজী পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ—

অদ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের সহিত সৌভাগ্য বশতঃ আমার বহুক্ষণ আলাপের সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমার রাশিচক্রের গ্রহগণের অবস্থানাদি (বাল্য বৃদ্ধ্যাদি ভাবের) বিচারে তিনি এরূপ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন যে আমি শুনিয়া বিস্মিত ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিয়াছি। ফলিত জ্যোতিষ ও রেখাদি বিজ্ঞান এতদূর দুরূহ যে, উহাতে অতি অল্প লোকেই প্রবিষ্ট হইয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি সেই ফলিত ও গণিত উভয়বিধ জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সমভাবে অনন্যসাধারণ অধিকারী হইয়াছেন। জীবনের অতীত ঘটনাবলী তিনি যেভাবে যথার্থরূপে নিরূপণ করেন, কাহারো তদ্বিষয় লক্ষ্য করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে তদীয় কথার উপর অনাস্থা থাকিবার অবসরই ঘটে না।

২৬।১১।১৮ ইং স্বাঃ—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র লাহিড়ী।

অতি কর্ত্তব্যপরায়ণ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিচারক, স্বাধীনচেতা, ঢাকার ভূতপূর্ব্ব সব্ ডেপুটী কালেক্টার বর্ত্তমানে কুমিল্লার পশ্চিম গাঁও নবাব ষ্টেটের কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের ম্যানেজার, শ্রীযুক্ত বাবু পুর্ণচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন :—

শ্রীচরণকমলেষু—

আপনি আমার কোষ্ঠী বিচারে যাহা যাহা বলিয়াছেন, বাস্তবিক আজ ৬ মাস যাবৎ আমি আপনার গণনার যথেষ্ট সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি। * * * * ১৬ই আগষ্ট ১৯১৮। সেবক

স্বাঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত ৩০ নং ডিষ্টিলারী রোড, পোঃ ফরিদাবাদ হইতে ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সর্ব্বজনপ্রিয় মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু দিগীন্দ্রকুমার চন্দ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন :—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

শতসহস্র প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন এই—জানিয়া সুখী হইবেন যে, এই অধম এইবার ঈশ্বরানুগ্রহে ও আপনার ঐকান্তিক যত্নে ও দৈববলে মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আপনার গণনা বাক্যও সত্য হইয়াছে।

৫ই মে, ১৯১১। সেবক

স্বাঃ শ্রীদিগীন্দ্রকুমার চন্দ

মোক্তার ঢাকা।

সাড়া রেলওয়ে টেলিগ্রাফ আফিসের শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল :— শ্রীচরণেষু

মহাশয়!

আমি পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে যে সময় ছিলাম, সেই সময় তিনটী প্রশ্ন আপনার নিকট হইতে গণনা করাইয়া আনিয়া ছিলাম, তাহার তিনটাই ঠিক হইয়াছে। * * * ২৫।১।১২ ইং

সেবক

স্বাঃ শ্রী প্রসন্নকুমার ঘোষ।

জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বামনী পোষ্টাফিসের অধীনে বামনডাঙ্গা হইতে নিরপেক্ষচেতা, সত্যনিষ্ঠ ও স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তাহরণ বসু মহাশয়ের লিখিত পত্রের সারাংশ—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

শতকোটী প্রণামপূর্ব্বক অধীনের নিবেদন এই যে, আপনার প্রত্যেক-গুলি গণনার কথায় সুফল পাইয়াছি। অতএব সম্প্রতি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার দরকার মনে করিতেছি। আমার একটী পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। মনস্থ করিয়াছি যে আপনার নিকট হইতে ১খানি কোষ্ঠী তৈয়ার করাইব। * * * * আপনার পূর্ব্বকার গণনা যথার্থই সত্য হইয়াছে তজ্জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ রহিলাম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১। সেবকাধম সেবক

স্বাঃ— প্রণতঃ শ্রীচিন্তাহরণ বসু

আমাদের কবচ ও গ্রহশান্তির দ্বারা উপকৃত হইয়া গোরখপুর বি, এন, ডাব্লিউ, রেলওয়ের ট্রাভেলিং ইন্স্পেক্টার-ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত বাবু নিতাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ১৬।১০।২৭ বাং তারিখে যাহা লিখিয়াছেন :—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

প্রণাম শতকোটি নিবেদন মিদম্।

মহাশয়!

আপনি কবচ ও দৈবশক্তি দ্বারায় এবার আমার যে মহা উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। প্রকৃতপক্ষে আপনি আমার জীবন দান করিয়াছেন। এ মহোপকারের ঋণ আমি আমার জীবন দিয়াও তাহার কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারিব না। আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিলাম। আপনি যে এতটা

উদারতা মহত্ব ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আপনার চরণে আমি বার বার ভক্তিপূর্ব্বক প্রণিপাত হইতেছি! আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। * * * শ্রীচরণে ইহাই নিবেদন।

আপনার চিরানুগত
স্বাঃ—শ্রীনিতাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আলিনগর, গোরখপুর
বি, এন, ডব্লিউ রেলওয়ে।

সরল প্রকৃতি, উদার হৃদয়, ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু পোঃ বাগবাটী ভায়া সিরাজগঞ্জ জিঃ পাবনা হইতে সন ১৩২৫ বাং ২৬শে ভাদ্র তারিখে লিখিয়াছেন :—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

প্রণাম পূর্ব্বক দাসের নিবেদন এই যে গত ১৩২১ সালের ২রা ভাদ্র আমি আপনারদ্বারা গণনা করাইয়াছিলাম। কিন্তু জ্যোতিষ বাক্য না ফলিলে কেহই বিশ্বাস করেনা, আপনার প্রশ্নের উত্তর তিনটীই ফলিয়া গিয়াছে; সম্প্রতি আরও একটী বর্ত্তমানে ফলিতেছে। * * *

আপনার গণনা যথার্থই সত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দ্রব্যের গুণে যে কুগ্রহ শান্তি হয়, তাহাও জানি। আপনি অনুগ্রহ করিলে এ হতভাগ্য সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। ইতি

স্বাঃ একান্ত প্রণত সেবক—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

পোঃ বাগবাটী, ভায়া সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

ময়মনসিংহ জামালপুর শাকচিমেলু হোষ্টেল হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ও ছাত্রবান্ধব শ্রীযুক্ত আবদুল জব্বর খাঁ সাহেব ২৩।১২।১৮ ইং তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন :—

প্রিয় জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় !

আমি আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে। আমি চাকুরি পাইয়াছি। এইক্ষণই আমি আমার প্রতিশ্রুত সমস্ত টাকা দিতে পারিতেছি না। যাহা হউক অদ্য ১০৲ টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইলাম এবং বক্রী টাকা মাসে, মাসে ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইব। অনুগ্রহ করিয়া ত্রুটি মাপ করিবেন। ইতি

আপনার—

স্বাঃ—খাঁ আবদুল জব্বর।

মেদিনীপুর, খড়্গপুর হইতে ১৮।৫।১৮ তারিখে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র দাস মহাশয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীচরণেষু—

মহাশয় !

গত জ্যৈষ্ঠমাসে আপনার নিকট (গণনা সত্য হইলে) যে টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তজ্জন্য অদ্য আপনার নামে ১০৲ দশ টাকা পাঠাইলাম আর অবশিষ্ট টাকা কয়েক মাস পরে পাঠাইয়া দিব। আমি **আপনার গণনার সত্যতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।**

* * * * *

(স্বাক্ষর) শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস

বি. এন, আর, রেলওয়ে।

২৯ নং ফিটার সপ্, টিকেটের নং ৪৯৩৪

এতদ্ভিন্ন অসংখ্য অযাচিত বহু প্রশংসা পত্র আছে, সমস্ত ছাপাইতে হইলে একখানি গ্রন্থ হয়। সুতরাং অধিক দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

৩৭০ নং অপার চিৎপুর রোড্, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

অপূর্ব্ব আবিষ্কার! বিস্ময়কর ঘটনা!!

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিরাট ব্যাপার!

ব্যক্তি মাত্রেরই জীবনের বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ঘটনা-বলী সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃই হউক কিংবা যথারীতি জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের অভাব বশতঃই হউক জ্যোতিষশাস্ত্রে জনসাধারণের আস্থা ক্রমশঃই শিথিল হইয়া যাইতেছে, কিন্তু যদি জ্যোতিষশাস্ত্রের অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় চমৎ-কারিত্ব উপলব্ধি করিতে কাহারও কৌতূহল জন্মিয়া থাকে তবে তাঁহাকে একবারমাত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় আসিয়া প্রশ্নাদি করিতে উপরোধ করি। উক্ত জ্যোতিভূষণ মহাশয় চতুর্দ্দশ বৎসরের প্রাণপাত চেষ্টা ও অনুশীলন দ্বারা লুপ্তপ্রায় জ্যোতিষশাস্ত্রের যে অভিনব আবিষ্কার করিয়া-ছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে হয় ঋষি-গণের সেই "সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং" মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় সামুদ্রিক শাস্ত্রে যেরূপ অনন্যসাধারণ ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, "ফলিত জ্যোতিষ" শাস্ত্রেও ইনি সেইরূপ অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া কোষ্ঠী, ঠিকুজী প্রস্তুত ও তাহার ফল বিচার বিষয়ে অসীম নৈপুণ্য প্রদর্শন করাইয়া জনগণকে মোহিত করিয়াছেন। অধিকন্তু "প্রশ্নগণনা" বিষয়েও ইঁহার প্রতিভা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ইনি গণনাদ্বারা অপহৃত দ্রব্যের নির্ণয় ও অপহরণকারীর বয়স, বর্ণ ইত্যাদি যাবতীয় বৃত্তান্ত বলিয়া দিতে সক্ষম। সত্যের অনুরোধে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হয় যে, কি সামুদ্রিক কি ফলিত জ্যোতিষ, কি প্রশ্নগণনা সকলবিষয়েই ইঁহার প্রতিপত্তি অলৌকিক, প্রতিভা অনন্য সাধারণ। নিজ জীবনের—তথা স্ত্রী পুত্রাদির শুভাশুভ জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যাইয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল পরিজ্ঞাত হইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন। ইহাই আমাদের সানুনয় অনুরোধ।

জীবনে কখন কি ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি কি ঘটনা ঘটিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া তিনি বলিয়া থাকেন।

স্থানান্তর হইতে নাম, ধাম স্পষ্টরূপে লিখিয়া পাঠাইলে কবচ ও প্রশ্নগণনা এবং জন্ম সময় অবগত করাইলে ঠিকুজী, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত সুলভে করিয়া থাকেন। আর, সি, ভট্টাচার্য্য; ম্যানেজার।

৩৭০ নং অপার চিৎপুর, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকদিগের জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়ম।

একটি ফলের নাম ও পত্র লিখিবার সময়ের ঘড়ীর টাইম, অথবা জন্ম সময়াদি বা রাশি-চক্রের নকল বা হাতের ছাপ পাঠাইলে যে কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের ১ হইতে ৬ ও ৮ হইতে ১৬ নম্বর প্রশ্নের প্রতি প্রশ্ন ১৲ টাকা এবং তদ্ভিন্ন প্রতি প্রশ্নের পারিশ্রমিক ২৲ দুই টাকা।

যে কোন অর্ডারের সহিত অর্দ্ধ পারিশ্রমিক পূর্ব্বে পাঠাইলে, গণনা করিয়া অবশিষ্ট ভিঃ পিঃ যোগে গ্রহণ করা হয়।

১। আমার বর্ত্তমান সময় কিরূপ চলিতেছে ?

। উক্ত সময় কতদিন ও তাহার ফলাফল কি ?

৩। আমি যে কার্য্য করিতেছি তাহা কতদিন স্থায়ী ?

৪। ব্যবসায় কার্য্যে আমার উন্নতি হইবে কি ?

৫। আমার অভিলষিত কর্ম্ম উদ্ধার হইবে কি ?

৬। আমি কাহারও কোন সম্পত্তি পাইব কি ?

৭। বর্ত্তমানে আমার চাকুরী হইবে কি ?

৮। আমার কয়টী বিবাহ হইবে ?

৯। প্রথমা স্ত্রী দ্বারা সুখী হইতে পারিব কি ?

১০। পত্নী রূপবতী, সচ্চরিত্রা ও লক্ষ্মীযুক্তা এবং পতিভক্তি পরায়ণা হইবে কি ?

১১। আমাকে কোন প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্থ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে কি ?

১২। আমাকে কোন সময়ে কোন কার্য্য বশতঃ ঋণী হইতে হইবে কি ?

১৩। আমার ঋণদাতা আমাকে কোন প্রকার অপমানিত করিবে কি ?

১৪। কোথায় কি রোগে ও কি অবস্থায় আমার দেহাবসান হইবে ?

১৫। বর্ত্তমান পীড়ায় আমি যে কষ্ট পাইতেছি তাহা হইতে আরোগ্য-লাভ করিব কি ?

১৬। আমার মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তি বিদূরিত হইয়া চিত্ত শীঘ্র স্থির হইবে কি ?

১৭। আমার পুত্রকন্যা কয়টী জীবিত থাকিবে ?

১৮। আমি বর্ত্তমানে যে স্থানে আছি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই অন্যত্র যাইব কি ?

১৯। আমার বেতন কতদিন মধ্যে বৃদ্ধি হইবে ?

২০। আমি লটারীতে টাকা পাইব কি এবং কোন সময়ে সম্ভব ?

২১। আমার প্রথমা স্ত্রীর কোন সন্তান হইবে কি ?

২২। আমার কোন সন্তান বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন ও সৌভাগ্যশালী হইবে কি ?

২৩। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আমার জয় হইবে কি ?

২৪। আমার স্ত্রীর নামে লটারীতে যে টাকা দিয়াছি তাহা পাইব কি ?

২৫। আমার একজন আত্মীয়কে অনুসন্ধানে পাইতেছিনা সে জীবিত আছে কি ?

২৬। পত্নী বিয়োগ হইলে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিতে হইবে কি ?

২৭। আমার জিনিসটী কে চুরি করিয়াছে তাহা পাইব কি ?

২৮। আমার কোন কার্য্যে বিশেষ উন্নতি হইবে ?

২৯। আমি মোকদ্দমায় পুনর্ব্বিচারে সুফললাভ করিতে পারিব কি ?

৩০। আমি যে কার্য্যের চেষ্টায় আছি উহা পাইব কি ?

৩১। আমি এবার পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিব কি ?

৩২। আমার অভীষ্ট ব্যবসায় কোন দিকে ও কোন স্থানে করিলে বিশেষ উন্নতি হইবে ?

৩৩। আমার বাড়ীতে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ আছে অথবা শত্রুদ্বারা কোন অনিষ্ট ঘটিয়াছে কি ?

৩৪। আমি বর্ত্তমানে যে গোলযোগে পতিত হইয়াছি তাহাতে কোন প্রকার লাঞ্ছিত হইব কি ?

উল্লিখিত প্রশ্ন ব্যতীত প্রশ্ন কর্ত্তার ইচ্ছানুসারেও প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায়। পারিশ্রমিক নিয়ম স্বতন্ত্র। বিশেষ দ্রষ্টব্য—এককালীন তিনটী প্রশ্নের নিম্ন সংখ্যায় গণনা করা হয়না।

FORTUNE TELLING.

If you want to know the present, past and ure events of your life or to solve any question he result of business, law suit. Examination and ease as well as career of services, recovery of sen property etc.) then please send to me th**name of a certain fruit the time o lock when writing to me, the time o birth or a copy of horoscope or inression of the palm** (in Press-ink) **of thright hand in case of a male and lef hand in case of ladies.**

ie charge for an ordinary solution of the follcng eight questions is **Rs. 10 and the san is Rs. 25** when special and detailed accots are given.

1. Whether my present time is auspicious or inauspicious ?
2. How long will it continue and what is its result ?
3. After this time what sort of time will come and how long will it last ?
4. How shall I enjoy its result ?
5. ow many sons and daughters will survive ne ?
6. ow long shall I live, in this world ?
7. iall any misfortune fall upon me in ture ? If so, when ?

8. Shall I pass my life in happiness or ir misery.

N. B. The charge for any othe question besides the above-mentione is Rs. 2—Rs. 25. The exact charge (the question can be known by sendi the question to us. Half the char should be sent with the order and t other half we accept through V. parcel.

We have innumerable certificates from men of high pdon in society bearing testimony to the satisfactory w in which works is done here. Buts for want of space theme and address only of few gentlemen of position anddu-cation are given herein who have given certifica on account of their satisfaction for the work received from us.

(1) Nabin Chandra Das Esq., Dt. Magiate, Noakhali. (2) Dwarka Nath Chakrabartty Esq. M.B.L., Vakil, and Senior Government Pleader, Highourt, Calcutta. (3) K. L. Dutt Esq., late Accountant neral Madras and Registrar, Calcutta University. (4) . D. Batli Esq., Asst. Manager Rali Brothers Office, Cutta. (5) N. N. Ghosh Esq., Joint Secretary, E. B. Ry, Arl St. Ballygunj, Calcutta. (6) Rai Bahadur Anandandra Roy, Zemindar, Comilla (7) Satyendra Kun Bose Esq., M.A., Principal Victoria College, Cona. (8) Nazir Uddin Ahmed Esq., M.A., Deputy llector, Dacca. (9) Kumud Behari Banerjee Esq, B.L., Pleader, Comilla. (10) Nawab Bahadur Syeossain Choudhury, Comilla. (11) Dr. Baroda Sankar Bhattacharjee, M.B., Brahmanbaria. (12) ai Sasi Kumar Dutt Bahadur, Dt. Engineer, Cona. (13) Harendra Kumar Seal Esq, B.A., Zemlar and Banker, Hony. Magistrate, Calcutta.

হাইকোর্টের জজ, ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ, একাউণ্টেণ্ট জেনারেল
গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ও নবাব, রাজা, জমিদার মহোদয়গণের
উচ্চ প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত—

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটীর
প্রেসিডেণ্ট প্রফেসর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার
ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ এফ্, টি, এস্,
মহাশয়ের

পুস্তক-বিভাগ-বা

জ্যোতিষলাইব্রেরী

আমরা সর্ব্বসাধারণের (বিশেষতঃ মফঃস্বলবাসীদের) সুবিধার জন্য **একস্থানে বসিয়া যাহাতে তন্ত্র, মন্ত্র, ধর্ম্ম এবং জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় সকল রকম পুস্তক** পাওয়া যায়। এইরূপ একটী পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছি। ইহা ভিন্নও অপর সকল রকম পুস্তক অর্ডার পাইলে যত্নের সহিত সরবরাহ করিয়া থাকি। ৫৲ টাকার অধিক মূল্যের পুস্তকের অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য পাঠাইতে হয়। পুস্তক-বিক্রেতা ও এজেণ্টদিগকে উচ্চ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

সামুদ্রিক রহস্য বা ভাগ্য-পরীক্ষা। এই পুস্তকের সাহায্যে হাতের রেখা ও চিহ্ন দেখিয়া ধন, সম্পদ, পুত্র, কন্যা, সৌভাগ্য, পরমায়ু প্রভৃতি জীবনের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। মূল্য ১ম খণ্ড ৷৷০, আনা। ১ম, ২য়, ৩য় একত্র তিন খণ্ড পুস্তক ১৷০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

জ্যোতিষ-শিক্ষা। ইহাতে জোতিষ সম্বন্ধীয় বহুবিধ গণনা সন্নিবেশিত আছে। জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ শিক্ষার্থীর উপযোগী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

জ্যোতিষ-রহস্য। এই পুস্তক হইতে সহজে অদৃষ্টবাদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মূল্য ৵০। **ইহার দ্বিতীয় খণ্ড (বরাহ মিহির ও খনার পরিচয়সহ) খনার বচন মূল্য ৷৷০ আনা।**

স্বপ্নফল-বিজ্ঞান। এই গ্রন্থে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে কোন সময় কি দ্রব্য দর্শন করিলে কি ফল এবং দেহ স্পন্দন ও টিকটিকী পতন প্রভৃতির ফল সন্নিবেশিত আছে। মূল্য ৷৵০, স্বপ্নফল দৃষ্টান্ত সহ বর্দ্ধিত সংস্করণ মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

জ্ঞানযোগ। সংসার, ধর্ম্ম, জন্মান্তর, মুক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ক উচ্চ প্রশংসিত গ্রন্থ। মূল্য ১৲

সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতিভূ‍র্ষণ এফ্., টি, এস্. ঃ

হিন্দি স্বপ্নফল-বিজ্ঞান।

চিন্তাতীত, কল্পনাতীত · স্বপ্নরাজ্যের কুহেলিকাময়ী বার্ত্তা মানবের ভবিষ্যতের সুখ, দুঃখ, বিপদ, সম্পদ, জয়, পরাজয়, জীবন, মরণ প্রভৃতি যাবতীয় ঘটনার একটা ইঙ্গিত করিয়া অজ্ঞাতসারে জীবকে প্রবুদ্ধ করিতেছে। মানুষের সসীম জ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান ইহার অতীন্দ্রিয় রহস্যজাল ভেদ করিতে না পারিয়া উহাকে কেবল চিন্তা প্রসূত চিত্ত বিভ্রম বলিয়া উপেক্ষা করিলে ও বস্তুতঃ অলীকতাই ইহার স্থান নহে। স্বপ্ন-তত্ত্বের সহিত লোকপাল দেবের জীবকে সতর্কীকরণার্থ প্রবল ইচ্ছা যেন স্বপ্নতত্ত্বের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আত্মতত্ত্ববিদ্ ঋষিগণ সেই শুভেচ্ছা অনুভব করিতে পারিয়া মানব সমাজের মঙ্গল কামনায় স্বপ্নফলের বিজ্ঞান জগতিতলে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমরা কাল, তিথি, নক্ষত্র, স্ত্রী, পুরুষভেদে দৃষ্ট স্বপ্নের শুভাশুভ ফল সমূহ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে হিন্দি ভাষায় অনূদিত করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতেছি।

এই পুস্তকে সহজ হিন্দি ভাষায় মহাত্মা অক্রূর ও মহাবীর ভার্গবের দৃষ্ট শুভ স্বপ্ন এবং মথুরাধিপতি কংস, হৈহয়াধিপ কার্ত্তবীর্য্যার্জুন ও অমিত-তেজা বাসব বিজয়ী ঘোরাসুরের দৃষ্ট অশুভ স্বপ্নবৃত্তান্ত সকল বহু পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে স্বপ্নজনিত শুভাশুভ ফল অবগত হইতে পারিবেন। পরন্তু যাহারা হিন্দি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বাঙ্গলা ও হিন্দি ২খানি পুস্তক ক্রয় করিলে, সহজে হিন্দি ভাষাও শিক্ষা করিতে পারিবেন। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতার যে কোন পুস্তকালয়ে আমাদের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিবেন, সেই স্থান হইতেই পুস্তক-গ্রাহক মহোদয়গণ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।